মাসিক আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

৩য় বর্ষ ৩য় সংখ্যা
ডিসেম্বর ১৯৯৯

প্রকাশকঃ
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী।
ফোনঃ (অনুঃ) ০৭২১-৭৬০৫২৫, ফোন ও ফ্যাক্সঃ ৭৬১৩৭৮।
মুদ্রণেঃ দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী, ফোনঃ৭৭৪৬১২।

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية و دينية
جلد:٣ عدد:٣، شعبان ١٤٢٠هـ /دسمبر ١٩٩٩م
رئيس التحرير: د.محمد أسد الله الغالب
تصدرها حديث فاؤنديشن بنغلاديش

رب زدنى علما

প্রচ্ছদ পরিচিতিঃ তাওহীদ ট্রাষ্ট (রেজিঃ)-এর সৌজন্যে নবনির্মিত আরাজী ইটাখোলা জামে' মসজিদ, নীলফামারী।

Monthly **AT-TAHREEK** an extra-ordinary Islamic research Journal of Bangladesh directed to Salafi Path based on pure Tawheed and sahih Sunnah. Enriched with valuable writings of renowned Columnists and writers of home and abroad, aiming at establishing a pure Islamic society in Bangladesh. Some of regular columns of the Journal are: 1. Dars-i Quran 2. Dars-i Hadith 3. Research Articles 4. Lives of Sahaba & Pioneers of Islam 5. Wonder of Science 6. Health & Medicine 7. News: Home & Abroad & Muslim world 8. Pages for Women 9. Children 10. Poetry 11.Fatawa etc.

বিজ্ঞাপনের হারঃ

* শেষ প্রচ্ছদ ঃ	৩,০০০/=
* দ্বিতীয় প্রচ্ছদ ঃ	২,৫০০/=
* তৃতীয় প্রচ্ছদ ঃ	২,০০০/=
* সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা ঃ	১,৫০০/=
* সাধারণ অর্ধ পৃষ্ঠাঃ	৮০০/=
* সাধারণ সিকি পৃষ্ঠাঃ	৫০০/=
* অর্ধ সিকি পৃষ্ঠাঃ	২৫০/=

স্থায়ী, বার্ষিক ও নিয়মিত (ন্যূনপক্ষে ৩ সংখ্যা) বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে বিশেষ কমিশনের ব্যবস্থা আছে।

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদার হারঃ

দেশের নাম	রেজিঃ ডাক	সাধারণ ডাক
বাংলাদেশ	১৫৫/= (ষান্মাষিক ৮০/=)	====
এশিয়া মহাদেশঃ	৬০০/=	৫৩০/=
ভারত, নেপাল ও ভূটানঃ	৪১০/=	৩৪০/=
পাকিস্তানঃ	৫৪০/=	৪৭০/=
ইউরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশ	৭৪০/=	৬৭০/=
আমেরিকা মহাদেশঃ	৮৭০/=	৮০০/=

* ভি, পি, পি -যোগে পত্রিকা নিতে চাইলে ৫০% টাকা অগ্রিম পাঠাতে হবে। বছরের যেকোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।
ড্রাফ্ট্ বা চেক পাঠানোর জন্য একাউন্ট নম্বরঃ মাসিক আত-তাহরীক এস, এন, ডি-১১৫, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, সাহেব বাজার শাখা, রাজশাহী, বাংলাদেশ। ফোনঃ ৭৭৫১৬১, ৭৭৫১৭১।

Monthly **AT-TAHREEK**
Chief Editor: Dr.Muhammad Asadullah Al-Ghalib.
Edited by: Muhammad Sakhawat Hossain.
Published by: Hadees Foundation Bangladesh.
Kajla, Rajshahi.Bangladesh.
Yearly subscription at home Regd. Post: Tk. 155/00 & Tk. 80/00 for six months.
Address: Editor, *Monthly* AT-TAHREEK
NAWDAPARA MADRASAH. P.o. SAPURA, RAJSHAHI.
Ph: (0721) 760525. Ph & Fax: (0721) 761378.

http://islaminonesite.wordpress.com

মাসিক

بسم الله الرحمن الرحيم

আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية و دينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

৩য় বর্ষঃ ৩য় সংখ্যা
শা'বান ১৪২০ হিঃ
অগ্রহায়ণ ১৪০৬ বাং
ডিসেম্বর ১৯৯৯ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সহকারী সম্পাদক
মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম

সার্কুলেশন ম্যানেজার
আবুল কালাম মুহাম্মাদ সাইফুর রহমান

কম্পোজঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স

যোগাযোগঃ
নির্বাহী সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া মাদরাসা, পোঃ সপুরা, রাজশাহী
ফোন ও ফ্যাক্সঃ (০৭২১) ৭৬১৩৭৮।
সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি ফোন-(বাসা)৭৬০৫২৫

ঢাকাঃ
তাওহীদ ট্রাষ্ট অফিস- ফোন ও ফ্যাক্সঃ ৮৯১৬৭৯২।
আন্দোলন অফিস - ফোনঃ ৯৩৩৮৮৫৯।
যুবসংঘ অফিস - ৯৫৬৮২৮৯।

হাদিয়াঃ ১০ টাকা মাত্র।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী কর্তৃক প্রকাশিত এবং
দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

- সম্পাদকীয় ০২
- দরসে কুরআন ০৩
- দরসে হাদীছ ০৯
- প্রবন্ধ ঃ
  - মাহে রামাযানঃ আত্মশুদ্ধির উপযুক্ত সময় ১৫
    – মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন
  - মাহে মুবারক রামাযান ২১
    – যিল্লুর রহমান নদভী
  - ছালাতুত তারাবীহ ২২
    – মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান
  - বাংলাদেশে দারিদ্র্য বিমোচন ও মানব সম্পদ উন্নয়নে যাকাতের ব্যবহার ২৪
    – শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান
- মনীষী চরিতঃ
  - মুহাম্মাদ নাছেরুদ্দীন আলবানী ২৮
    – মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
- চিকিৎসা জগৎ ৩৩
- খুৎবাতুল জুম'আ ৩৪
- দো'আ ৩৫
- কবিতা ৩৬
  স্বাগতম, আমি যদি যাই চলে মা,
  জিহাদের ময়দান
- সোনামণিদের পাতা ৩৭
- স্বদেশ–বিদেশ ৪০
- মুসলিম জাহান ৪৫
- বিজ্ঞান ও বিস্ময় ৪৬
- দিশারী ৪৭
- প্রশ্নোত্তর ৪৯

http://islaminonesite.wordpress.com

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

قُوْمُوْا إِلَى جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ

'এগিয়ে চল তোমরা জান্নাতের পানে, যার প্রশস্ততা আসমান এবং যমীনে পরিব্যপ্ত' (মুসলিম)।

[বদর যুদ্ধে মুসলিম সেনাবাহিনীর প্রতি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নির্দেশ]

সম্পাদকীয়

পশুত্বের পতন হৌক!

শামসুদ্দীন জুয়েল (২৫)। মৃত্যুর দিকে দ্রুত ধাবমান ডুবন্ত এক তরতাজা যুবক। চাঁদাবাজ পুলিশের তাড়া খেয়ে স্বচ্ছল ঘরের শিক্ষিত এই নিরপরাধ যুবকটি দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হ'য়ে ছুটে পালাতে গিয়ে পড়ে যায় ড্রেনে। তার সাথী কিরণের পকেট থেকে পুলিশ পঞ্চাশ টাকা হাতিয়ে নিয়ে ছেড়ে দেয়। কিন্তু তার পকেটে কিছু না পেয়ে অশ্রাব্য গালি দিয়ে ক্যাম্পে নিয়ে যেতে চায়। এতে ভয় পেয়ে সে দৌড় দেয়। অবশেষে নোংরা নর্দমার গভীরতায় সে ক্রমে তলিয়ে যেতে থাকে। 'বাঁচাও' 'বাঁচাও' বলে আর্তচীৎকার করতে থাকে সে। দু'হাত জোড় করে অনুরোধ করতে থাকে সে সকলের কাছে করুণ কণ্ঠে। উপরে দাঁড়িয়ে থাকা 'জনগণের বন্ধু' পুলিশগুলি হো হো করে হাসতে থাকে জুয়েলের কাতর আর্তির জবাবে। এলাকার সাধারণ মানুষ তাকে উদ্ধার করতে এগিয়ে যায়। মাতৃস্নেহে উদ্বেলিত জনৈকা মহিলা নিজের শাড়ী ঝুলিয়ে দেন, যেন তা ধরে ছেলেটা বাঁচতে পারে। কিন্তু না। কারু পক্ষে কিছুই করা সম্ভব হয়নি ঐ পুলিশ নামধারী নিষ্ঠুর হায়েনাদের জন্য। অবশেষে.... হাঁ অবশেষে এক সময় বৃদ্ধ পিতামাতার নয়নের মনি, তাদের ভবিষ্যৎ রঙিন স্বপ্নের রূপকার, অতি আদরের কলিজার টুকরা সন্তান শামসুদ্দীন জুয়েল তলিয়ে গেল চিরদিনের মত ড্রেনের নোংরা পানিতে। হারিয়ে গেল চিরতরে সভ্য মানুষের গড়া এ পৃথিবী থেকে। রেখে গেল একরাশ প্রশ্নঃ এই কি মানবতা, এই কি আইনের শাসন! ১৮ই নভেম্বর '৯৯ খবর বের হ'ল বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক পত্রিকায়। রাজধানীর মুগদাপাড়া এলাকার শোকার্ত জনসাধারণ মিছিল করে তাদের আক্রোশের বহিঃপ্রকাশ ঘটালো। পুলিশের ফাঁসি দাবী করলো। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। এর বেশী তাদের আর কি-ইবা করার আছে? যাদের করার ছিল, তারা অত্যন্ত সুচতুর ভাবে পুলিশ তিনটাকে ক্লোজ করে নিয়ে জনগণের ক্ষোভ থেকে বাঁচিয়ে নিল। এরপর শুরু হয়েছে মিথ্যা ও প্রতারণার জাল ফেলা। দু'পাঁচ বছর পরে যখন বিচারের রায় বেরোবে, তখন হয়ত বলা হবে যে, ছেলেটি ছিল সন্ত্রাসী কিংবা অপ্রকৃতিস্থ। আইন প্রয়োগকারী সংস্থা যথারীতি আইন প্রয়োগ করতে যাওয়ার কারণে সে প্রাণভয়ে পালাতে গিয়ে ড্রেনে ডুবে মরেছে। পুলিশের সেখানে কিছুই করার ছিল না। অতএব পুলিশ বেকসূর খালাস।

দেশের সর্বত্র প্রতিদিন এমনিভাবে চলছে চাঁদাবাজি, খুন-ধর্ষণ, অত্যাচার, নির্যাতন, অপহরণ, মুক্তিপণ আদায় ইত্যাদি। পত্রিকায় শিরোনাম হয়ে বেরিয়ে আসছে খুলনার ত্রাস এরশাদ শিকদারের লোমহর্ষক হত্যাযজ্ঞের ঘটনাবলী। ভৈরবের তলদেশ থেকে বেরিয়ে আসছে তার নিষ্ঠুরতার জীবন্ত সাক্ষীসমূহ। ওদিকে তাকে ডিঙিয়ে শিরোনাম দখল করতে যাচ্ছে চুয়াডাঙ্গা-মেহেরপুর এলাকার ত্রাস লাল্টু বাহিনীর পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের খবর সমূহ। জীবন্ত মানুষকে বস্তায় ভরে জ্বলন্ত ইট ভাটায় ছুঁড়ে ফেলে দোযখের শাস্তির মহড়া দিয়ে সে ইতিমধ্যে নিষ্ঠুরতার ও পৈশাচিকতার চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে গেছে। অথচ খুলনার ন্যায় সেখানেও পুলিশের ও রাজনৈতিক নেতাদের সম্পৃক্ততার খবর পাওয়া যাচ্ছে। পুলিশের হেফাযতেও নিষ্ঠুরভাবে খুন হচ্ছে মানুষ প্রতিনিয়ত। এমনকি খোদ রাজধানীতে ডিবি হেড কোয়ার্টারে রুবেল হত্যা, জালাল হত্যা সচেতন ও সাধারণ মানুষকে বোবা বানিয়ে দিয়েছে। যেগুলির কোন বিচার আজও হয়নি। কখনো হবে বলেও অনেকে বিশ্বাস করে না। খোদ সুপ্রীম কোর্টের প্রাঙ্গণে প্রকাশ্য দিনের বেলায় শত শত লোকের সম্মুখে যুবক খুন হ'ল। অতঃপর সন্ত্রাসীরা বীরদর্পে বুক ফুলিয়ে নির্বিঘ্নে চলে গেল। অথচ কিছুই হ'ল না। তাহ'লে মানুষ যাবে কোথায়? দেশে এই ক্রমবর্ধমান অপরাধ প্রবণতা ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের কারণ কি? বিচারক আছেন। বিচারালয় আছে। দল আছে, নেতা আছেন। নির্বাচন আছে, ভোটাভুটি আছে, গণতন্ত্র আছে। আইন আছে, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা আছে। তবু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। এর কারণ কি?

আমরা মনে করি যে, একটি সুশীল সমাজ গড়তে গেলে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন নৈতিকতার উজ্জীবন ও অনুশীলন। প্রয়োজন নীতিবান ও আদর্শবান নেতৃত্ব। স্বাধীন ও সহজ বিচার ব্যবস্থা, আইনের সফল ও সুষ্ঠু প্রয়োগ, নিরপেক্ষ শাসন ব্যবস্থা ইত্যাদি। বলা চলে যে, বাংলাদেশে বর্তমানে উপরোক্ত গুলির কোনটিই পুরোপুরিভাবে নেই। নৈতিকতার উজ্জীবন নয় বরং অপনোদন সর্বত্র লক্ষ্য করা যাচ্ছে। নীতিবান ও আদর্শবান নয় বরং নীতিহীন ও আদর্শহীন নেতৃত্ব জাতির ঘাড়ে সওয়ার হয়ে আছে। দু'দিন আগেও যাকে স্বৈরাচার বলা হয়েছে, আজ আবার তাকেই বরণ করে নেওয়া হচ্ছে ফুলের তোড়া দিয়ে। সরকারে থাকলে স্বৈরাচার আর বিরোধী দলে থাকলে জনগণের বন্ধু- এটাই হ'ল এদেশের রাজনৈতিক কালচার। এদেশের বিচার বিভাগ প্রশাসন বিভাগ থেকে স্বাধীন নয়। এরপরেও রয়েছে বিচার কার্যের দীর্ঘসূত্রিতা। কথায় বলে Justice delayed, Justice denied. 'বিলম্ব বিচার এক প্রকার অবিচার'। ফলে সন্ত্রাসীরা লাই পেয়ে যাচ্ছে দিনে দিনে।

অতঃপর নিরপেক্ষ শাসন ব্যবস্থা। সেটাও এদেশে নেই। কারণ এদেশে গণতন্ত্রের নামে চলছে দলতন্ত্র। যদিও সংবিধানে রয়েছে যে দলই ক্ষমতাসীন হৌক না কেন সরকার থাকবে নিরপেক্ষ। কিন্তু বাস্তবে সেটা নেই এবং তা সম্ভবও নয়। কেননা যিনি দলীয় প্রধান, তিনিই হবেন সরকার প্রধান। তাহ'লে কিভাবে তিনি নিরপেক্ষ হবেন? ফলে যা হবার তাই হচ্ছে। দলীয় স্বৈরাচার, দলীয় শাসন-শোষণ ও অত্যাচারে দেশবাসীর নাভিশ্বাস উঠছে। মানবতা নিভৃতে কাঁদছে। শহরে-নগরে, গ্রামে-গঞ্জে অসংখ্য এরশাদ, কাঙালী যাকির ও লাল্টু বাহিনী সৃষ্টি হচ্ছে। রুবেল, জুয়েল, জালাল, আহাদ, ডাঃ হুমায়ূন নিঃশব্দে নীরবে হারিয়ে যাচ্ছে। আর তাদের বুক ফাটা আর্তনাদ ও হৃদয় উজাড় করা দীর্ঘশ্বাস বাংলার আকাশ-বাতাস ভারী করে তুলছে। জানিনা কখন আল্লাহ্‌র ফায়ছালা নেমে আসবে। জিহাদী হুংকার দিয়ে গর্জে উঠবে মানবতা। ভেঙ্গে চূর্ণ হয়ে যাবে বাতিলের তখত-তাউস। স্বপ্নঘোর কেটে যাবে রঙিন সুরার নীল জৌলুসে হাবুডুবু খাওয়া রাঘব-বোয়ালগুলোর।

এরি মধ্যে বছর ঘুরে এল রামাযান। আমরা তাকে স্বাগত জানাই। স্বাগত জানাই তার উদাত্ত আহবানকে- 'হে কল্যাণের অভিযাত্রী এগিয়ে এস! হে অকল্যাণের অভিসারী বিরত হও!' রামাযানের রাত্রিতে আল্লাহ্‌র পক্ষ হ'তে এই অদৃশ্য আহবান ধ্বনি কি সন্ত্রাসীদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করবে? তাদের জানা উচিত অন্যায় ও সন্ত্রাসের পতন অবশ্যম্ভাবী এবং ন্যায় ও সত্যের জয় সুনিশ্চিত। সত্যসেবী ও ধৈর্যশীলদের সাথে আল্লাহ থাকেন। অতএব হে অকল্যাণের অভিসারীরা। রামাযানের এই পবিত্র মাসে এসো তওবা করি। নীরবে-নিভৃতে অনুতপ্ত হ'য়ে চোখের পানি ফেলে আল্লাহ্‌র নিকটে ক্ষমা ভিক্ষা করি ও তাঁর দিকেই ফিরে চলি। পশুত্বের পতন হৌক! মানবতা জয়লাভ করুক! আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন- আমীন! =(সঃ সঃ)।

http://islaminonesite.wordpress.com

দরসে কুরআন

ধর্মনিরপেক্ষতা

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

لا إِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ، قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ، فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لاَانْفِصَامَ لَهَا، وَاللهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۞

১. উচ্চারণঃ লা ইকরা-হা ফিদ্দীনি, ক্বাদ তাবাইয়ানার রুশ্‌দু মিনাল গাইয়ি; ফামাইঁ ইয়াকফুর বিতত্বা-গূতি ওয়া ইউ'মিন বিল্লা-হি, ফাক্বাদিস তামসাকা বিল'উরউওয়াতিল ভুসক্বা লানফিছা-মা লাহা; ওয়াল্লা-হু সামী'উন 'আলীম।

২. অনুবাদঃ দ্বীনের ব্যাপারে কোনরূপ যবরদস্তি নেই। নিঃসন্দেহে হেদায়াত গোমরাহী থেকে স্পষ্ট হ'য়ে গেছে। অতঃপর যে ব্যক্তি ত্বাগূতকে প্রত্যাখ্যান করবে ও আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস স্থাপন করবে, সে দৃঢ়মুষ্টিতে ধারণ করবে এমন এক সুদৃঢ় হাতল, যা ভাঙ্গবার নয়। আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞাতা' (বাক্বারাহ ২৫৬)।

৩. শাব্দিক ব্যাখ্যাঃ

(১) **লা ইকরা-হা** (لا إِكْرَاهَ)ঃ 'কোনরূপ যবরদস্তি নেই'। মাদ্দাহ الكُرْهُ وَالكَرَاهَةُ وَالكَرِيْهَةُ। অর্থঃ কষ্ট, অপসন্দ, ভারী হওয়া ইত্যাদি। إكراه বাবে ইফ'আল-এর মাছদার। যার অর্থ কষ্ট দেওয়া, চাপ দেওয়া, যবরদস্তি করা ইত্যাদি। لا অর্থ না। তবে لانفى جنس হওয়ায় অর্থ হবে 'কোন প্রকারের চাপ নয়'।

(২) **ক্বাদ তাবাইয়ানা** (قَدْ تَبَيَّنَ)ঃ 'নিশ্চয়ই স্পষ্ট হয়ে গেছে'। মাদ্দাহ البَيَانُ। অর্থঃ প্রকাশিত হওয়া। সেখান থেকে باب تَفَعُّل হয়েছে। উক্ত বাব-এর বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এখানে কর্তার ধাতু প্রকাশিত অর্থ হবে। অতএব قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ। অর্থ হবে, অবশ্যই হেদায়াত তার স্বরূপে প্রকাশিত হয়ে গেছে। আর কিছুই বাকী নেই'।

(৩) **ত্বা-গূত** (الطاغوت)ঃ অর্থ জাদুকর, শয়তান, মূর্তি-প্রতিমা, ভ্রষ্টতার উৎস ইত্যাদি। মাদ্দাহ 'তুগইয়ান' (الطغيان)। طَغَى يَطْغَى 'সে সীমালংঘন করেছে'। ত্বাগূত-এর ওযন হ'ল فَعْلُوْتٌ যা একবচন, বহুবচন, পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ সবকিছুতে ব্যবহৃত হয়। অহি-র বিধান পরিত্যাগ করে অন্য যার নিকটে ফায়ছালা কামনা করা হয়, তাকেই 'ত্বাগূত' বলা হয়।[১]

(৪) **আল-'উরওয়াতুল ভুসক্বা** (العُرْوَةُ الْوُثْقَى)ঃ 'দৃঢ় হাতল'। وُثْقَى ইসমে তাফযীল-এর স্ত্রীলিঙ্গ فُعْلَى-এর ওযনে হয়েছে। মাদ্দাহ الوَثَاقَةُ। অর্থ দৃঢ়তা। আয়াতাংশটি পূর্ববর্তী শর্তসূচক বাক্যাংশের তুলনাযুক্ত জবাব হিসাবে এসেছে। অর্থাৎ এখানে ঈমান বা কুরআনকে মযবুত হাতলের সাথে তুলনা করা হয়েছে, যা ভেঙ্গে যাবার নয়।

৪. শানে নুযূলঃ

(ক) আবুদাঊদে ছহীহ রেওয়ায়াতে হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আয়াতটি মদীনার আনছারদের কারণে নাযিল হয়। যদিও এর হুকুম সর্বযুগে সকলের জন্য প্রযোজ্য। জনৈকা আনছার মহিলা যার কোন সন্তান বাঁচতো না, সে প্রতিজ্ঞা করে যে, যদি এবার তার কোন পুত্র সন্তান হয় ও বেঁচে থাকে তাহ'লে সে তাকে ইহুদী বানাবে। কিন্তু যখন মদীনা থেকে বনু নাযীর গোত্রের ইহুদী উচ্ছেদের হুকুম হ'ল এবং যাদের নিকটে দুগ্ধ পানের কারণে বহু আনছার সন্তান মওজুদ ছিল, তখন আনছারগণ বলে উঠল যে, আমরা আমাদের সন্তানদের ছাড়তে পারি না। তখন অত্র আয়াত নাযিল হয়। যাতে বলা হয় যে, ধর্মের ব্যাপারে কোন যবরদস্তি নেই। হক ও বাতিল স্পষ্ট হ'য়ে গেছে। অতএব আনছার সন্তানগণ দুগ্ধ পানের কারণে ইহুদী মহিলাদের কাছে থাকলেও তারা 'হক' বুঝেই সময়মত ইসলামে ফিরে আসবে'। নুহাস বলেন যে, ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর এই রেওয়ায়াত বিশুদ্ধ হওয়ার কারণে এটাই সকল কথার মধ্যে সেরা। তাছাড়া এমন কথা কেউ নিজের 'রায়' থেকে বলতে পারেন না'।[২]

(খ) সুদ্দী বলেন যে, আয়াতটি আবু হুছাইন নামক জনৈক আনছার ব্যক্তির কারণে নাযিল হয়। তিনি নিজে মুসলমান ছিলেন। কিন্তু তার দুই ছেলে খৃষ্টান ছিল। শাম থেকে একদল তৈল ব্যবসায়ী মদীনায় আসে। অতঃপর তারা যখন চলে যেতে উদ্যত হয়, তখন আবু হুছাইনের দুই ছেলে তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে তারা তাদের খৃষ্টান ধর্মে দাওয়াত দেয়। তাতে তারা খৃষ্টান হয়ে যায় ও তাদের সাথে শাম দেশে চলে যায়। তখন আনছার ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে এসে দাবী করেন যে, তার

১. ইবনু কাছীর, নিসা ৬০ আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য।
২. কুরতুবী ৩/২৮০; ইবনু কাছীর ১/৩১৮।

http://islaminonesite.wordpress.com

ছেলে দু'টিকে ফিরিয়ে আনার জন্য একদল লোক পাঠানো হউক। তখন এই আয়াত নাযিল হয়।[৩]

(গ) ইবনু হিব্বান-এর বর্ণনায় এসেছে যে, আসবাক্ব নামক জনৈক ব্যক্তি বলেন যে, আমি একজন খৃষ্টান গোলাম হিসাবে ওমর ফারূক (রাঃ)-এর অধীনে ছিলাম। তিনি আমার নিকটে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিলে আমি তা প্রত্যাখ্যান করি। তখন তিনি অত্র আয়াত পাঠ করলেন ও বললেন, 'হে আসবাক্ব! তুমি ইসলাম কবুল করলে মুসলমানদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে আমি তোমার নিকট থেকে সাহায্য নিতাম'।[৪]

(ঘ) ওমর ফারূক (রাঃ)-এর আরেকটি ঘটনা এ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, একদা ওমর (রাঃ) জনৈকা বৃদ্ধাকে ইসলাম গ্রহণ করার আহবান জানালে বৃদ্ধা বলল, আমি অতি বৃদ্ধা। মৃত্যু আমার সন্নিকটবর্তী। ওমর (রাঃ) তখন বললেন, হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাক! বলেই তিনি অত্র আয়াত তেলাওয়াত করলেন' (কুরতুবী)।

উক্ত আয়াত সম্পর্কে হাফেয ইবনু কাছীর মন্তব্য করেন যে, আল্লাহ বলেন, হে ঈমানদারগণ! তোমরা কাউকে দ্বীন ইসলামে প্রবেশ করার জন্য চাপ সৃষ্টি কর না। কেননা ইসলামের সত্যতার প্রমাণ সমূহ স্পষ্ট পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন। কাউকে সেখানে জোর করে প্রবেশ করানোর দরকার নেই। বরং আল্লাহ যার অন্তরকে ইসলামের জন্য প্রশস্ত করে দিবেন ও দূরদৃষ্টিকে আলোকিত করবেন, সে দলীল-প্রমাণ দেখেই এতে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তির অন্তরকে আল্লাহ অন্ধ করে দিয়েছেন ও চোখ-কানে মোহর মেরে দিয়েছেন, ঐ ব্যক্তিকে জোর করে ইসলামে প্রবেশ করিয়ে কোন লাভ নেই।[৫]

দুঃখের বিষয় আজকের সময়ে বহু জ্ঞানী-গুণী ও রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ অত্র আয়াতকে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের বড় দলীল হিসাবে প্রকাশ করছেন। সেকারণ আমরা নিম্নে এ সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ আলোচনা পেশ করছি।-

ধর্মনিরপেক্ষতাঃ

ধর্মপিরপেক্ষতা ঐ আদর্শকে বলা হয়, যা কোন ধর্মের অপেক্ষা রাখেনা। অর্থাৎ যে আদর্শের সাথে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই। যা কেবল ধর্মহীন নয়, বরং ধর্ম বিরোধী। ইংরেজীতে 'সেক্যুলারিজম' (Secularism) বলা হয় এবং আরবীতে 'ইলমা-নিয়াহ' (العلمانية) বলা হয় নিয়ম বিরুদ্ধভাবে। কেননা এই শব্দটির সাথে 'ইল্‌ম' (العلم)-এর কোন সম্পর্ক নেই। কেননা আরবী 'ইল্‌ম' শব্দটি ইংরেজী ও ফ্রেঞ্চ ভাষায় Science বা বিজ্ঞান অর্থে ব্যবহৃত হয়। এরপরে তার সাথে ان যোগ করা হয়েছে মূল অর্থকে যোরদার করার জন্য। যেমন রূহানীয়াহ, রববানীয়াহ, জিসমানীয়াহ, নূরানীয়াহ ইত্যাদি। অথচ 'ধর্মনিরপেক্ষতা' বুঝানোর জন্য আরবীতে 'ইলমা-নিয়াহ' শব্দটি 'ভুল অনুবাদ' হিসাবে জনশ্রুতির উপরে ভর করে যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকাতে Secularism-এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে যে, 'এটি এমন একটি সামাজিক আন্দোলনের নাম, যা মানুষকে আখেরাতের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে কেবলমাত্র পার্থিব বিষয়ের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করায়'।[৬] ফলে ধর্মনিরপেক্ষতার মূল রূহ হ'ল দুনিয়া। এখানে ধর্মীয় কোন কিছুর প্রবেশাধিকার নেই। যার বাস্তব প্রতিফলন ঘটলো তুরস্ক থেকে ইসলামী খেলাফত উৎখাত করে সেখানে ধর্মনিরপেক্ষ প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার মধ্যে। কেননা আধুনিক কালে শাসনতন্ত্র থেকে ধর্মকে পৃথক করাই ধর্মনিরপেক্ষতার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় (فصل الدين عن الدولة)। অবশ্য যদি এর দ্বারা জীবন থেকে ধর্মকে পৃথক করা বুঝানো হয়, তবে সেটাই যথার্থ হবে। তাই বলা চলে যে, ধর্মহীনতার উপরে জীবনকে প্রতিষ্ঠা করাই হ'ল ধর্মনিরপেক্ষতা (هي اقامة الحياة على غير الدين)। উদার গণতান্ত্রিক সমাজে ধর্মকে ব্যক্তিগত জীবনে সহ্য করা হয়। সেজন্য সেখানে ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদটি ধর্মহীন বা Non-Religious। পক্ষান্তরে নাস্তিক্যবাদী কম্যুনিষ্ট দেশসমূহে এই মতবাদটি ধর্মবিরোধী বা Anti-Religious. উভয়ক্ষেত্রে এই মতবাদটি ইসলামের সাথে সংঘর্ষশীল। কেননা মুসলিম জীবনের ভিত্তি হ'ল ইসলাম ধর্মের উপরে। যার বিধান সমূহ থেকে তার জীবনের কোন দিক ও বিভাগ মুক্ত নয়।

উৎপত্তিঃ

ধর্মহীনতা মূলতঃ একটি শয়তানী প্রবণতা। যা সাধারণভাবে সকল মানুষের মধ্যে কমবেশী সুপ্ত থাকে। 'নফসে আম্মারাহ' সর্বদা মানুষকে খারাবের দিকে প্ররোচিত করে। 'নফসে লাউওয়ামাহ' তাকে অন্যায় থেকে বাধা দেয়। 'নফসে মুৎমাইন্নাহ' তাকে দ্বীনের পথে ধরে রাখে। ধর্ম ও ধর্মীয় বিধিবিধান মানুষকে সর্বদা সৎপথে থাকতে উদ্বুদ্ধ করে। যা ধারণ করে মানুষ বেঁচে থাকে। সেখান থেকে পথভ্রষ্ট হ'লেই সে নফসে আম্মারাহ্‌র খপপরে পড়ে ধ্বংসের পথে পা বাড়ায়।

---

৩. *কুরতুবী, ইবনু কাছীর।*
৪. *ইবনু কাছীর।*
৫. *ঐ, তাফসীর ১/৩১৮।*
৬. *Britanica Vol-IX. p. 19।*

http://islaminonesite.wordpress.com

ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদটি মূলতঃ মানুষের এই জন্মগত কুপ্রবণতাকেই উস্কে দিয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। আর এটা প্রতিষ্ঠার প্রত্যক্ষ কারণ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের খৃষ্টান ধর্মযাজকদের সীমাহীন বাড়াবাড়ি। তাদের সমস্ত অপ-তৎপরতা ও লাম্পট্যকে ধর্মের লেবাসেই তারা সিদ্ধ করে নিয়েছিল। ফলে জনগণ খৃষ্টান ধর্ম যাজকদের উপরে ক্ষিপ্ত হবার সাথে সাথে খৃষ্টান ধর্মসহ সকল ধর্মের উপরে খড়্গহস্ত হ'য়ে ওঠে। অবশেষে ধর্মকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক তথা বৈষয়িক জীবনের সকল অঙ্গন থেকে বাদ দিয়ে ব্যক্তি জীবনের ক্ষুদ্র গণ্ডীতে আবদ্ধ রাখার মাধ্যমে একটি আপোষ রক্ষা করা হয়। আর এটাই হ'ল আধুনিক যুগের ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ। খৃষ্টান জগতের ধর্মীয় নেতা জন পোপ পল বিপুল শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র হ'লেও বাস্তব জীবনে তার নিকট থেকে মানুষের কিছুই চাওয়া-পাওয়ার নেই। তাই চরম ধূর্তামী ও প্রকাশ্য লাম্পট্য সত্ত্বেও খৃষ্টান রাষ্ট্রগুলি দুষ্ট নেতাদেরকেই জাতির কর্ণধার হিসাবে বেছে নিতে বাধ্য হচ্ছে। ধর্মহীন গণতন্ত্রে এটাই স্বাভাবিক। এই সিস্টেমে অধার্মিক লোকদেরই জয়জয়কার। ভাগ্যক্রমে কোন সৎ ও ধার্মিক লোক সেখানে ঢুকে পড়লেও তাকে হয় দেখেও না দেখার ভান করতে হয়। নতুবা অনিচ্ছা সত্ত্বেও আপোষ করে চলতে হয়। কেননা বাস্তব জীবনে আইনগতভাবে ধর্মীয় বিধি বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনার কোন সুযোগ ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদে নেই।

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকে ইউরোপে ধর্ম ও বিজ্ঞানের মুখোমুখি সংঘর্ষের পর থেকে বস্তুবাদ বিভিন্ন বেশে লোকদের মধ্যে ঢুকে পড়তে শুরু করে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসী শিল্প বিপ্লব বস্তুবাদকে আরো মযবুত করে। ঊনবিংশ শতকে এসে বস্তুবাদ বা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ একটি আন্দোলনে রূপ নেয়। ১৮৩২ সালে জেকব হালেক, চার্লস সাউথওয়েল, থামসকুপার, থামস পিয়ারসন, স্যার ব্রেড্‌লে প্রমুখ ছিলেন এই আন্দোলনের নায়ক।

মূলতঃ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ এবং কম্যুনিজম ও সমাজতন্ত্র একই ধর্মবিরোধী বস্তুবাদী চেতনা হ'তে উদ্ভূত। উভয়েরই শেষ লক্ষ্য ধর্মকে মানুষের জীবন থেকে নির্বাসন দেওয়া। বাংলাদেশে উভয় মতবাদের পিছনে পরাশক্তি সমূহের মদদ নিয়মিত রয়েছে। কখনো তারা আপোষে লড়ছে বটে। কিন্তু ইসলামের বিরুদ্ধে পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের ন্যায় বাংলাদেশেও তারা একমত হ'য়ে কাজ করছে।

সংঘর্ষের প্রধান কয়েকটি দিক

পৃথিবীতে মানুষের জন্য আল্লাহ্‌র মনোনীত সর্বশেষ ধর্ম হ'ল ইসলাম। যা মানুষের জীবনের সকল দিক ও বিভাগে হেদায়াতের সর্বোত্তম আলোকবর্তিকা। এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। ফলে অন্যান্য ধর্মের সাথে ইসলামকে তুলনা করা ঠিক নয়। অন্যান্য ধর্মে মানুষের সার্বিক জীবনের জন্য কোন হেদায়াত নেই। বিশেষ করে মানব রচিত ধর্মসমূহের তো কোন প্রশ্নই ওঠেনা। ফলে খৃষ্টান ধর্মের অপূর্ণতা বা তাদের ধর্মযাজকদের বাড়াবাড়ির প্রতিবাদে সৃষ্ট ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ ইসলামের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা মারাত্মক অন্যায়। নিম্নে ইসলামের সাথে প্রচলিত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের সংঘর্ষের প্রধান পাঁচটি ক্ষেত্র উল্লেখ করা হ'ল।-

(১) ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। মানুষের আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক সকল বিষয়ের হেদায়াত এতে মওজুদ রয়েছে। পক্ষান্তরে ধর্মনিরপেক্ষতার মতে ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপার। الدين لله والوطن للجميع 'ধর্ম আল্লাহ্‌র জন্য এবং দেশ সবার জন্য'। অতএব আধ্যাত্মিক বিষয়ের বাইরে বৈষয়িক ও সামাজিক ব্যাপারে ধর্মের কোন আবশ্যকতা নেই।

(২) ইসলামের মতে সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক হ'লেন আল্লাহ। আইন ও বিধানদাতাও তিনি। পার্লামেন্টের সদস্যগণ সেই আইনের বাস্তবায়ন করবেন। প্রয়োজনে উক্ত আইনের অনুকূলে আরও আইন রচনা করবেন। কিন্তু আল্লাহ্‌র আইনের প্রতিকূলে কোন আইন রচনার অধিকার তাদের নেই। আর করলেও প্রেসিডেন্ট তাতে ভেটো দিতে বাধ্য থাকবেন।

পক্ষান্তরে ধর্মনিরপেক্ষতার মতে জনগণই সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস। পার্লামেন্টে জনগণের নির্বাচিত সংখ্যাগরিষ্ঠ দলই সেই সার্বভৌম ক্ষমতা ব্যবহার করার অধিকারী। তারাই তাদের খেয়াল-খুশীমত আইন ও বিধান রচনা করবে। এখানে আল্লাহ্‌র আইনের প্রবেশাধিকার নেই। ফলে জাতীয় সংসদের কোন সিদ্ধান্ত আল্লাহ্‌র আইনের বিরোধী হ'লেও সেটা তাদের দৃষ্টিতে কোন অন্যায় নয়। কেননা এগুলো বৈষয়িক ব্যাপার। তাতে প্রেসিডেন্টের ভেটো দেওয়ারও উপায় নেই। কেননা সার্বভৌমত্বের মালিক জনগণ। অতএব জনপ্রতিনিধিদের প্রদত্ত রায় এখানে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পাবে, আল্লাহ্‌র আইন নয়।

(৩) ইসলামের মতে ন্যায়-অন্যায়ের মানদণ্ড হ'ল আল্লাহ্‌র 'অহি'। ধর্মনিরপেক্ষতার মতে ঐ মাপকাঠি হ'ল মানুষের জ্ঞান। দল বা দলীয় নেতার সিদ্ধান্ত, General Will -এর নামে Party Will বা জাতীয় সংসদের সিদ্ধান্ত কিংবা আদালতের রায়ই চূড়ান্ত সত্যের মাপকাঠি।

(৪) ধর্মনিরপেক্ষতার প্রধান লক্ষ্য হ'ল মানব জীবন থেকে ধর্মকে বিদায় করা। পক্ষান্তরে ইসলাম ধর্মের প্রধান লক্ষ্য হ'ল মানব জীবনকে ইসলামী বিধান মোতাবেক গড়ে তোলা।

http://islaminonesite.wordpress.com

Contents

(৫) ধর্মনিরপেক্ষতা মানুষের জীবনকে বিভক্ত মনে করে। পক্ষান্তরে ইসলাম মানব জীবনের বিভিন্ন বিভাগকে একক লক্ষ্যে অবিভক্ত মনে করে।

পরিণতিঃ

(১) ধর্মনিরপেক্ষ আক্বীদা পোষণের ফলেই মুসলমানেরা খুশী মনে তাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক তথা বৈষয়িক জীবনে ইহুদী-নাছারাদের রচিত আইনের গোলামী করছে। এই মতবাদ প্রচার করেই ইংরেজরা প্রায় দু'শো বছর ধরে শাসন শক্তি হারা ভারতীয় মুসলমানদেরকে ব্যক্তি জীবনে ধর্মীয় স্বাধীনতার সান্ত্বনা দিয়ে রাজনৈতিক গোলামীর শৃংখলে আবদ্ধ রেখেছিল। আজও নামকাওয়াস্তে ভৌগলিক স্বাধীনতা এলেও শতকরা ৯০ ভাগ মুসলমানের দেশ হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশ ইংরেজদের রেখে যাওয়া আইনে শাসিত হচ্ছে এবং আইন ও বিচার বিভাগ সহ প্রায় সর্বক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের গোলামী করে যাচ্ছে।

(২) এই আক্বীদা পোষণের ফলে একজন মুসলমান তার আধ্যাত্মিক জীবনে আল্লাহ্‌র আইন ও বৈষয়িক জীবনে মানব রচিত আইনের দ্বারা পরিচালিত হয়। যা পরিষ্কারভাবে শিরকের পর্যায়ভুক্ত (ফুরক্বান ৪৩-৪৪)।

(৩) এই আক্বীদা পোষণের ফলে একজন পাক্কা মুছল্লীও বৈষয়িক জীবনে হারাম-হালালের তোয়াক্কা করে না। তার দ্বীন তার দুনিয়াবী জীবনের উপরে কোন প্রভাব ফেলবেনা। সূদ, ঘুষ, জুয়া, লটারী, কালোবাজারী, মওজুদদারী, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি সবকিছুই তার নিকটে সিদ্ধ বলে গন্য হবে। কেননা এসবই তার দৃষ্টিতে স্রেফ দুনিয়াবী ব্যাপার। যেখানে ধর্মের কোন প্রবেশাধিকার নেই।

(৪) ধর্মনিরপেক্ষ দর্শনের উপরে বিশ্বাস স্থাপনের ফলে মুসলমানরা ইসলামকে অপূর্ণ ও বিকলাঙ্গ ভাবতে শুরু করেছে। চৌদ্দশো বছরের পুরানো ইসলাম এ যুগে অচল বলতেও তাদের জিহ্বা আড়ষ্ট হয়না। ফলে তারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নিকট থেকে ফায়ছালা গ্রহণ করছে। যাকে 'ত্বাগূত' বলা হয় এবং যা থেকে বিরত থেকে সার্বিক জীবনে আল্লাহ্‌র ইবাদত করার জন্য মুসলিম উম্মাহ্‌কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে (নিসা ৬০)। এটাই হ'ল তাওহীদে ইবাদতের মূল কথা ও 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌'র মূল দাবী।

(৫) এই দর্শন মুসলিম জীবনকে দ্বীন ও দুনিয়া দু'ভাগে বিভক্ত করে দিয়েছে। ফলে হিন্দু-বৌদ্ধ ও খৃষ্টানদের মত মুসলমানদের মধ্যেও একটা সুবিধাবাদী ধর্মীয় শ্রেণী গড়ে উঠেছে। যারাই কেবল 'দ্বীনদার' হিসাবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিতি লাভ করেছে। পক্ষান্তরে যারা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক তথা সার্বিক জীবনে আল্লাহ প্রেরিত অহি-র বিধান কায়েমে সোচ্চার হয়, তাদেরকে মৌলবাদী, জঙ্গী, সন্ত্রাসী ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়। ইতিপূর্বে ইংরেজরা যেমন 'জিহাদ আন্দোলনে' নেতৃত্বদানকারী আহ্‌লেহাদীছদেরকে 'ওয়াহ্‌হাবী' হিসাবে আখ্যায়িত করেছিল এবং জেল-যুলুম-ফাঁসি-দ্বীপান্তর ইত্যাদি নির্যাতন যাদের নিত্যদিনের সাথী ছিল। আজও যাদেরকে লা-মাযহাবী, রাফাদানী ইত্যাদি বলে সমাজে কোনঠাসা করার চেষ্টা করা হয়।

কতকগুলি যুক্তিঃ

ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের অনুসারীগণ তাঁদের মতবাদের সপক্ষে কুরআন-হাদীছকে ব্যবহার করতেও কসুর করেননি। এক্ষণে তাদের দলীল সমূহ ও তার জবাব প্রদত্ত হ'ল।-

(১) "لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ ..." দরসে বর্ণিত আয়াত।

জবাবঃ এর মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের কবর দেওয়া হয়েছে। এখানে হেদায়াত ও গোমরাহী পরস্পর থেকে স্পষ্ট বা পৃথক হয়ে গেছে বলা হয়েছে। মুসলিম জীবনের কিছু অংশে হেদায়াত ও কিছু অংশে গোমরাহীর অনুসরণ করতে কোন মুসলমানকে অনুমতি দেওয়া হয়নি। তবে অমুসলিমকে তার ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়েছে।

(২) إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُوْنَ -

'আমরা যিকর নাযিল করেছি এবং আমরাই এর হেফাযত করব' (হিজর ৯)। অতএব আল্লাহ যখন স্বীয় যিকর বা কুরআনকে হেফাযতের দায়িত্ব নিজে নিয়েছেন, তখন আমাদের সেখানে কিছু করার নেই। দ্বীনের হেফাযত আল্লাহ করবেন। আমরা দুনিয়ার হেফাযত করব। তাই 'ইসলাম গেল' 'ইসলাম গেল' 'ইসলামী হুকুমত কায়েম কর' ইত্যাকার দাবী স্রেফ ধোকাবাজি ছাড়া কিছুই নয়।

জবাবঃ মুমিনের দ্বীন ও দুনিয়া দু'টিরই হেফাযতকারী আল্লাহ। তবে তিনি স্বীয় অহি-র হেফাযত তথা বিনষ্ট না হওয়ার বিশেষ দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। আর সেকারণেই অন্যান্য সকল ধর্মগ্রন্থ বিলুপ্ত হ'য়ে গেলেও পবিত্র কুরআন আজও অক্ষত অবস্থায় রয়েছে। স্বার্থান্ধরা হাদীছের মধ্যে ভেজাল ঢুকাতে চেষ্টা করলেও আহলেহাদীছ বিদ্বানগণের সতর্ক প্রহরায় তা সর্বদা ছাটাই-বাছাই হ'য়ে ছহীহ-শুদ্ধগুলি অক্ষতভাবে উম্মতের সামনে এসে গেছে। যারা মুসলিম, তারা অহি-র বিধানের নিকটে আত্মসমর্পণ করেছে। এখন প্রয়োজন কেবল সেটাকে যথাযথভাবে নিজেদের দ্বীনী ও দুনিয়াবী তথা সার্বিক জীবনে যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা।

(৩) لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ 'তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন এবং আমার জন্য আমার দ্বীন' (কাফিরূণ ৬)। অতএব 'যার দ্বীন তার কাছে, রাষ্ট্রের কি বলার আছে'?

http://islaminonesite.wordpress.com

জবাবঃ উক্ত আয়াতে ধর্মনিরপেক্ষতার কোন দলীল নেই। বরং মুসলমানদের জন্য অন্য ধর্মের সাথে কোনরূপ আপোষ না করার কথা এখানে বলা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ তাদেরকে এটাও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, মুসলমানদের পাশাপাশি বসবাস করলেও তারা স্বাধীনভাবে তাদের ধর্ম পালন করবে। কোনরূপ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বাধা প্রদান করা হবে না। অবশ্য ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হ'লে সেখানে তারা ইসলামের ফৌজদারী আইন ও হালাল-হারামের বিধান গুলি মেনে চলবেন। যার মধ্যে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল নাগরিকের কল্যাণ নিহিত রয়েছে। যেমন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সূদ-ঘুষ, জুয়া-লটারী, মওজদুদারী, মুনাফাখোরী ইত্যাদি। সামাজিক ন্যায় বিচারের ক্ষেত্রে চোরের হাত কাটা, খুনের বদলা খুন, ব্যভিচারের শাস্তি ইত্যাদি। বর্তমান পৃথিবীতেও এটা চালু আছে। যেমন এক দেশের নাগরিক অন্য দেশে গিয়ে কোন অপরাধ করলে সেই দেশের আইন অনুযায়ী তার বিচার করা হয়ে থাকে।

মূলতঃ এই সূরাটি তাওহীদ ও শিরকের মধ্যে পার্থক্যকারী সূরা হিসাবে পরিচিত। অতএব ধর্মনিরপেক্ষতার মত একটি শিরকী মতবাদের পক্ষে এই আয়াতকে দলীল হিসাবে পেশ করা একটি হাস্যকর বিষয় বৈ-কি!

(৪) হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ أَمْرِ دِيْنِكُمْ فَخُذُوْا بِهِ ، وَ إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ رَأْيِيْ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ 'নিশ্চয়ই আমি একজন মানুষ। যখন আমি তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীনী বিষয়ে হুকুম করব, তখন তোমরা সেটা গ্রহণ করবে। কিন্তু যখন আমি আমার 'রায়' অনুযায়ী কোন নির্দেশ দেব, তখন নিশ্চয়ই আমি একজন মানুষ মাত্র'।[৭] এই হাদীছ স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, দ্বীনী ও দুনিয়াবী সম্পূর্ণ আলাদা। অতএব দ্বীনী জীবনে ইসলামী আইন মেনে চলব। কিন্তু দুনিয়াবী জীবনে আমরা নিজস্ব আইনে চলব।

জবাবঃ এ উক্ত হাদীছে দ্বীন ও দুনিয়াকে পৃথক করা হয়নি। বরং দ্বীন ও রায়কে পৃথকভাবে বলা হয়েছে। কেননা দ্বীন আসে আল্লাহ্র নিকট থেকে। পক্ষান্তরে রায় আসে মানুষের নিজস্ব চিন্তা থেকে। দ্বীন অভ্রান্ত ও অপরিবর্তনীয়। কিন্তু 'রায়' ভ্রান্তির সম্ভাবনাযুক্ত ও পরিবর্তনযোগ্য। দ্বিতীয়তঃ উক্ত হাদীছের ঘটনায় প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উক্ত বিষয়ে অহি-র বিধান পেশ করেননি। বরং নিজের 'রায়' পেশ করেছিলেন মাত্র। যাতে ভুল হবার সম্ভাবনা ছিল এবং বাস্তবেও তাই হয়েছিল। এ ধরণের আরও বহু ঘটনা তাঁর জীবনে ঘটেছে। এমনকি ছালাতের রাক'আত গণনাতেও তিনি ভুল করেছেন। যার জন্য 'সিজদায়ে সহো' দিতে হয়েছে। **ঘটনাটি এইঃ** মদীনায় হিজরতের পরে রাসূল (ছাঃ) দেখলেন যে, মদীনাবাসীগণ পুরুষ খেজুরের ফুল নিয়ে মাদী খেজুরের ফুলের সাথে মিশিয়ে দেয় তাতে খেজুরের ফলন ভাল হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এই নিয়মটি পসন্দ করলেন না। ফলে লোকেরা এটি বাদ দিল। দেখা গেল যে, সেবার ফলন দারুনভাবে হ্রাস পেল। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) লোকদেরকে উপরোক্ত হাদীছ শুনিয়েছিলেন।

উক্ত হাদীছের ঘটনা প্রমাণ করে যে, মানুষের দুনিয়াবী জীবন দ্বীনী জীবন থেকে পৃথক। যেমন মানুষের মাথা ও হাত-পা একে অপর থেকে পৃথক। এদের কর্মক্ষেত্র পৃথক। দায়িত্ব পৃথক। কিন্তু সবার জন্য রয়েছে একক দ্বীনের পৃথক পৃথক হেদায়াত। অনুরূপভাবে মানুষের দ্বীনী ও দুনিয়াবী জীবন নিঃসন্দেহে পৃথক। কিন্তু সবই চলবে সৃষ্টি কর্তা আল্লাহ প্রেরিত একক ও অভ্রান্ত হেদায়াতের আলোকে। দ্বীনী বিষয়ের হুকুমগুলি তাওক্বীফী, যার খুঁটিনাটি কোন কিছু কমবেশী করার অধিকার কারু নেই। কিন্তু দুনিয়াবী বিষয়ে ইসলাম কতগুলি সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে। সেই সীমার মধ্যে থেকে ও সেইসব মূলনীতির আলোকে মানুষ পরস্পরে পরামর্শ সাপেক্ষে এবং অভিজ্ঞতা ও বাস্তবতার আলোকে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। যেমন সূদ একটি অর্থনৈতিক বিষয়, যা মানুষের দুনিয়াবী জীবনের অন্তর্ভুক্ত। ইসলাম একে হারাম করেছে। বান্দা নিজেদের পরামর্শ ও সিদ্ধান্ত মতে একে হালাল করতে পারে না। অতএব কিভাবে পুরা অর্থনীতিকে সূদ মুক্ত করা যায়, সে বিষয়ে মুমিন বান্দারা পরামর্শ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। অমনিভাবে রাজনীতি, অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি সকল বৈষয়িক ক্ষেত্রে শরীয়তের মূলনীতি ও সীমারেখার মধ্যে থেকে আল্লাহ্র মুমিন বান্দাগণ স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতার অনুসারীগণ বৈষয়িক ব্যাপারে আল্লাহ প্রেরিত অহি-র বিধান তথা ইসলামী শরীয়তের কোনরূপ নিয়ন্ত্রণ মানতে রাযী নন। ফলে ইসলামের সাথে ধর্মনিরপেক্ষতার সংঘর্ষ একেবারেই মুখোমুখি। সেখানে আপোষের কোন রাস্তা খোলা নেই। এরা আল্লাহ্র পাশাপাশি স্বীয় জ্ঞান ও প্রবৃত্তিকে ইলাহ-এর আসনে বসিয়েছে। আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে বলেন, أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُوْنُ عَلَيْهِ وَكِيْلاً - أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُوْنَ أَوْ يَعْقِلُوْنَ إِنْ هُمْ إِلاَّ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيْلاً 'আপনি কি দেখেছেন

৭. *মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৭ 'কিতাব ও সুন্নাহকে আকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ।*

http://islaminonesite.wordpress.com

ঐ ব্যক্তিকে যে স্বীয় প্রবৃত্তিকে ইলাহ গণ্য করেছে? আপনি কি ঐ লোকটির কোন দায়িত্ব নেবেন? আপনি কি মনে করেন ওদের অধিকাংশ লোক শুনে ও বুঝে? ওরা তো পশুর মত বরং তার চেয়েও অধিক পথভ্রষ্ট' (ফুরকান ৪৩, ৪৪)।

একটি হুঁশিয়ারীঃ

রাজনৈতিক ক্ষেত্র হ'তে ইসলামকে উৎখাত করার আন্তর্জাতিক কুফরী চক্রান্তের মাধ্যমে ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝিতে ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের প্রচলন হয়। এর কিঞ্চিদধিক শতবর্ষ পরে মিসর ও ভারতের মাটিতে ইসলামের নামে পাল্টা এক চরমপন্থী মতবাদের জন্ম হয়। এই মতবাদটি পুরা ইসলামকেই রাজনীতি গণ্য করে এবং সেই দৃষ্টিতে ইসলামের ইবাদত সমূহকে বিচার করে। এই মতবাদটির পরিষ্কার বক্তব্য হ'ল 'দ্বীন আসলে হুকুমতের নাম। শরীয়ত ঐ হুকুমতের কানূন মাত্র। আর ইবাদত হ'ল ঐ কানূন ও কর্মধারার আনুগত্য করার নাম'। এই মতবাদ অনুযায়ী 'ছালাত-ছিয়াম, হজ্জ-যাকাত, যিকর-তাসবীহ ইত্যাদি মানুষকে হুকুমত প্রতিষ্ঠার বড় ইবাদতের জন্য প্রস্তুতকারী অনুশীলন বা ট্রেনিংকোর্স মাত্র'।

বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রচারিত উক্ত চরমপন্থী দর্শনের অনুসারী দলটি যেনতেন প্রকারেণ রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করাকেই 'বড় ইবাদত' ভাবতে শুরু করেছে এবং ইসলামের ফরয-ওয়াজিব ইবাদত সমূহকে উক্ত বড় ইবাদত হাছিলের তুলনায় 'ছোট খাট বিষয়' বলে ভাবতে শুরু করেছে। এই দর্শন দ্বীনকে দুনিয়া হাছিলের মাধ্যম রূপে গণ্য করেছে। ফলে তাদের দ্বীন ও দুনিয়া দু'টিই হারাবার সম্ভাবনা রয়েছে। কেননা যে ব্যক্তি দুনিয়ার জন্য দুনিয়া করে, সে কেবল দুনিয়া পায়। যে ব্যক্তি দ্বীনের জন্য দুনিয়া করে সে ব্যক্তি দ্বীন ও দুনিয়া দু'টিই পায়। কিন্তু যে ব্যক্তি দুনিয়ার জন্য দ্বীন করে, সে ব্যক্তি দ্বীন-দুনিয়া দু'টিই হারায়।

উপসংহারঃ

পরিশেষে বলব যে, ইসলাম বিরোধী যাবতীয় মতবাদ, যেসবের অনুসরণ মানুষ করে থাকে ও যেসব মতবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষ তাদের জানমাল ব্যয় করছে, তা সবই জাহেলিয়াত এবং ভ্রষ্টতার উৎস। যাকে কুরআনে 'ত্বাগূত' বলা হয়েছে। এক্ষণে দরসে উল্লেখিত আয়াতের বক্তব্য অনুযায়ী তাগূত-এর বিরুদ্ধে কুফরী ঘোষণা করে যিনি সর্বান্তঃকরণে আল্লাহ্‌র উপরে ঈমান আনবেন, তিনি এমন এক মযবুত হাতল ধারণ করবেন, যা ভাঙ্গবার নয়। অর্থাৎ তিনি আল্লাহ্‌র সাহায্য পাবেন ও আখেরাতে মুক্তি পাবেন। প্রকাশ থাকে যে, আজকের নব্য জাহেলী মতবাদ সমূহের দিকে শিক্ষিত জনগোষ্ঠী ক্রমেই ঝুঁকে পড়ছেন। অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর স্পষ্ট ঘোষণা হ'ল- وَ مَنْ دَعَـا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ مِنْ جُثَى جَهَنَّمَ وَ إِنْ صَامَ وَ صَلَّى وَ زَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ 'যে ব্যক্তি মানুষকে জাহেলিয়াতের পথে আহবান করবে, সে জাহান্নামীদের দলভুক্ত হবে। যদিও সে ছিয়াম ও ছালাত আদায় করে ও নিজেকে একজন মুসলিম ধারণা করে'।[৮]

আল্লাহ বলেন,

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ ط وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ-

'তারা কি জাহেলিয়াতের হুকুম কামনা করে? অথচ বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য আল্লাহ্‌র চাইতে উত্তম হুকুমদাতা আর কে আছে? (মায়েদা ৫০)।

তিনি আরও বলেন, وَقَالَ اللّٰهُ لَا تَتَّخِذُوْا إِلٰهَيْنِ اثْنَيْنِ ج إِنَّمَا هُوَ إِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُوْنِ 'তোমরা দুইজন ইলাহ গ্রহণ কর না। নিশ্চয়ই ইলাহ মাত্র একজন। অতএব তোমরা আমাকেই মাত্র ভয় কর' (নাহ্‌ল ৫১)।

অতএব স্ব স্ব চিন্তা-চেতনা থেকে জাহেলী মতবাদ সমূহের জঞ্জাল ছাফ না করে স্রেফ ছালাত ছিয়াম কোন মুসলমানকে জান্নাতে নিয়ে যেতে পারবে না। তাই পরিচ্ছন্ন ইসলামী আক্বীদা সবার আগে প্রয়োজন। সুতরাং একজন সত্যিকারের মুমিন ইসলামকে অপূর্ণ ও বিকলাঙ্গ না ভেবে বরং পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসাবেই বিশ্বাস করবেন। তিনি ধর্মীয় জীবনে তো বটেই, বৈষয়িক জীবনেও ইসলামের দেওয়া মূলনীতি এবং হুদূদ বা সীমারেখা মেনে চলবেন। আর এভাবেই তিনি ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের শিরকী আক্বীদা হ'তে মুক্তি পেয়ে নিজের সার্বিক জীবনে ইসলামী বিধান কায়েমে সচেষ্ট হবেন।

অনুরূপভাবে একজন মুমিন অবশ্যই দ্বীন ও দুনিয়াকে একত্রে গুলিয়ে ফেলবেন না। বরং দুনিয়াকে দুনিয়া গণ্য করেই তাকে দ্বীনের রংয়ে রঞ্জিত করবেন। তিনি দ্বীন প্রতিষ্ঠায় নবীদের তরীকার বাইরে যাবেন না। দ্বীনের ব্যাপারে কোন রায় ও যুক্তিবাদকে অগ্রাধিকার দিবেন না এবং আক্বীদা ও বিধানগত ব্যাখ্যায় কখনই রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের অনুসৃত তরীকা পরিত্যাগ করবেন না। ইনশাআল্লাহ এভাবেই তিনি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনে সক্ষম হবেন এবং জান্নাত লাভে ধন্য হবেন। আল্লাহ আমাদের কবুল করে নিন- আমীন!

৮. আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৩৬৯৪ 'ইমারত' অধ্যায়।

http://islaminonesite.wordpress.com

আহবানঃ

হে জান্নাত পিয়াসী ধর্মনিরপেক্ষ মুমিন! আপনি কি বৈষয়িক জীবনের বিস্তৃত অংশে আল্লাহ্‌র বিরোধিতা করে পুনরায় আল্লাহ্‌র রহমত কামনা করেন? আপনি কি দুনিয়াতে ত্বাগূতের উপাসনা করে আখেরাতে জান্নাতের আকাংখা করেন? আপনি কি আপনার জীবনের বৃহদাংশ শয়তানের হাতে সোপর্দ করে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ভিক্ষা করবেন? সিদ্ধান্ত আপনিই নিবেন। কেননা কবরে আপনি একাই থাকবেন। আপনার আমলনামা আপনারই হবে। আখেরাতে আপনার জ্ঞানের হিসাব হবে। পাগলের কোন হিসাব নেই।

মনে রাখবেন জান্নাতের পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়। এ পথ দ্বিমুখী সুবিধাবাদী লোকদের জন্য নয়। নফসের বিরুদ্ধে, শয়তানের বিরুদ্ধে, ত্বাগূতের বিরুদ্ধে নিরন্তর জিহাদের মধ্য দিয়েই দৃঢ়পদে এ পথে চলতে হয়। কাম, ক্রোধ, লোভ তথা ষড়রিপুর হাতছানিকে এড়িয়ে জীবনের সকল দিক ও বিভাগে আল্লাহ্‌র নিরংকুশ আনুগত্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই আল্লাহ্‌র রহমতে জান্নাত লাভ সম্ভব হ'তে পারে। অতএব, আসুন পাশ্চাত্যের নব্য জাহেলী মতবাদ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের খপপর হ'তে মুক্ত হই এবং জীবনের সকল দিক ও বিভাগে পুরোপুরিভাবে ইসলামের পথে চলার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করি। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন!!

সবাইকে স্বাগতম

আর ঢাকা নয় রাজশাহীতেই এখন পাওয়া যাবে ঢাকার মিষ্টি

আমরা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে উৎকৃষ্টমানের বিভিন্ন রকম মিষ্টি, দৈ অর্ডার মাফিক সরবরাহ করি।

বনফুলের মিষ্টি এ যুগের সেরা সৃষ্টি

নিউ বনফুল

অভিজাত মিষ্টি বিপণী

আল-হাসিব প্লাজা, গণকপাড়া, সাহেব বাজার, রাজশাহী
ও
শাপলা প্লাজা, ষ্টেশন রোড, রেলগেট- রাজশাহী।

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

তাহের সাইকেল ষ্টোর

প্রোঃ- মুহাম্মাদ আফজাল হোসায়েন এণ্ড ব্রাদার্স
সদর রাস্তা, জয়পুরহাট।

এখানে বাইসাইকেল, বেবী সাইকেল, রিক্সা যাবতীয় 'খুচরা পার্টস পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় করা হয়।

বিঃ দ্রঃ বাস ভাড়া দেওয়া হয়।

দরসে হাদীছ

যাকাতঃ দারিদ্র্য বিমোচনের স্থায়ী কর্মসূচী

-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব।

عن أبى هريرة (رض) قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: من آتاهُ اللّهُ مالاً فلم يُؤَدِّ زكوتَه مُثِّلَ لهُ مالُهُ يومَ القيامةِ شُجاعًا أقْرَعَ لَهُ زَبيبَتانِ يُطَوَّقُه يومَ القيامةِ ثم يأخذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ يعنى شِدْقَيْهِ ثم يقول: أنا مَالُكَ أنا كنزُكَ، ثم تلا: وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِنْ فَضْلِه هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ، سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، رواه البخارى–

১. অনুবাদঃ

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, যে ব্যক্তিকে আল্লাহ মাল-সম্পদ দান করেছেন, অথচ সে তার যাকাত দেয়নি; ক্বিয়ামতের দিন তার সমস্ত মাল মাথায় টাক পড়া সাপের আকৃতি হবে। যার চোখের উপর দু'টি কালো চক্র থাকবে। ঐ সাপটি তার গলায় বেড়ী দিয়ে থাকবে এবং সে তার মুখের দু'ধারের চোয়াল চেপে ধরে বলবেঃ 'আমি তোমার মাল, আমি তোমার সঞ্চিত ধন'। একথা বলার পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিম্নোক্ত আয়াতটি তেলাওয়াত করেন, যার অর্থঃ 'আল্লাহ তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে যে মাল-সম্পদ দান করেছেন, তাতে যারা কৃপণতা করে, তারা যেন অবশ্যই একথা না ভাবে যে, এটা তাদের জন্য কল্যাণকর। বরং এটি তাদের জন্য ক্ষতিকর। কেননা তাদের কৃপণতার জন্য এই মাল অতিসত্বর ক্বিয়ামতের দিন তাদের গলায় বেড়ী হিসাবে পরানো হবে' (আলে ইমরান ১৮০)।[1]

২. শাব্দিক ব্যাখ্যাঃ

(১) আ-তা-হুল্লা-হু (آتَاهُ اللّهُ)ঃ অর্থ 'আল্লাহ তাকে দিয়েছেন'। أتَى أتْيًا وإتْيَانًا وإتِيًا ومَأْتًا ومَأْتَاةً اى جَاءَ যেমন কুরআনে বলা হয়েছে, هَلْ أتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ বাবে ضَرَبَ يَضْرِبُ

১. বুখারী, মিশকাত হা/১৭৭৪ 'যাকাত' অধ্যায়।

কিন্তু যখন এটা বাবে إفعال থেকে আসবে, যেমন اٰتَى إيتاءً তখন অর্থ হবে 'দেওয়া'। যেমন আল্লাহ বলেন, وَ اٰتَى الْمَا لَ عَلَى حُبِّه । আলোচ্য আয়াতে বাবে ইফ'আল থেকে একবচন পুরুষ অতীত ক্রিয়া হয়েছে।

(২) **লাম ইউওয়াদ্দে (لَمْ يُوَدِّ)ঃ** 'সে আদায় করেনি'। أَدّى الشيئَ اى قام به বাবে تفعيل থেকে একবচন পুরুষ ও ভবিষ্যতের না-সূচক ক্রিয়া বা نفى جحد بلم হয়েছে। يُؤَدِّيْ একবচন مضارع -এর পূর্বে لَمْ আসার ফলে শেষ অক্ষর সাকিন হয়েছে ও সেকারণ শেষ অক্ষর حرف علت হিসাবে হরকত যুক্ত يْ পড়ে গিয়েছে।

(৩) **যাকাত (الزكاة)ঃ** অর্থ পবিত্রতা, বরকত হওয়া, বৃদ্ধি পাওয়া, কোন বস্তুর উত্তম অংশ ইত্যাদি। زَكَا يَزْكُو زَكّى تَزْكِيَةً، زَكُوًا وزَكَاءً وزَكَاةً اى نَمَا و زَادَ পবিত্র করা, বৃদ্ধি করা ইত্যাদি। শারঈ পরিভাষায় 'সম্পদের ঐ অংশকে যাকাত বলা হয়, যা নির্দিষ্ট শর্তাধীনে নির্দিষ্ট খাত সমূহে দান করার জন্য শরীয়ত কর্তৃক ফরয করা হয়েছে'।

(৪) **লা ইয়াহসাবান্না (لاَ يَحْسَبَنَّ)ঃ** 'সে যেন অবশ্যই ধারণা না করে'। একবচন পুরুষ, نهى غائب معروف বাবে حَسِبَ يَحْسَبُ بانون ثقيله ।

(৫) **ইয়াবখালূনা (يَبْخَلُوْنَ)** 'যারা কৃপণতা করে'। বহুবচন পুরুষ, إثبات فعل مضارع معروف বাব سَمِعَ بَخِلَ يَبْخَلُ بُخْلاً وبَخَلاً মাদ্দাহ البُخْلُ ; يَسْمَعُ । اَلْبُخْلُ والْبَخَلُ আভিধানিক অর্থঃ যে সমস্ত হক মানুষের উপরে ওয়াজিব, তা আদায়ে বিরত থাকা। যা ওয়াজিব বা অপরিহার্য নয়, সেরূপ কোন হক আদায়ে বিরত থাকাকে بُخْل বলা হবে না। আলোচ্য আয়াতে اَلَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ পূর্ববর্তী لاَ يَحْسَبَنَّ ক্রিয়ার কর্তা হওয়ার কারণে موضع رفع হয়েছে। কর্তার প্রথম (البُخْل) 'কর্ম'টি উহ্য রয়েছে। মূল এবারত হবে لاَ يَحْسَبَنَّ البَاخِلُوْنَ البُخْلَ خَيرًا لَّهُمْ অর্থাৎ 'বখীলেরা যেন তাদের বখীলীকে উত্তম মনে না করে'। বাক্যে البُخْلَ 'কর্মটিকে উহ্য রাখার কারণ এই যে, বিষয়টি يَبْخَلُوْنَ ক্রিয়ার অর্থের মধ্যেই প্রকাশিত হয়ে গেছে। পবিত্র কুরআনে اَلْبُخْلُ والشُّحُّ। কথা দু'টি কাছাকাছি একই অর্থে এলেও দু'টির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। কেননা البُخْل। অর্থঃ হস্তগত বস্তু দান করা হ'তে বিরত হওয়া। পক্ষান্তরে الشُّحُّ। অর্থঃ 'যা হস্তগত নয় এমন বস্তু পেতে আকাংখা করা'। অর্থাৎ লোভ সহ কৃপণতাকে الشُّحُّ। বলা হয়, যা সাধারণ কৃপণতা হ'তে কঠিনতর নিন্দনীয়। মূলতঃ হৃদয়ের সংকীর্ণতা ও বাহ্যিক কৃপণতা দু'টি থেকে পরহেয করার মধ্যেই ঈমান নিহিত।

(৬) **সাইউত্বাউওয়াকূনা (سَيُطَوَّقُوْنَ)ঃ** 'অতি সত্বর তারা বেড়ীবদ্ধ হবে'। মুবার্রদ বলেন, এখানে سَوْفَ يُطَوَّقُوْنَ অর্থ হবে। অর্থাৎ কিছুদিন পরেই তারা বেড়ীবদ্ধ হবে। প্রথমটি مضارع قريب ও দ্বিতীয়টি مضارع بعيد বহুবচন পুংলিঙ্গ إثبات فعل مضارع مجهول বাব تفعيل মাদ্দাহ الطَّوْقُ। অর্থ বেড়ী। এই বেড়ীর ধরণ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দরসে বর্ণিত হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। অতএব এখানে অন্য কোনরূপ তাবীলের অবকাশ নেই, যা বিভ্রান্ত ফের্কা সমূহের মুফাসসিরগণ করেছেন।

৩. হাদীছের ব্যাখ্যাঃ

হাদীছটি সম্পদ ব্যয়ে কৃপণতা, আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করা ও ফরয যাকাত আদায়ে তাকীদ করা বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে।

(ক) সম্পদ ব্যয়ে কৃপণতার পরিণাম সম্বন্ধে আল্লাহ বলেন, 'যে ব্যক্তি বখীলী করল এবং দুনিয়াকে আখেরাতের উপর অগ্রাধিকার দিল ও উত্তম সমূহকে মিথ্যা গণ্য করল, আমি তার কঠোর পরিণামের পথ সুগম করে দেব' (লায়ল ৮-১১)। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, 'যে সকল ব্যক্তি হৃদয়ের কৃপণতা হ'তে বেঁচে গেল, তারাই সফলকাম হ'ল' (তাগাবুন ১৬)। হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, কোন বান্দার হৃদয়ে ঈমান ও কৃপণতা একত্রিত হ'তে পারে না'।[২]

(খ) অতঃপর 'ইনফাক্ব ফী সাবীলিল্লাহ' বা আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় করার নেকী সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, 'যারা আল্লাহ্‌র পথে নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উদাহরণ একটি শস্যবীজের ন্যায়। যা থেকে সাতটি শিষ বের হয় এবং প্রতিটি শিষে একশ' করে শস্যদানা থাকে। আল্লাহ

২. *নাসাঈ, মিশকাত হা/৩৮২৮ 'জিহাদ' অধ্যায়, হাদীছ ছহীহ।*

http://islaminonesite.wordpress.com

যাকে ইচ্ছা দ্বিগুণ করে দেন। তিনি অতীব দানশীল ও সর্বজ্ঞ' (বাক্বারাহ ২৬১)। আল্লাহ্র পথে ব্যয় না করার পরিণাম সম্পর্কে তিনি বলেন, 'যারা সোনা-রূপা সঞ্চয় করল এবং তা আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করল না, (হে রাসূল!) আপনি তাদেরকে মর্মান্তিক আযাবের সংবাদ দিন। যে দিন এগুলিকে জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করে তা দ্বারা তাদের কপালে, পাঁজরে ও পৃষ্ঠদেশে দাগানো হবে এবং বলা হবে যে, এগুলি তোমাদের সেই সম্পদ, যা তোমরা নিজেদের জন্য সঞ্চিত করেছিলে। অতএব আজ তোমরা তোমাদের সঞ্চিত মালের স্বাদ গ্রহণ কর' (তওবা ৩৪-৩৫)।

(গ) অতঃপর যাকাত আদায় করা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ৩২ জায়গায় আলোচনা এসেছে। এতদ্ব্যতীত যেখানেই ছালাত আদায়ের তাকীদ এসেছে, সেখানেই যাকাত আদায়ের হুকুম এসেছে। আল্লাহ বলেন, 'যারা ছালাত প্রতিষ্ঠাকারী, যাকাত প্রদানকারী এবং আল্লাহ ও ক্বিয়ামত দিবসের উপরে বিশ্বাস স্থাপনকারী হবে, তাদেরকে সত্বর মহান পুরস্কারে ভূষিত করা হবে' (নিসা ১৬২)। অন্যত্র তিনি বলেন, তোমরা যাকাত দেওয়ার সময় যদি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কামনা করে থাক, তাহ'লে তোমরা দ্বিগুণ পাবে' (রূম ৩৯)।

যাকাত ও ছাদাক্বাঃ

'যাকাত' অর্থ বৃদ্ধি পাওয়া, পবিত্রতা ইত্যাদি। অর্থাৎ যে দান মূলতঃ কোন ব্যয় বা ক্ষয় নয়, বরং তা আল্লাহ্র নিকটে ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং যাকাত দাতার মালকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করে। 'ছাদাক্বা' অর্থ ঐ দান যার দ্বারা আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ হয়। শারঈ পরিভাষায় যাকাত ও ছাদাক্বা একই মর্মার্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন আল্লাহ বলেন, خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا 'আপনি ওদের মাল-সম্পদ হ'তে ছাদাক্বা (যাকাত) গ্রহণ করুন, যা ওদেরকে পবিত্র করবে ও পরিশুদ্ধ করবে' (তওবা ১০৩)। হাদীছে বলা হচ্ছে, لَيْسَ فِيمَا دُوْنَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ। পাঁচ অসাক্ব খেজুরের নীচে কোন ছাদাক্বা (যাকাত) নেই...'।[৩] উভয় স্থানে যাকাত ও ছাদাক্বাকে একই অর্থে বুঝানো হয়েছে। কাযী আবুবকর ইবনুল আরাবী যাকাতকে ছাদাক্বা নামে অভিহিত করা সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন। আর তা হ'ল এই যে, এ শব্দটি মুখের কথা ও হৃদয়ের বিশ্বাসের অনুরূপ কাজ বুঝানোর জন্য الصِّدْقُ। বা সত্যতা থেকে গৃহীত হয়েছে। বিবাহের মোহরানাকে 'ছিদাক' الصداقة। বলা হয় এ জন্য যে, এর দ্বারা বিয়ের সত্যতা প্রমাণিত হয়। অমনিভাবে ছাদাক্বা ঈমানের প্রমাণ স্বরূপ। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, الصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ। 'ছাদাক্বা হ'ল অকাট্য প্রমাণ' (মুসলিম)। পবিত্র কুরআনে ৩২টি স্থানে যাকাত ও ১২টি স্থানে ছাদাক্বা শব্দ এসেছে। মাওয়ার্দী বলেন, 'ছাদাক্বা যাকাত, যাকাত ছাদাক্বা। নামে পার্থক্য থাকলেও বস্তু অভিন্ন'। তবে প্রচলিত অর্থে যাকাত অপরিহার্য দান এবং ছাদাক্বা স্বেচ্ছা দান হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে। এর মাধ্যমে শব্দ দু'টির প্রতি কিছুটা অবিচার করা হয়েছে।[৪]

যাকাত ও ছাদাক্বার উদ্দেশ্যঃ

যাকাত ও ছাদাক্বার মূল উদ্দেশ্য হ'ল দারিদ্র্য বিমোচন ও ইসলামী ঐতিহ্য সংরক্ষণ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ان الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم 'আল্লাহ তাদের উপরে ছাদাক্বা ফরয করেছেন। যা তাদের ধনীদের নিকট থেকে নেওয়া হবে ও তাদের গরীবদের মধ্যে ফিরিয়ে দেওয়া হবে'।[৫]

যাকাতঃ এবাদতে মালীঃ

ইসলাম মুসলিম উম্মাহ্কে পৃথিবীর বুকে একটি অর্থনৈতিক শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে। এজন্য যাকাতকে ঐচ্ছিক দান হিসাবে নয় বরং ফরয ছাদাক্বা তথা এবাদতে মালী হিসাবে গণ্য করেছে। ছালাত ও ছিয়াম এবাদতে বদনী বা দৈহিক এবাদত, যার মাধ্যমে মানুষকে শুদ্ধাচারী ও নীতিবান করে গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে আর্থিক এবাদতের মাধ্যমে মুসলিম সমাজে আর্থিক প্রবাহ সৃষ্টি করা হয়। সূদ সমাজের অর্থ-সম্পদকে শোষণ করে এক বা একাধিক স্থানে জমা করে। পক্ষান্তরে যাকাত ও ছাদাক্বা পুঁজি ভেঙ্গে দিয়ে তা জনসাধারণ্যে ছড়িয়ে দেয় ও হকদারগণকে ক্রয়ক্ষমতার অধিকারী বানায়। এর ফলে সম্পদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَا وَ يُرْبِى الصَّدَقَاتِ وَاللهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيْمٍ 'আল্লাহ সূদকে নিশ্চিহ্ন করেন ও ছাদাক্বাকে বর্ধিত করেন। আল্লাহ কাফের ও পাপীকে ভালবাসেন না' (বাক্বারাহ ২৭৬)। এটাতো আখেরাতে নিশ্চিতভাবেই হবে। দুনিয়াতেও এর বাস্তবতা রয়েছে। সূদের মাধ্যমে সূদখোর জোঁকের মত সমাজের রক্ত শোষণ করে নিজে বড় হয় ও সমাজদেহকে রক্তহীন করে দেয়। ফলে সূদখোরের মিল, কল-কারখানায় উৎপাদিত পণ্য কেনার লোক পাওয়া যায় না। ফলে এক সময় যাবতীয় উপায়-উপাদান বন্ধ

৩. *বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/১৭৯৪ 'যেসব মালে যাকাত ফরয' অনুচ্ছেদ।*

৪. *কারযাভী, ইসলামে যাকাত বিধান ১/৪৯।*

৫. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৭৭২ 'যাকাত' অধ্যায়।*

http://islaminonesite.wordpress.com

হ'য়ে সূদখোর তার সূদে-আসলে সবকিছু হারিয়ে পথে দাঁড়ায়। এভাবেই সূদ নিশ্চিহ্ন হয় ও দেশের অর্থনীতিকে ধ্বংস করে। পক্ষান্তরে যাকাত ও ছাদাক্বার মাধ্যমে পুঁজি সমাজে ছড়িয়ে যায় ও সমাজদেহে রক্ত সঞ্চারিত করে। ফলে যাকাত দাতার মিল, কল-কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের ক্রেতার অভাব হয় না। ফলে যেমন উদ্যোক্তা ও ক্রেতা উভয়ে বাঁচে। তেমনি শিল্পোন্নয়ন ও অন্যান্য অর্থনৈতিক উদ্যোগ ত্বরান্বিত হয়। এভাবেই ছাদাক্বার মাধ্যমে সমাজের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটে। আয়াতের শেষে ইশারায় বলা হয়েছে যে, 'যারা সূদকে হারাম মনে করে না, তারা কুফরে লিপ্ত এবং যারা হারাম মনে করা সত্ত্বেও কার্যতঃ সূদ খায়, তারা গোনাহগার ও পাপাচারী'। যদি অর্থকে দেহের রক্তের সঙ্গে তুলনা করা হয়, তাহ'লে বলা যায় যে, সূদ-ঘুষ-জুয়া-লটারী তথা পুঁজিবাদী অর্থনীতির মাধ্যমে রক্ত সমাজদেহের বিভিন্ন স্থানে জমাট বেঁধে ব্লাডপ্রেসারের সৃষ্টি করে সমাজকে ধ্বংস করে দেয়। পক্ষান্তরে যাকাত-ছাদাক্বা ও অন্যান্য ব্যয়-বন্টনের মাধ্যমে ইসলামী অর্থনীতি সমাজদেহে তাজা রক্তের প্রবাহ সৃষ্টি করে। ফলে সমাজ সুস্থ স্থিতিশীল ও শক্তিশালী হয়।

যাকাতের প্রকারভেদঃ

যাকাত চার প্রকার মালে ফরয হয়ে থাকে। ১- স্বর্ণ-রৌপ্য বা সঞ্চিত টাকা-পয়সা, ২- ব্যবসায়রত সম্পদ ৩-উৎপন্ন ফসল ৪-গবাদি পশু। টাকা-পয়সা একবছর সঞ্চিত থাকলে শতকরা আড়াই টাকা বা ৪০ ভাগের ১ ভাগ হারে যাকাত বের করতে হয়। ব্যবসায়রত সম্পদ ও গবাদি পশুর মূলধনের এক বছর হিসাব করে যাকাত দিতে হয়। উৎপন্ন ফসল যেদিন হস্তগত হবে, সেদিনই যাকাত ফরয হয়। এর জন্য বছর পূর্তি শর্ত নয়।

যাকাতের নেছাবঃ

১. স্বর্ণ-রৌপ্যে পাঁচ উক্বিয়া বা ২০০ দিরহাম। আল্লামা ইউসুফ কারযাভী বিস্তারিত আলোচনার পর বলেন, একালে স্বর্ণভিত্তিক নিছাব নির্ধারণ করাই আমাদের জন্য বাঞ্ছনীয় *(ইসলামের যাকাত বিধান ১/২৫২)*।

২. ব্যবসায়রত সম্পদ -এর নিছাব স্বর্ণ-রৌপ্যের ন্যায়। চলতি বাজার দর হিসাব করে নিছাব পরিমাণ হ'লে তার যাকাত আদায় করতে হবে।

৩. খাদ্য শস্যের নিছাব পাঁচ অসাক্ব যা হিজাযী ছা' অনুযায়ী ১৯ মণ ১২ সেরের কাছাকাছি বা ৭১৭ কেজির মত হয়। এতে ওশর বা $\frac{১}{১০}$ অংশ নির্ধারিত। সেচা পানিতে হ'লে নিছফে ওশর বা $\frac{১}{২০}$ অংশ নির্ধারিত।

৪. গবাদি পশুঃ (ক) উট ৫টিতে একটি ছাগল (খ) গরু-মহিষ ৩০টিতে ১টি দ্বিতীয় বছরে পদার্পনকারী বাছুর। (গ) ছাগল-ভেড়া-দুম্বা ৪০টিতে একটি ছাগল।[৬]

যাকাতুল ফিৎরঃ

এটিও একটি ফরয যাকাত, যা ঈদুল ফিৎরের ছালাতে বের হওয়ার আগেই মাথা প্রতি এক 'ছা' বা মধ্যম হাতে চার অঞ্জলি (আড়াই কেজি) হিসাবে প্রধান খাদ্য শস্য হ'তে প্রদান করতে হয়।

ওশর ও খারাজঃ

সরকারী মালিকানাধীন খাস জমি যা নির্দিষ্ট খাজনার বিনিময়ে লীজ দেওয়া হয়, ঐ জমিগুলিই মূলতঃ খারাজী জমি। ব্যক্তি মালিকানাধীন জমিতেও সরকারকে খাজনা দিতে হয়। সে হিসাবে দেশের সকল জমিই খারাজী জমি। হানাফী ফক্বীহগণ খারাজী জমিতে ওশর বা অর্ধ-ওশর নাজায়েয বলেন। কিন্তু জমহূর ফক্বীহগণ সকল প্রকার জমির উৎপন্ন ফসল নিছাব পরিমান হ'লে সেখানে ওশর বা অর্ধ-ওশর ফরয বলেন। হানাফী ফক্বীহদের দলীল হ'ল, হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) বর্ণিত হাদীছ لايجتمع على المسلم خراج وعشر 'কোন মুসলমানের উপরে খারাজ ও ওশর একত্রিত হবে না' (বায়হাক্বী)। ইমাম বায়হাক্বী বলেন, هذا حديث باطل وصله ورفعه ويحى بن عنبسة متهم بالوضع হাদীছটির সনদ অবিচ্ছিন্ন হওয়া এবং মরফূ হওয়া অর্থাৎ রাসূল (ছাঃ) থেকে বর্ণিত হওয়ার দাবী একেবারেই বাতিল। হাদীছটির অন্যতম বর্ণনাকারী ইয়াহ্ইয়া বিন আম্বাসা 'হাদীছ জাল করার দায়ে অভিযুক্ত' *(ঐ ৪/১৩২ পৃঃ)*।

পক্ষান্তরে খারাজী জমিতে ওশর আদায় করতে হবে কি-না এরূপ এক প্রশ্নের জবাবে খলীফা ওমর বিন আবদুল আযীয (রাঃ) বলেন, الخراج على الارض وفى الحب الزكاة 'ভূমির জন্য খাজনা এবং ফসলের জন্য ওশর'। অর্থাৎ খারাজ হ'ল ভূমিকর। কিন্তু ওশর হ'ল উৎপন্ন ফসলের যাকাত। রাবী মায়মূন বিন মিহরান বলেন যে, আমি তাঁকে পুনরায় জিজ্ঞেস করলে তিনি একই জবাব দিলেন'। তাবেঈ বিদ্বান ইবনু শিহাব যুহরী (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানা থেকেই মুসলমানেরা খারাজী জমিতে ওশরের যাকাত দিয়ে আসছে' *(ঐ ৪/১৩১ পৃঃ)*। অতএব 'যে জমিতে খাজনা আছে, সে জমিতে ওশর নেই' এই মর্মে হানাফী ফক্বীহদের মতামত সঠিক নয় *(ইউসুফ আল-কারযাভী, ইসলামের যাকাত বিধান ১/৩৬০-৭২)*। তাছাড়া খাজনা হ'ল ভূমিকর, যা

৬. *বিস্তারিত নিছাব 'বঙ্গানুবাদ খুৎবা' 'যাকাত' অধ্যায়ে দেখুন। -লেখক।*

http://islaminonesite.wordpress.com

একটি চিরন্তন ব্যবস্থা। ফসল হৌক বা না হৌক ভূমিকর দিতেই হবে। পক্ষান্তরে ওশর হ'ল উৎপন্ন ফসলের যাকাত। ফসল নেছাব পরিমান না হ'লে ওশর নেই। অতএব খারাজ ও ওশর দু'টি সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। খারাজ হ'ল সরকারী ট্যাক্স। আর ওশর হ'ল আর্থিক ইবাদত। কারু উপরে ইনকামট্যাক্স থাকলে যেমন যাকাত মাফ হয় না, তেমনি কারু জমিতে খাজনা বরাদ্দ থাকলে তাতে 'ওশর' মাফ হ'তে পারে না।

ছাদাক্বা ব্যয়ের খাত সমূহঃ

ইমাম কুরতুবী বলেন, কুরআনে 'ছাদাক্বাহ' শব্দটি মুৎলাক্ব বা এককভাবে এলে তার অর্থ হবে ফরয ছাদাক্বা *(ঐ, তাফসীর ৪/১৬৮)*। পবিত্র কুরআনে সূরায়ে তওবা ৬০ আয়াতে ফরয ছাদক্বা সমূহ ব্যয়ের আটটি খাত বর্ণিত হয়েছে। যথাঃ

১. **ফক্বীরঃ** নিঃসম্বল ভিক্ষাপ্রার্থী, ২। **মিসকীনঃ** যে ব্যক্তি নিজের প্রয়োজন মিটাতেও পারেনা; মুখ ফুটে চাইতেও পারে না। বাহ্যিক ভাবে তাকে স্বচ্ছল বলেই মনে হয়, ৩। **'আমেলীনঃ** যাকাত আদায়ের জন্য নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ, ৪। **ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট ব্যক্তিগণ।** অমুসলিমদেরকে ইসলামে দাখিল করাবার জন্য এই খাতটি নির্দিষ্ট, ৫। **দাস মুক্তির জন্য।** এই খাত বর্তমানে শূন্য। তবে অনেকে অসহায় কয়েদী মুক্তিকে এই খাতের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করেছেন (কুরতুবী), ৬। **ঋণগ্রস্থ ব্যক্তিঃ** যার সম্পদের তুলনায় ঋণের অংক বেশী। কিন্তু যদি তার ঋণ থাকে ও সম্পদ না থাকে, এমতাবস্থায় সে ফক্বীর ও ঋণগ্রস্থ দু'টি খাতের হকদার হবে, ৭। **ফী সাবীলিল্লাহ** বা আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করা। খাতটি ব্যাপক। তবে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা বা জিহাদের খাতই প্রধান। আল্লাহ্র দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা দান ও বিজয়ী করার জন্য যেকোন ন্যায়ানুগ প্রচেষ্টায় এই খাতে অর্থ ব্যয় হবে, ৮। **দুঃস্থ মুসাফিরঃ** পথিমধ্যে কোন কারণবশতঃ পাথেয় শূন্য হ'য়ে পড়লে পথিকগণ এই খাত হ'তে সাহায্য পাবেন। যদিও তিনি নিজ দেশে বা বাড়ীতে সম্পদশালী হন।

দারিদ্র্য বিমোচনে যাকাতের গুরুত্বঃ

ব্যক্তি পুঁজিবাদ (Capitalism) ও রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ (Socialism)-এর মধ্যবর্তী পথ হ'ল ইসলামী অর্থনীতির পথ। ইসলামী অর্থনীতি মানুষের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তি মালিকানাকে স্বীকার করে ও তার অর্থনৈতিক প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করে। সঙ্গে সঙ্গে তার আয়ের একটি নির্দিষ্ট অংশ জাতীয় তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে জাতির অপেক্ষাকৃত দুর্বল, পঙ্গু ও উপার্জনহীন সদস্যদের জন্য প্রদান করা ফরয ঘোষণা করে। ফলে ব্যক্তির নিজস্ব আর্থিক উন্নতি ও জাতীয় উন্নতি তরান্বিত হয়। ইসলামী অর্থনীতিতে ব্যক্তির যাবতীয় হারাম উপার্জনের পথ বন্ধ ও হালাল উপার্জনের পথ খোলা থাকে। সেই সঙ্গে থাকে ফরয ও নফল ছাদাক্বা সমূহের অবারিত দ্বার। আরও রয়েছে মীরাছী আইনের কঠোর বাধ্যবাধকতা। ফলে একদিকে যেমন তার পুঁজি বৃদ্ধি পায় অন্যদিকে তেমনি পুঁজি বিকেন্দ্রীকৃত হ'য়ে ব্যাপক সামাজিক স্বচ্ছলতা আনয়ণ করে। সেকারণ একজন ধনী মুমিন যেমন পুঁজির পাহাড় গড়তে পারে না। অন্যদিকে তেমনি মুসলিম সমাজের কেউ অর্থাভাবে মারা পড়তে পারে না। এভাবে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে একটা ন্যায়পূর্ণ সমতা প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইসলামের এই কল্যাণময় অর্থনীতি মওজূদ থাকা সত্ত্বেও মুসলিম রাষ্ট্রগুলি পুঁজিবাদী ও সমাজবাদী রাষ্ট্রগুলির নিকটে ভিক্ষুকের হাত বাড়িয়ে থাকে কেন? এর কয়েকটি কারণ আমরা নির্দেশ করতে পারি।-

১. মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ অর্থনীতির হারাম পথ সমূহ বন্ধ করেনি। ফলে এইসব রাষ্ট্রে সূদ-ঘুষ-জুয়া-লটারী ইত্যাদি হারাম সমূহ রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা নিয়ে চালু আছে।

২. মুসলিম রাষ্ট্র সমূহে ফরয ছাদাক্বা সমূহ সংগ্রহ ও বন্টনের কোন সুষ্ঠু রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা নেই। নেই কোন দূরদর্শী বন্টন নীতি কিংবা কোন দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচী।

৩. সমাজকল্যাণ ও ঋণ দান কর্মসূচী বাস্তবায়নের নামে গরীব, পঙ্গু ও অসহায় মানুষগুলিকে দেশী-বিদেশী সূদখোর রাঘব বোয়ালদের পাতা ফাঁদে পা দেওয়ার সুযোগ করে দেওয়া এবং এভাবে এদেশে শোষণ ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের বিস্তার লাভ ও স্থায়ীকরণে সহযোগিতা করা।

প্রতিরোধের উপায়ঃ

বাস্তবে দেখা যাচ্ছে যে, মুসলিম রাষ্ট্রগুলি আল্লাহ্র অপার নে'মত-রাজির মালিক হ'লেও পুঁজিবাদী ও সমাজবাদী রাষ্ট্রপুঞ্জের পাতানো অর্থনৈতিক ফাঁদ থেকে তারা বেরিয়ে আসতে পারছেনা। আই, এম, এফ ও বিশ্বব্যাংকের অনুগ্রহপুষ্ট মুসলিম রাষ্ট্রগুলি ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় ইহুদী-খৃষ্টান চক্রান্তের শিকার। বহুদলীয় গণতন্ত্রের ফাঁদে ফেলে এইসব রাষ্ট্রগুলির নেতৃত্ব তারা নিজেদের কব্জায় নিয়ে নিয়েছে। সরকারী ও বিরোধী দল উভয়কে তারা সহায়তা দিয়ে দূরে বসে লাগাম টানছে। ফলে সরকারী দল কথা না শুনলে বিরোধী দলকে কাজে লাগিয়ে তাকে জব্দ বা উৎখাত করা হয়। রাজতন্ত্রী রাষ্ট্রগুলিতে তারা খুব একটা সুবিধা করতে না পারলেও সেখানে প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এছাড়াও বর্তমানে সেখানে গণতন্ত্রের হাওয়া লাগানো হয়েছে। যাতে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতে রাষ্ট্রগুলি পঙ্গু হয়ে যায় ও সাথে সাথে তাদের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড

http://islaminonesite.wordpress.com

ভেঙ্গে চূর্ণ হ'য়ে যায়। মোটামুটি এটাই হ'ল আজকের মুসলিম রাষ্ট্রগুলির দুঃখজনক বাস্তবতা।

এটা জানা কথা যে, রাজনৈতিক নেতৃত্ব যখন নড়বড়ে ও আদর্শহীন হয়, তখন তাদের দ্বারা কোন অর্থনৈতিক সংস্কার ও অগ্রগতি সম্ভব হয় না। বিশেষ করে বিশ্বগ্রাসী পুঁজিবাদী অর্থনীতির হিংস্র থাবাকে মুকাবিলা করে কিংবা তা থেকে বেরিয়ে এসে পৃথক ও স্বাধীন ইসলামী অর্থনৈতিক ব্লক সৃষ্টি করা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। বর্তমান মুসলিম রাষ্ট্রনেতাদের মধ্যে এমন কোন আদর্শবান, সৎসাহসী ও দূরদর্শী নেতা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। তবুও নিরাশ হ'লে চলবে না। আজকের রাজনীতি কোনভাবেই অর্থনৈতিক স্বার্থমুক্ত নয়। তাই দেশের আর্থ-সামাজিক বিষয়ে সচেতন জ্ঞানী-গুণী ভাইদের এ বিষয়ে সক্রিয়ভাবে চিন্তা করার আহবান জানাচ্ছি।

সাথে সাথে আরেকটি বিষয়ে আমরা ঈমানদার ভাইবোনদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। সেটি হ'ল এই যে, দেশের মুসলিম ধনী সম্প্রদায় নিয়মিত বাৎসরিক যাকাত দিয়ে থাকেন বলে আমরা বিশ্বাস করি। এতদসত্ত্বেও মুসলমানদের দারিদ্র্য বিমোচনের কোন লক্ষণ নেই কেন? আমরা মনে করি এক্ষেত্রে যাকাতের সংগ্রহ ও বন্টনই হ'ল সবচেয়ে বড় কথা। উপার্জনশীল ব্যক্তিদের নিকট থেকে যাকাত, ওশর, ফিৎরা ইত্যাদি সংগ্রহ করে হকদারগণের মধ্যে সুষ্ঠুভাবে বিতরণ করতে না পারলে যাকাতের শুভফল হ'তে সমাজ অবশ্যই বঞ্চিত হবে। সেকারণ ইসলাম এই গুরুদায়িত্ব রাষ্ট্রের উপরে অর্পন করেছে। খুলাফায়ে রাশেদীনের সময় এই ব্যবস্থা সুন্দরভাবে বলবৎ থাকার ফলে তৎকালীন পৃথিবীর ইসলামী এলাকার কোথাও যাকাত নেওয়ার মত গরীব খুঁজে পাওয়া যেত না। তাই আজকের মুসলিম সরকারগুলির উচিত ছিল মুসলিম প্রজাসাধারণের ফরয যাকাত-ওশর-ফিৎরা আদায় ও বন্টনের সুষ্ঠু ব্যবস্থা গ্রহণ করা ও তার মাধ্যমে দারিদ্র দূরীকরণের বাস্তব ও দূরদর্শী পরিকল্পনা গ্রহণ করা।

এক্ষণে আমাদের সরকার যতদিন এই দায়িত্ব গ্রহণ না করেন এবং ঈমানদার জনগণ যতদিন যাকাতের মত একটি পবিত্র আমানত সংগ্রহ ও বন্টনে দেশের সরকারের উপরে পূর্ণ আস্থাশীল না হবেন, ততদিন জাতীয় ভিত্তিক ইসলামী সংগঠনগুলি এ দায়িত্ব পালন করতে পারে। ইতিমধ্যে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে ইসলামী সংগঠনগুলি এটা শুরু করেছে এবং তারা নিজেদের দেশের লোকদের প্রয়োজন মিটিয়ে বাইরের মুসলিম দেশেও সাহায্য পাঠাচ্ছে। ইচ্ছা করলে বাংলাদেশেও এটা চালু করা সম্ভব। আহলেহাদীছ জামা'আতে গ্রামে-গঞ্জে নির্ধারিত কমিটির মাধ্যমে ফিৎরা-কুরবানী জমা করে বন্টন করার রেওয়াজ বহু পূর্ব থেকেই চালু আছে। এটাকে ব্যাপক ও বর্ধিত করে সমস্ত যাকাত-ওশর একত্রিত করে সুষ্ঠু সংগ্রহ ও বিতরণ ব্যবস্থা চালু করতে পারলে এদেশের আড়াই কোটি আহলেহাদীছ জনগোষ্ঠীর মাধ্যমে নীরবে একটি অর্থনৈতিক বিপ্লব ঘটানো সম্ভব।

বায়তুল মাল জমা করা সুন্নাত

যাকাত-ওশর ইত্যাদি ছাদাক্বা রাষ্ট্র কিংবা কোন বিশ্বস্ত ইসলামী সংস্থা-র নিকটে জমা করা অতঃপর সেই সংস্থা-র মাধ্যমে বন্টন করাই হ'ল বায়তুল মাল বন্টনের সুন্নাতী তরীকা। ছাহাবায়ে কেরামের যুগে এ ব্যবস্থাই চালু ছিল। তাঁরা কখনোই নিজেদের যাকাত নিজেরা হাতে করে বন্টন করতেন না। বরং যাকাত সংগ্রহকারীর নিকটে গিয়ে জমা দিয়ে আসতেন। এখনও সঊদী আরব, কুয়েত প্রভৃতি দেশে এ রেওয়াজ চালু আছে। কেননা নিজ হাতে নিজের যাকাত বন্টন করার মধ্যে একাধিক খারাবী নিহিত রয়েছে। যেমন ১- এর দ্বারা সীমিত সংখ্যক লোক উপকৃত হয়। ২- স্বজনপ্রীতির আধিক্য হ'তে পারে। ৩- নিজের মধ্যে 'রিয়া' ও অহংকার সৃষ্টি হ'তে পারে। ফলে যাকাত কবুল না হওয়ার নিশ্চিত সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। ৪- এর দ্বারা দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য বড় ধরনের কোন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় না। ৫- দেশের অন্যান্য এলাকার হকদারগণ মাহরূম হয়। ৬- যারা আসতে পারে, তারাই পায়। যারা চায় না বা আসতে পারে না, তারা বঞ্চিত হয়। ৭- একাধিক যাকাত দাতার নিকটে সমর্থ লোকেরা ভিড় করে এবং বেশী পেয়ে যায়। পক্ষান্তরে যারা দৌড়াতে পারে না, তারা বঞ্চিত হয়।

পরিশেষে বলব, যদি বাংলাদেশের ব্যাংক সমূহে মুসলমানদের সঞ্চিত হাযার হাযার কোটি টাকার বার্ষিক শতকরা আড়াই টাকা হারে যাকাত নেওয়া হয় এবং দেশের মোট উৎপন্ন ফসলের $\frac{১}{১০}$ বা $\frac{১}{২০}$ অংশ ওশর হিসাবে আদায় করা হয় এবং তা সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে ব্যয় ও বিনিয়োগ করা হয়, তাহ'লে ইনশাআল্লাহ যাকাতই হ'তে পারে বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনের স্থায়ী কর্মসূচী। এমনকি এর মাধ্যমে অনধিক পাঁচ বছরের মধ্যে বাংলাদেশকে দারিদ্র্যমুক্ত করা সম্ভব। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন- আমীন!!

এম, এস মানি চেঞ্জার

বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদিত

বিদেশী মুদ্রা, ডলার, পাউণ্ড, স্টার্লিং, ডয়েস মার্ক, ফ্রেঞ্চ ফ্রাঙ্ক, সুইস ফ্রাঙ্ক, ইয়েন, দিনার, রিয়াল ইত্যাদি ক্রয় বিক্রয় করা হয়। ডলারের ড্রাফট সরাসরি নগদ টাকায় ক্রয় করা হয় ও পাসপোর্ট ডলার সহ এনডোর্সমেন্ট করা হয়।

এম, এস মানি চেঞ্জার
সাহেব বাজার, জিরো পয়েন্ট, রাজশাহী
(সিনথিয়া কম্পিউটারের পিছনে)
ফোনঃ ৭৭৫৯০২, ফ্যাক্সঃ ৮৮০-০৭২১-৭৭৫৯০২

প্র ব ন্ধ

মাহে রামাযানঃ আত্মশুদ্ধির উপযুক্ত সময়

-মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

'রামাযান' (رمضان) আরবী নবম মাসের নাম। মূল শব্দ হ'ল رَمَضَ (রামায)। অর্থঃ পুড়ে যাওয়া, জ্বলে যাওয়া। যেমন বলা হয়- رَمِضَتِ الْأَرْضُ 'যমীন সূর্যতাপে পুড়ে গেছে' رَمِضَتْ قَدَمُهُ 'তার পা গরমে পুড়ে গেছে' رَمِضَ الصَّائِمُ 'ছায়েমের পেট ক্ষুৎ-পিপাসায় জ্বলে গেছে'। অতএব অধিক জ্বলে পুড়ে খাক হওয়াকে رَمَضَانُ (রামাযান) বলা হয়। একটানা একমাস ছিয়াম সাধনার ফলে মুমিনের জৈব প্রবৃত্তিকে ক্ষুৎ-পিপাসার আগুনে জ্বালিয়ে দুর্বল করে ফেলা হয় বলে এ মাসটিকে 'রামাযান' মাস বলা হয়েছে।[১]

এ মাসের ছিয়াম ফরয করে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ–

'হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের উপরে ছিয়াম ফরয করা হয়েছে, যেমন ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপরে। যাতে তোমরা সংযমশীল হ'তে পার' (বাক্বারাহ ১৮৩)।

'ছওম' (صوم) ও 'ছিয়াম' (صيام) দু'টিই মাছদার (مصدر) বা ক্রিয়ামূল। আভিধানিক অর্থঃ বিরত থাকা (মু'জাম)। শারঈ অর্থে ছুবহে ছাদিক হ'তে সূর্যাস্ত পর্যন্ত খানাপিনা, যৌনাচার ও যাবতীয় শরীয়ত নিষিদ্ধ বস্তু হ'তে বিরত থাকাকে 'ছিয়াম' বলা হয়।[২]

ছিয়ামের ইতিহাস অতি প্রাচীন। যা আয়াত থেকেই প্রতীয়মান হয়। ছিয়াম ঠিক কখন থেকে চালু হয়েছে এর সুস্পষ্ট কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। তবে হযরত নূহ (আঃ)-এর যুগ থেকেই প্রতিমাসে তিনদিন করে ছিয়াম পালনের বিধান চলে আসছিল। ইসলামের প্রথম দিকে এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় হিজরত করার পরেও মাসে তিনদিন ও একদিন আশূরার ছিয়াম পালনের নিয়ম ছিল।[৩] অতঃপর ২য় হিজরীর শা'বান মাসে আমাদের উপর পূর্ণ রামাযান মাসের ছিয়াম ফরয করা হয়।[৪] 'পূর্ববর্তী উম্মত সমূহের উপরে ফরয করা হয়েছিল' এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম শা'বী, ক্বাতাদাহ প্রমুখ বলেন, আল্লাহ মূসা ও ঈসা (আঃ)-এর কওমের উপরেও রামাযানের একমাস ছিয়াম ফরয করেছিলেন। কিন্তু তাদের আলেমগণ (আহবারগণ) আরও ১০ দিন বাড়িয়ে নেন। পরে জনৈক আলেম রোগাক্রান্ত হ'লে তিনি মানত করেন যে, সুস্থ হ'লে আরও ১০ দিন বৃদ্ধি করবেন। এইভাবে তাদের ৫০ দিন ছিয়াম-এর নিয়ম চালু হয়ে যায়। এতে যখন লোকেরা খুবই কষ্টবোধ করে তখন রামাযান বাদ দিয়ে তারা বসন্তকালে ছিয়াম পালনের বিধান চালু করে।[৫]

আয়াতের শেষাংশে ছিয়াম ফরয করার উদ্দেশ্য বর্ণিত হয়েছে- 'যাতে তোমরা আল্লাহভীরু বা সংযমশীল হ'তে পার'। জৈবিক তাড়নার বশীভূত হয়ে মানুষ যখন বিবেক হারিয়ে ফেলে তখনই সে পশুতে পরিণত হয়। একটানা একমাস নিয়মিত ছিয়াম সাধনার ফলে মুমিনের জৈবিক তাড়না দুর্বল হয়। বিবেক শানিত হয়। রিপু দমিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে ব্যক্তি ও সমাজের কল্যাণে অবদান রাখে। এ মাসে মুমিনের একমাত্র লক্ষ্য থাকে পাপ মোচন ও পূণ্য অর্জন। ক্বিয়ামে রামাযানের মাধ্যমে আল্লাহ পাক বান্দার বিগত জীবনের সকল পাপ ক্ষমা করে থাকেন। তাছাড়া হাযার মাসের অধিক ফযীলত সম্পন্ন মহিমান্বিত রজনী 'লায়লাতুল ক্বদর' তো আছেই। রহমত, বরকত ও মাগফিরাতে পরিপূর্ণ এ মাসই মূলতঃ তাকওয়া বা আল্লাহভীতি হাছিলের উপযুক্ত সময়। সঙ্গত কারণেই আল্লাহ পাক বলেছেন, "لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ" 'যাতে তোমরা মুত্তাক্বী বা আল্লাহভীরু হ'তে পার'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'সেই ব্যক্তির নাক মাটিতে মিশে যাক, যে রামাযান পেল অথচ নিজেকে ক্ষমা প্রাপ্ত করতে পারল না'।[৬]

ছিয়ামের ফযীলত

(১) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি ঈমানের সঙ্গে ছওয়াবের আশায় রামাযানের ছিয়াম পালন করে, তার বিগত সকল গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয় এবং যে ব্যক্তি ঈমানের সঙ্গে ছওয়াবের আশায় রামাযানে এবং লায়লাতুল ক্বদরে ছালাতের মধ্যে রাত্রি জাগরণ করে, তার বিগত সকল গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়।[৭]

(২) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আদম সন্তানের প্রত্যেক নেক আমলের ছওয়াব দশগুণ হ'তে সাতশত গুণ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়ে থাকে। আল্লাহ বলেন, কিন্তু ছওম ব্যতীত। কেননা ছওম কেবল আমার জন্যই রাখা হয় এবং আমিই তার পুরস্কার দেব। এজন্য যে, সে তার যৌনাকাঙ্খা ও পানাহার কেবল আমার জন্যই পরিত্যাগ করেছে। ছিয়াম পালনকারীর জন্য দু'টি আনন্দের মুহূর্ত রয়েছে। একটি ইফতারকালে, অন্যটি তার প্রভুর সঙ্গে দীদারকালে। তার মুখের গন্ধ আল্লাহর

১. মাসিক আত-তাহরীক, ১ম বর্ষ ৫ম সংখ্যা জানুয়ারী '৯৮ পৃঃ ৪।
২. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩।
৩. প্রাগুক্ত, পৃ ৫।
৪. ইবনুল জাওযী, আল-মুনতাযিম ফী তারীখিল মুলূক ওয়াল উমাম (বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিইয়াহ, তাবি) ৩য় খণ্ড পৃঃ ৯৫।

৫. মাসিক আত-তাহরীক, ১ম বর্ষ ৫ম সংখ্যা জানুয়ারী'৯৮, পৃঃ ৫।
৬. তিরমিযী, মিশকাত-আলবানী, 'ছালাত' অধ্যায় হা/৯২৭।
৭. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত-আলবানী হা/১৯৫৮।

http://islaminonesite.wordpress.com

নিকট মিশকের খুশবুর চেয়েও সুগন্ধিময়। ছিয়াম (অন্যায় অপকর্মের বিরুদ্ধে) ঢাল স্বরূপ। অতএব তোমাদের মধ্যে যখন কেউ ছিয়াম পালন করবে, তখন সে যেন মন্দ কথা না বলে ও শোরগোল না করে। যদি কেউ তাকে গালি দেয় বা লড়াই করতে আসে, তবে সে যেন বলে যে, 'আমি ছায়েম'।[৮]

(৩) সাহল বিন সা'দ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, জান্নাতের আটটি দরজা আছে। তন্মধ্যে একটি দরজার নাম 'রাইয়ান'। ঐ দরজা দিয়ে ছিয়াম পালনকারী ছাড়া আর কেউ প্রবেশ করবে না।[৯]

(৪) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত একবার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'হে মুসলমানগণ! তোমাদের নিকটে রামাযান তথা বরকতময় মাস এসেছে। এ মাসের ছিয়াম আল্লাহ তোমাদের উপর ফরয করেছেন। এ মাসে আসমানের দরজা সমূহ খোলা হয়, দোযখের দরজা সমূহ বন্ধ করা হয় এবং শয়তানকে শৃঙ্খলিত করা হয়। আর এতে এমন একটি রাত্রি রয়েছে যা হাযার মাস অপেক্ষাও উত্তম। যে তা থেকে বঞ্চিত হয়েছে সে সকল মঙ্গল হ'তে বঞ্চিত হয়েছে।[১০]

রামাযান মাসে করণীয় আমল সমূহ

(১) ক্বিয়ামুল লায়ল বা নৈশকালীন ইবাদতঃ

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَّ إِحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ –

'যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে এবং ছওয়াবের আশায় রামাযানের রাত্রি ইবাদতে কাটাবে তার বিগত সকল গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।[১১]

তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ দু'টিই রাতের ছালাতের অন্তর্ভুক্ত। রাতের শেষ অংশে পড়লে 'তাহাজ্জুদ' এবং প্রথম অংশে পড়লে 'তারাবীহ' বলা হয়। রামাযান মাসে আগের রাতে 'তারাবীহ' পড়লে শেষ রাতে 'তাহাজ্জুদ' পড়তে হবে না।[১২]

রাক'আত সংখ্যাঃ রামাযান বা রামাযানের বাইরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে রাত্রির ছালাত তিন রাক'আত বিতর সহ ১১ রাক'আতের প্রমাণ পাওয়া যায়। মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'রামাযান বা রামাযানের বাইরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রাতের ছালাত এগার রাক'আতের বেশী আদায় করেননি। তিনি প্রথমে (২+২) চার রাক'আত পড়েন। তুমি তার সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর না। অতঃপর তিনি চার রাক'আত পড়েন। তুমি তার সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর না। অতঃপর তিন রাক'আত (বিতর) পড়েন।[১৩]

খলীফা ওমর (রাঃ) হযরত উবাই বিন কা'ব ও তামীম দারী (রাঃ)-কে রামাযানের রাতে ১১ রাক'আত তারাবীহ জামা'আত সহকারে আদায়ের নির্দেশ প্রদান করেন। প্রকাশ থাকে যে, উক্ত রেওয়ায়াতের শেষে ইয়াযীদ বিন রূমান থেকে 'ওমরের যামানায় ২০ রাক'আত তারাবীহ পড়া হ'ত' বলে যে বর্ণনা এসেছে তা 'যঈফ'। কেননা ইয়াযীদ বিন রূমান ওমর (রাঃ)-এর যামানা পাননি। এতদ্ব্যতীত ২০ রাক'আত তারাবীহ সম্পর্কে কয়েকটি মরফূ হাদীছ এসেছে, যার সবগুলোই 'যঈফ'।[১৪]

(২) অধিক দান-খয়রাত করাঃ

হযরত ইবনে আববাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ধন-সম্পদ ব্যয় করার ব্যাপারে সকলের চেয়ে অগ্রণী ছিলেন। রামাযানে জিবরাঈল (আঃ) যখন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করতেন, তখন তিনি আরো অধিক দান করতেন। রামাযান শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রতি রাতেই জিবরাঈল তাঁর সঙ্গে একবার সাক্ষাত করতেন। আর রাসূল (ছাঃ) তাঁকে কুরআন শোনাতেন। জিবরাঈল (আঃ) যখন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করতেন তখন তিনি রহমত সহ প্রেরিত বায়ুর চেয়ে অধিক ধন-সম্পদ দান করতেন।[১৫]

(৩) ছায়েমকে ইফতার করানোঃ

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

من فطر صائما كان له مثل أجره غير انه لا ينقص من أجر الصائم شيئ ، صحيح الجامع ح/٦٤١٥

'যে ব্যক্তি কোন ছায়েমকে ইফতার করাবে সে তার ছওয়াবের সমপরিমাণ ছওয়াব পাবে। অথচ ছায়েমের ছওয়াব থেকে কিছুমাত্র কমানো হবে না'।[১৬]

(৪) অধিক কুরআন তেলাওয়াতঃ

রামাযান মাসের সাথে কুরআন মজীদের সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এ মাসেই পবিত্র কুরআন সহ সকল আসমানী গ্রন্থ অবতীর্ণ হয়েছে। হযরত আবু যর গিফারী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ইবরাহীম (আঃ)-এর ছহীফাসমূহ ৩রা রামাযানে, তাওরাত ৬ই রামাযানে, ইনজীল ১৩ই রামাযানে, যবুর ১৮ই রামাযানে এবং কুরআন ২০শে রামাযানে নাযিল হয়েছে।[১৭] রামাযান মাসের প্রত্যেক রজনীতেই হযরত জিবরাঈল (আঃ) মহানবী (ছাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁর কুরআন তেলাওয়াত শুনতেন। এ মাসে কুরআন তেলাওয়াতের ফযীলত অপরিসীম। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হ'তে

৮. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৫৯।*
৯. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৫৭।*
১০. *আহমাদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/১৯৬২।*
১১. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৫৮।*
১২. *মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) (সংক্ষিপ্ত), (রাজশাহীঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৯৮) পৃঃ ৬৮।*
১৩. *ছালাতুর রাসূল, পৃঃ ৬৮; গৃহীতঃ বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী তুহফা সহ 'রাতের ছালাত' অধ্যায় ২/৫১৮ পৃঃ; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১১৮৮।*
১৪. *প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৯।*
১৫. *বুখারী শরীফ (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ২য় সংস্করণ জুন '৯৫) ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৪২, হা/১৭৭৮।*
১৬. *আহমাদ, তিরমিযী, নাসাঈ, আলবানী, ছহীহুল জামে' হা/৬৪১৫ পৃঃ।*
১৭. *মুফতী মুহাম্মাদ শফী, তাফসীর মা'আরেফুল কুরআন, অনুবাদ ও সম্পাদনাঃ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান (মদীনাঃ খাদেমুল হারামাইন শরীফাইন বাদশাহ ফাহদ কুরআন মুদ্রণ প্রকল্প, তাবি) পৃঃ ১৪৬৮।*

http://islaminonesite.wordpress.com

বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ছিয়াম ও কুরআন আল্লাহ্র নিকট বান্দার জন্য (কিয়ামতে) সুপারিশ করবে। ছিয়াম বলবে, 'হে আল্লাহ, আমি তাকে দিনে তার খানা ও প্রবৃত্তি হ'তে বাধা দিয়েছি। সুতরাং তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল করুন। কুরআন বলবে, আমি তাকে রাতে নিদ্রা হ'তে বাধা দিয়েছি। সুতরাং তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল করুন। অতএব উভয়ের সুপারিশই কবুল করা হবে।[১৮]

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

من قرأ حرفًا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول الم حرفٌ، ولكن الف حرف، ولام حرفٌ، وميم حرفٌ، رواه الترمذى وقال حديث حسن صحيح، وصححه الألبانى–

'যে ব্যক্তি কুরআনের একটি হরফ (অক্ষর) পাঠ করল সে নেকী পেল। প্রত্যেক নেকী দশগুণ হয়। আমি বলিনা যে, আলিফ লাম মীম' (الم) একটি হরফ। বরং আলিফ (ا) একটি, লাম (ل) একটি ও মীম (م) একটি হরফ।[১৯]

(৫) অশ্লীলতা ও মিথ্যা বর্জন করাঃ

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَصْخَبْ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّى امْرُءٌ صَائِمٌ–

'ছিয়াম ঢাল স্বরূপ। তোমাদের কেউ যেন ছিয়াম পালন কালে আশ্লীলতায় লিপ্ত না হয় এবং ঝগড়া-বিবাদ না করে। যদি কেউ তাকে গালি দেয় অথবা তার সঙ্গে লড়াই করতে আসে সে যেন বলে যে, 'আমি ছায়েম'।[২০]

অন্যত্র তিনি বলেন,

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ فِىْ أَنْ يَّدَعَ طَعَامَهُ وشَرَابَهُ–

'যে ব্যক্তি মিথ্যা বলা ও সে অনুযায়ী আমল বর্জন করতে পারল না, তার পানাহার পরিত্যাগে আল্লাহ্র কোন প্রয়োজন নেই।[২১]

(৬) লায়লাতুল ক্বদরঃ

আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি 'লায়লাতুল ক্বদরে'। আপনি জানেন কি 'লায়লাতুল ক্বদর' কি? 'লায়লাতুল ক্বদর' হাযার মাস অপেক্ষা উত্তম। সে রাতে ফেরেশতাগণ ও রূহ অবতীর্ণ হয় প্রত্যেক কাজে তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে। শান্তি, যা উষার উদয় পর্যন্ত অব্যাহত থাকে' (ক্বদর ১-৫)।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيْمَانًا وَّ احْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ –

'যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ছওয়াব লাভের আশায় লায়লাতুল ক্বদরে রাত জেগে ছালাত আদায় করে, তার পূর্ববর্তী গুনাহ সমূহ মাফ করে দেওয়া হয়'।[২২]

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, যখন রামাযানের শেষ দশক আসত তখন নবী করীম (ছাঃ) তার লুঙ্গি কষে নিতেন (বেশী বেশী ইবাদতের প্রস্তুতি নিতেন) এবং রাতে জেগে থাকতেন ও পরিবার-পরিজনকে জাগিয়ে দিতেন।[২৩]

লায়লাতুল ক্বদর কখনঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, 'তোমরা রামাযানের শেষ দশদিনের বেজোড় রাত্রিতে শবে ক্বদর তালাশ কর'।[২৪]

লায়লাতুল ক্বদরের দো'আঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'একবার আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে লায়লাতুল ক্বদরে কি বলব জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, তুমি বলবে, اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّىْ (আল্লা-হুম্মা ইন্নাকা 'আফুওুন তুহিব্বুল 'আফওয়া ফা'ফু 'আন্নী) 'হে আল্লাহ! তুমি ক্ষমাশীল, তুমি ক্ষমা করতে পসন্দ কর, অতএব আমাকে ক্ষমা কর'।[২৫]

(৭) ই'তিকাফঃ

عن عائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف ازواجه من بعده–

'হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (ছাঃ) রামাযানের শেষ দশকে ই'তিকাফ করতেন। তাঁর ওফাত পর্যন্ত এ নিয়মই চালু ছিল। এরপর তাঁর সহধর্মিণীগণও ই'তিকাফ করতেন'।[২৬]

হযরত আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) রামাযানের শেষ দশদিন ই'তিফাক করতেন। এক বৎসর তিনি ই'তিফাক করতে পারলেন না। অতঃপর পরবর্তী বৎসর আসলে তিনি বিশদিন ই'তিকাফ

১৮. *বায়হাক্বী, মিশকাত হা/১৯৬৩।*
১৯. *তিরমিযী, দারেমী, মিশকাত হা/২১৩৭।*
২০. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৫৯।*
২১. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৯৯।*
২২. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৫৮।*
২৩. *বুখারী শরীফ (ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৯৫) ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৯৮, হা/১৮৯৪।*
২৪. *প্রাগুক্ত, হা/১৮৮৭।*
২৫. *আহমাদ ইবনু মাজাহ, তিরমিযী, মিশকাত হা/২০৯১।*
২৬. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত 'ই'তিকাফ' অধ্যায় হা/২০৯৭।*

http://islaminonesite.wordpress.com

করলেন।[২৭] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন ই'তিকাফের ইচ্ছা করতেন, তখন ফজরের ছালাত আদায় করতঃ ই'তিকাফের স্থানে প্রবেশ করতেন।[২৮]

পবিত্র রামাযান মাসের অধিক ইবাদতের সুন্দরতম সময় হচ্ছে ই'তিকাফের অবস্থা। কারণ, এ সময় দুনিয়াবী ঝামেলামুক্ত থেকে স্রেফ আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই গভীর মনোনিবেশের সাথে ইবাদতে মশগূল থাকা যায়। কুরআন তেলাওয়াত, ছালাত, যিকর, দো'আ ইত্যাদির অধিক সমাবেশ ঘটানো যায়। আল্লাহ আমাদেরকে তাওফীক দান করুন- আমীন!

(৮) ফিৎরাঃ

ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় উম্মতের ক্রীতদাস ও স্বাধীন, পুরুষ ও নারী, ছোট ও বড় সকলের উপর মাথাপিছু এক ছা' খেজুর, যব ইত্যাদি (অন্য বর্ণনায়) খাদ্যবস্তু ফিৎরার যাকাত হিসাবে ফরয করেছেন এবং তা ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পূর্বেই আমাদেরকে আদায়ের নির্দেশ দান করেছেন।[২৯]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে মদীনায় গম ছিল না। মু'আবিয়া (রাঃ)-এর যুগে সিরিয়ার গম মদীনায় আমদানী হ'লে মূল্যের বিবেচনায় তিনি গমের অর্ধ ছা' ফিৎরা দিতে বলেন। কিন্তু ছাহাবী আবু সাঈদ খুদরীসহ অন্যান্য ছাহাবী মু'আবিয়া (রাঃ)-এর এ ইজতেহাদী সিদ্ধান্ত অমান্য করেন এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নির্দেশ এবং প্রথম যুগের আমলের উপরেই কায়েম থাকেন। যারা অর্ধ ছা' গমের ফিৎরা দেন তারা মু'আবিয়া (রাঃ)-এর অনুকরণ করেন মাত্র।[৩০]

কিছু যরূরী মাসআলা

(১) নিয়তঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি ফজরের পূর্বে ছিয়ামের নিয়ত করেনা, তার ছিয়াম হয় না' *(তিরমিযী, আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত ১৭৫ পৃঃ)*। উল্লেখ্য যে, নিয়ত হচ্ছে মনের সংকল্প। সুতরাং মনে মনে ছিয়ামের সংকল্প করাই যথেষ্ট। আরবী বা বাংলা নিয়ত পড়ার কোন দলীল কুরআন-হাদীছে নেই।[৩১]

(২) ইফতারের দো'আঃ 'বিসমিল্লাহ' বলে ইফতার শুরু *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪১৫৯)* ও 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে *(বুখারী, মিশকাত হা/৪১৯৯; মুসলিম, ঐ হা/৪২০০)* শেষ করবে। তবে ইফতারকালে দু'টি বিশেষ দো'আ বর্ণিত হয়েছে। যেমন 'আল্লা-হুম্মা লাকা ছুমতু ওয়া 'আলা রিয্ক্বিকা আফতারতু'। অনুরূপভাবে 'যাহাবায যামাউ ওয়াবতাল্লাতিল উরূক্ব ওয়া ছাবাতাল আজরু ইনশা-আল্লাহ। প্রথমোক্ত হাদীছটি 'যঈফ'। দ্বিতীয় হাদীছটি দারাকুৎনী 'হাসান' বলেছেন *(হা/২২৫৬)*। কিন্তু গবেষক মাজদী বিন মানছূর ওটাকেও 'যঈফ' বলেছেন। ইমাম শাওকানী বলেন, ইফতারকালে উপরোক্ত দো'আ এবং অন্যান্য দো'আ পড়া যাবে।[৩২]

(৩) ইফতারের দ্রব্যঃ ছায়েম খেজুর বা পানি দ্বারা ইফতার করবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যখন তোমাদের কেউ ইফতার করবে, তখন সে যেন খেজুর দিয়ে ইফতার করে। কারণ, এটা বরকতের বস্তু। আর যদি খেজুর না পায় তাহ'লে সে যেন পানি দিয়ে ইফতার করে। কেননা ইহা পবিত্র।[৩৩]

(৪) চাঁদ দেখাঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা চাঁদ দেখে ছিয়াম রাখ এবং চাঁদ দেখে ছিয়াম ছাড়। যদি মেঘলা আকাশ চাঁদকে গোপন করে তবে শা'বান মাস ত্রিশ দিন পূর্ণ করবে'।[৩৪]

(৫) সাহারীর আযানঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানায় তাহাজ্জুদ ও সাহরীর আযান বেলাল (রাঃ) দিতেন এবং ফজরের আযান অন্ধ ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রাঃ) দিতেন। সাহারী প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'বেলাল রাত্রে আযান দিলে তোমরা খানাপিনা কর যতক্ষণ না ইবনে উম্মে মাকতূম ফজরের আযান দেয়'।[৩৫]

(৬) সাহারীর সময়ঃ ফজরের আযানের পূর্ব পর্যন্ত সাহারীর সময়। তবে খাওয়া অবস্থায় আযান পড়ে গেলে খাওয়া শেষ করে নিবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যখন তোমাদের কেউ আযান শুনবে, তখন তার হাতে খাবারের পাত্র থাকলে সে তা রেখে দিবে না, যতক্ষণ না খাওয়া শেষ হয়'।[৩৬]

(৭) ইফতারে বিলম্ব না করাঃ সূর্যাস্তের সাথে সাথেই ইফতার করতে হবে। দেরী করে ইফতার করা ইয়াহুদ-নাছারাদের স্বভাব। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'দ্বীন চিরদিন বিজয়ী থাকবে যতদিন লোকেরা ইফতার তাড়াতাড়ি করবে। কেননা ইয়াহুদ-নাছারাগণ ইফতার দেরীতে করে'।[৩৭]

(৮) ছিয়ামের কাফফারাঃ ছিয়াম অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করলে ছিয়াম ভঙ্গ হয়ে যাবে। ঐ ব্যক্তিকে শারঈ কাফফারা স্বরূপ একটি ক্রীতদাস আযাদ করতে হবে। নতুবা ধারাবাহিক ভাবে দু'মাস একটানা ছিয়াম পালন করতে হবে অথবা ৬০ জন মিসকীন খাওয়াতে হবে।[৩৮]

(৯) থুথু গলাধঃকরণঃ আতা (রাঃ) বলেন, 'কেউ যদি কুল্লি করে মুখের সব পানি ফেলে দেয়, অতঃপর যদি সে থুথু এবং মুখের ভিতর যা ছিল তা গিলে নেয়, তাতে কোন অসুবিধা নেই।[৩৯]

---

২৭. *তিরমিযী, মিশকাত হা/২১০২।*
২৮. *আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত 'ইতিফাক' অধ্যায় হা/২১০৪।*
২৯. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৮১৫, ১৬।*
৩০. *মাসিক আত-তাহরীক, ১ম বর্ষ ৫ম সংখ্যা জানুয়ারী '৯৯, পৃঃ ১৭।*
৩১. *আত-তাহরীক, ২য় বর্ষ ৩য় সংখ্যা ডিসেম্বর '৯৮ পৃঃ ২৩।*
৩২. *প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫।*
৩৩. *আহমাদ, আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/১৯৯০।*
৩৪. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৭০।*
৩৫. *বুখারী শরীফ (ইঃ ফাঃ বাঃ '৯৫) ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৪৯, হা/১৭৯৪।*
৩৬. *আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৯৭৭।*
৩৭. *আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৯৯৫।*
৩৮. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২০০৪।*
৩৯. *বুখারী শরীফ (ইঃ ফাঃ বাঃ '৯৫) ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৫৬ 'তরজমাতুল বাব'।*

http://islaminonesite.wordpress.com

(১০) ভুলক্রমে পানাহার করাঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِذَا نَسِيَ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللّٰهُ وَ سَقَاهُ –

'ছায়েম যদি ভুলক্রমে আহার করে বা পান করে ফেলে, তাহ'লে সে যেন তার ছওম পুরা করে নেয়। কেননা আল্লাহই তাকে পানাহার করিয়েছেন'।[৪০]

(১১) মিসওয়াক করাঃ ছিয়াম অবস্থায় মিসওয়াক করায় কোন ক্ষতি নেই। আমের ইবনে রবী'আ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে ছায়েম অবস্থায় অসংখ্যবার মিসওয়াক করতে দেখেছি। আবু হুরায়রা (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আমার উম্মতের জন্য যদি কষ্টকর মনে না করতাম তাহ'লে প্রতিবার ওযূর সময়ই মিসওয়াকের নির্দেশ দিতাম'। জাবের (রাঃ) ও যায়েদ বিন খালেদ (রাঃ)-এর সূত্রে নবী করীম (ছাঃ) থেকে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তিনি ছায়েম ও গায়র ছায়েমের মধ্যে কোন পার্থক্য করেননি।[৪১]

(১২) কোন কিছুর স্বাদ চেখে দেখাঃ ছিয়াম অবস্থায় কোন কিছুর স্বাদ চেখে দেখা যায়। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'ছিয়াম পালনকারীর জন্য কোন জিনিষের স্বাদ চেখে দেখায় কোন আপত্তি নেই'।[৪২]

(১৩) বমন করাঃ ছিয়াম অবস্থায় অনিচ্ছাকৃত বমনে কোন অসুবিধা নেই। তবে ইচ্ছাকৃতভাবে বমন করলে ছিয়াম নষ্ট হয়ে যাবে।[৪৩]

(১৪) মাথায় পানি ঢালাঃ ছিয়াম অবস্থায় গরম ও তাপের কারণে মাথায় পানি ঢালা যাবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছিয়াম অবস্থায় কখনো পিপাসার কারণে কিংবা গরমের কারণে মাথায় পানি ঢালতেন।[৪৪]

(১৫) ঋতুবতী মহিলাদের ছিয়ামঃ কেউ ঋতুবতী হ'লে পরবর্তীতে ছিয়ামের ক্বাযা আদায় করবে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে ঋতুবতী হ'তাম, তখন আমাদেরকে ছিয়াম ক্বাযা করার নির্দেশ দেওয়া হ'ত। কিন্তু ছালাত ক্বাযা করার কথা বলা হ'ত না'।[৪৫]

৪০. বুখারী শরীফ (ইঃ ফাঃ বাঃ '৯৫) ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৫৫ হা/১৮০৬।
৪১. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫৫ 'তরজমাতুল বাব'।
৪২. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫৪ 'তরজমাতুল বাব'; সাইয়েদ সাবেক্ব, ফিকহুস সুন্নাহ (বৈরুতঃ দারুল ফিকর ১৪১২/১৯৯২) ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৯০।
৪৩. ফিকহুস সুন্নাহ, ১ম খণ্ড পৃঃ ৩৯৩।
৪৪. মালেক, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/২০১১।
৪৫. আত-তাহরীক ২য় বর্ষ ৩য় সংখ্যা ডিসেম্বর '৯৮ পৃঃ ২৫॥ গৃহীতঃ বুখারী, মুসলিম, মিশকাত পৃঃ ১৭৮।

(১৬) সফর অবস্থায় ছিয়ামঃ সফরে ছিয়াম রাখা না রাখা ইচ্ছাধীন। রাসূল (ছাঃ) এক সফরে ছাহাবীদের বলেন, 'তোমরা ইচ্ছা করলে ছিয়াম রাখতে পারো। ইচ্ছা করলে ছাড়তে পারো।[৪৬]

(১৭) অসুস্থ ব্যক্তির ছিয়ামঃ অসুস্থ অবস্থায় ছিয়াম পালন করতে হবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যে ব্যক্তি (রামাযান মাসে) অসুস্থ থাকবে সে রামাযানের পর অন্যান্য দিনগুলোকে ছিয়াম পালন করবে' (বাক্বারাহ ১৮৫)।

পরিশেষে বলব যে, পবিত্র মাহে রামাযানই আত্মত্যাগ ও আত্মশুদ্ধি হাছিলের প্রধান মাস। আমলী যিন্দেগী সুদৃঢ় করার মাধ্যমে সার্বিক জীবন পরিশুদ্ধ করার উপযুক্ত সময়। সমাজের অবহেলিত-বঞ্চিত, নির্যাতিত-নিপীড়িত, অনাথ-ইয়াতীমদের প্রতি সহানুভূতি ও সহমর্মিতা প্রদর্শনের মাস। এ মাসে মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব সুদৃঢ় হয়। সামাজিক বন্ধন আরো মজবুত হয়। পারস্পরিক দায়িত্ববোধ জাগ্রত হয়ে সমাজ কল্যাণে আত্মনিয়োগ করে। সর্বোপরি বিভিন্নমুখী আমলের সমাহারে মুমিন জীবনের প্রতিটি দিক হয়ে ওঠে প্রাণবন্ত ও সুদৃঢ়। আল্লাহ আমাদেরকে এ মাসের পবিত্রতা রক্ষা করার তাওফীক দান করুন- আমীন!!

৪৬. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২০১৯।

রাজশাহী থাই এ্যালুমিনিয়াম এ্যান্ড গ্লাস সেন্টার

এজেন্টঃ কাই বাংলাদেশ এ্যালুমিনিয়াম লিমিটেড

(দেশী-বিদেশী এ্যালুমিনিয়াম এবং কাঁচ খুচরা ও পাইকারী বিক্রেতা)

- এ্যালুমিনিয়াম জানালা, দরজা, পার্টিশান।
- ফল্‌সসিলিং, অল-সোকেস, কাউন্টার।
- মোজাইক কাঁচ, বেসিনের কাঁচ, লুকিং গ্লাস।
- এ্যালুমিনিয়ামের যাবতীয় ফিটিং।
- পর্দার রেল ইত্যাদি প্রস্তুতকারী ও বিক্রেতা।

বরেন্দ্র মার্কেট, বিল সিমলা, গ্রেটাররোড, রাজশাহী। ফোনঃ ৭৭১৩৪৫।

http://islaminonesite.wordpress.com

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ-এর উদ্যোগে

সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০০০

১- হাদীছ প্রতিযোগিতাঃ

(ক) যাদের বয়স ৩২ হ'তে ৪০-এর মধ্যে, তাদের জন্য ৪০টি হাদীছ।
(খ) " " ১৩ " ৩২-এর " " " ২৫টি " ।

প্রতিটি পর্যায়ে পুরুষ ও মহিলাদের জন্য ৩ + ৩ = ৬টি করে মোট ১২টি পুরস্কার থাকবে।

২- ক্বিরাআত প্রতিযোগিতাঃ (খ গ্রুপের যুবসংঘ ও মহিলা সংস্থা সদস্যদের জন্য তিনটি করে মোট ৬টি পুরস্কার)।
বিষয়ঃ সূরায়ে ছফ শেষ রুকূ (১০-১৪ আয়াত)।

৩- আযান প্রতিযোগিতাঃ ('যুবসংঘ' সদস্যদের জন্য মোট ৩টি পুরস্কার)।

৪- জাগরণী প্রতিযোগিতাঃ ('যুবসংঘ' সদস্যদের জন্য মোট ৩টি পুরস্কার)।

বিষয়ঃ ১ নং ক্যাসেট থেকে 'বিশ্ব জুড়ে সুর উঠেছে.....'
২ নং ক্যাসেট থেকে 'বলেছেন নবী পড়লে তারাবীহ...'
৩ নং ক্যাসেট থেকে 'ভয় নেইকো মোদের অন্তরে...'
৪ নং ক্যাসেট থেকে 'কোন্ সুরে কে আযানের ডাক দিয়ে যায়...'
৫ নং ক্যাসেট থেকে 'কুরআন শিক্ষা কর মুসলমান...'
৬ নং ক্যাসেট থেকে 'বিপ্লবী সৈনিক আমরা হব...'

* প্রতিযোগীগণ উপরোক্ত ৬টি জাগরণী মুখস্ত করে আসবেন। বিচারকগণ যেকোন একটির উপরে পরীক্ষা নিবেন।
[প্রতিযোগীদেরকে **আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ, আহলেহাদীছ মহিলাসংস্থা, আহলেহাদীছ যুবসংঘ ও সোনামণি** সংগঠনের সদস্য হ'তে হবে এবং 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সংশ্লিষ্ট যেলা সভাপতির সুপারিশকৃত আবেদনপত্র সঙ্গে থাকতে হবে]

প্রকাশ থাকে যে, সকল হাদীছ অনুবাদসহ মুখস্ত করতে হবে এবং তা 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সংশ্লিষ্ট যেলা সভাপতিদের নিকট থেকে সংগ্রহ করতে হবে। উল্লেখ্য যে, গত বছরে যে ৪০টি হাদীছ অনুবাদ সহ সরবরাহ করা হয়েছিল, তা এবারও বহাল থাকবে। যারা গতবারে পুরস্কার পেয়েছেন, তারা এবারের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।

প্রতিযোগিতার স্থান ও তারিখঃ

* যেলা মারকাযে	৪ঠা ফেব্রুয়ারী ২০০০	শুক্রবার সকাল ৯টা।
* আঞ্চলিক মারকাযে	১১ই ফেব্রুয়ারী ২০০০	শুক্রবার সকাল ৯টা।
* কেন্দ্রে	১৮ই ফেব্রুয়ারী ২০০০	শুক্রবার সকাল ৯টা।

আঞ্চলিক মারকায সমূহ

১. সপুরা মিঞাপাড়া জামে মসজিদ, রাজশাহী	রাজশাহী, চাঁপাই, নওগাঁ, নাটোর, পাবনা।
২. নারুলী জামে মসজিদ, বগুড়া	বগুড়া, জয়পুরহাট, গাইবান্ধা পূর্ব ও পশ্চিম, দিনাজপুর-পূর্ব।
৩. খাসবাগ জামে মসজিদ, রংপুর	রংপুর, নীলফামারী, লালমণিরহাট, কুড়িগ্রাম।
৪. লালবাগ জামে মসজিদ, দিনাজপুর	দিনাজপুর-পশ্চিম, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়।
৫. আহলেহাদীছ যুবসংঘ অফিস, ২২০ বংশাল রোড (২য় তলা) ঢাকা	ঢাকা, গাজীপুর, নরসিংদী, নারায়ণগঞ্জ, কুমিল্লা।
৬. শরীফপুর জামে মসজিদ, জামালপুর	জামালপুর, টাংগাইল, মোমেনশাহী।
৭. দারুল হাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ, বাঁকাল, সাতক্ষীরা	সাতক্ষীরা, যশোর।
৮. কালদিয়া বাজার জামে মসজিদ, বাগেরহাট	খুলনা, বাগেরহাট, পিরোজপুর, গোপালগঞ্জ।
৯. বামুন্দী বাজার জামে মসজিদ, মেহেরপুর	মেহেরপুর, ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া-পূর্ব ও পশ্চিম, রাজবাড়ী, ফরিদপুর।

http://islaminonesite.wordpress.com

মাহে মুবারাক রামাযান

*-যিল্লুর রহমান নাদভী**

পবিত্র রামাযান মাসের চাঁদ আকাশে উদিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ব নিয়ন্তা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নেমে আসে অসংখ্য রহমত, বরকত ও মাগফিরাত। এ রহমত, বরকত ও মাগফিরাত মহান আল্লাহ্‌র বিশেষ অবদান। আমরা ঐ বিশেষ অবদান প্রাপ্তির যোগ্য হই বা না হই, পবিত্র রামাযান মাসের মর্যাদা রক্ষা করতে পারি বা না পারি, সে দিকে মহান আল্লাহ্‌র মোটেই লক্ষ্য নেই। তিনি চান যে, পাপে তাপে জর্জরিত মানবকুলের প্রত্যেকটি প্রাণ অধিক হ'তে অধিকতর শুদ্ধ-পরিশুদ্ধ হয়ে আপন আপন আত্মাকে কলুষমুক্ত করতে সক্ষম হউক। তিনি চান যে, সমগ্র বিশ্ব মানবকুলের বসবাসের উপযোগী শান্তিপূর্ণ মনোরম স্বর্গীয় গুলবাগিচায় পরিণত হউক। তিনি চান যে, সমগ্র বিশ্বের প্রত্যেকটি অণু-পরমাণু প্রভুর অতি নিকটে এসে 'রহমতে বারী'র ছায়াতলে আশ্রয় নিয়ে ধন্য হউক। তিনি চান যে, সৃষ্টির সেরা মানুষ তার জৈবিক আগ্রাসী রিপু শক্তিকে দলিত-মথিত করে আত্মিক শক্তিকে সমুন্নত করতে সক্ষম হউক। তাই তিনি এ পবিত্র মাসে বিশ্ববাসীর উপরে দয়াপরবশ হয়ে দোযখের দরজাগুলো বন্ধ করে দেন। আর তার পরিবর্তে বেহেশতের দরজাগুলো উন্মুক্ত করে দেন এবং মানবকুলের চির শত্রু মহাপাপী ইবলীস এবং তার চেলা-চামুণ্ডাগুলোকে লৌহ শিকল দিয়ে কঠিনভাবে আটক করে রাখেন।

তিনি নিজ অনুগ্রহে কোটি কোটি ফেরেশতার দল পাঠিয়ে বিশ্ববাসীকে আহ্বান করতে থাকেন যে, হে পাপাসক্ত পাপী! ক্ষান্ত হও, বন্ধ কর পাপ! আর যারা 'রহমতে বারী'র প্রত্যাশী ও প্রেমিক, তোমরা তার অনুকম্পার দিকে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হও। তিনি নিজ অনুগ্রহে রুযী-রোযগারে বরকত দিয়ে, মহাপাপীকে ক্ষমা করে, চিরশত্রুকে নিকটে এনে, বন্ধুত্বের চরমত্বের পরম পর্যায়ে পৌঁছিয়ে তিনি রহমান ও রহীম নামের মহত্ব ও গুরুত্ব জ্বলন্তভাবে প্রমাণ করেন।

তিনি বলেন, যারা আমার ছায়াতলে আশ্রয় নিল, আমার হুকুম মান্য করে দিবসের পানাহার বন্ধ করে সংযমশীল হ'ল, আগ্রাসী প্রলুব্ধ আত্মাকে দমন করে আনুগত্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করল, কিয়ামত কোর্টে আমি নিজ হাতে তাদের পাওনা মিটাব, তারা যাতে খুশী হবে তাই আমি করব। ঈদের ছালাতের অগ্রে-পশ্চাতে তাকবীর ধ্বনি দ্বারা আকাশ-বাতাস মুখরিত করল, গগনে-পবনে 'ওয়ালিল্লা-হিল হামদ' বলে সমগ্র বিশ্বকে দোলায়িত করল, সারিবদ্ধভাবে ছালাতে দাঁড়িয়ে প্রথম রাক'আতে ছানা পাঠের পর সাত, আর দ্বিতীয় রাক'আতে পাঁচ মোট ১২ তাকবীর দিয়ে বান্দা যখন গদগদ চিত্তে প্রাণ ভরে 'ইইয়াকা না'বুদু' বলে আমায় ডাকল, তখন আমি সমগ্র বিশ্বের প্রতিটি অণু-পরমাণুকে সাক্ষী রেখে বলি, 'ওয়া ইয্‌যাতি, ওয়াজালালী, ওয়া ইরতিফায়ে মাকানী' আমার ইয্‌যতের কসম, আমার পদমর্যাদার কসম, 'কাদ গাফারতু লাকুম' আমি তোমাদিগকে ক্ষমা করে দিলাম, আমি তোমাদিগকে ক্ষমা করে দিলাম।

বিশ্ব নিয়ন্তার অবদান পাক পবিত্র মাহে মুবারাক রামাযান। এই পবিত্র রামাযান মাসের সংস্পর্শে এসে কত হৃদয় ধনাঢ্য, সম্পদশালী ও পুণ্যময় হ'ল এবং বিভু প্রেমে মত্ত হয়ে যারা এ মাসের মর্যাদাকে রক্ষা করল, সত্যি সত্যিই তারা সৌভাগ্যের চাবিকাঠি আপন হাতে পেয়ে গেল। জীবন তাদের মহীয়ান গরীয়ান ভাগ্যবান। জান্নাতের অনাবিল আনন্দে তারা অমরত্ব লাভ করল। আর যারা বিধর্মী স্বভাবে পরিণত হয়ে, গণ্ডেপিণ্ডে ভুরি ভোজনে ও কুপ্রবৃত্তির মোহে বিভোর থাকল, অলসতায়-অবহেলায় পাপাসক্ত পাপী হয়ে সময় অতিবাহিত করল, সে হতভাগ্যারা তল্পিতল্পা সব হারাল এবং সর্বনাশায় পরিণত হ'ল। পবিত্র রামাযান মাসের পূর্ণ মর্যাদা যারা দেয়নি, ক্ষয়-ক্ষতির অনুভূতি যাদের জাগেনি, নিদ্রাবিভোর কঠিন ঘুমের ঘোরে এখনও অচেতন, তারা সত্যিই ভাগ্য বিড়ম্বনার মাঝ সমুদ্রে চিরতরে নিমজ্জিত হ'ল।

যে রজনীতে বিশ্ব নবীকে মহান আল্লাহ দানের মত দান চির অবদান 'লায়লাতুল ক্বদরে'র শুভ সংবাদ দিলেন, সে রজনীতে মহান আল্লাহ জিবরাঈল মারফত বিগত কালের সমস্ত উম্মত কে কত কাল জীবিত ছিল এবং কোন্ উম্মতকে কি পরিমাণ বয়স প্রদান করা হয়েছিল এবং কোন্ উম্মত কত পরিমাণ আমল করেছিল এবং কাকে কত পরিমাণ ছওয়াব প্রদান করা হবে সবই বিশ্বনবীকে দেখানো হ'ল, বিশ্বনবী বিগতকালের সমস্ত উম্মতগণের লম্বা বয়স, বেশী পরিমাণে এবাদতের পরিমাণ, আমল ও ছওয়াবের হাল-হকীকত অবগত হ'লেন আর নিজ উম্মতের বয়স এত কম, তদুপরি এবাদতের পরিমাণও কম চিন্তা করে মনে মনে যখন একটু অস্বস্তিবোধ করছিলেন, তখন অন্তর্যামী বিশ্বনিয়ন্তা মহান আল্লাহ প্রিয় নবীর অস্বস্তি দেখে শুভ সংবাদ দিলেন যে, আপনাকে তো 'লায়লাতুল ক্বদর' প্রদান করা হয়েছে। 'লায়লাতুল ক্বদর' কত মর্যাদার রাত্রি তা কি আপনি অবগত আছেন? ক্বদরের একটি রাত্রি এক হাযার মাস পর্যন্ত কোন আজ্ঞাবহ সাধকের এবাদত হ'তেও অনেক উত্তম। উপরন্তু জিবরাঈল লক্ষ কোটি ফেরেশতার দলসহ যমীনে অবতরণ করেন এবং প্রভাতের সুষমা পর্যন্ত 'রাব্বী সাল্লিম', রাব্বী সাল্লিম' আল্লাহ! তুমি তোমার অফুরন্ত রহমত নাযিল কর, অফুরন্ত বরকত নাযিল কর, শান্তি আর শান্তির বান বন্যার ঢল অবতরণ কর' বলে সমগ্র বিশ্বকে জান্নাতের গুল বাগিচায় পরিণত করেন। পবিত্র রামাযান মাসের ছিয়াম মানব গোষ্ঠির চির কল্যাণের জন্য মহান আল্লাহ আমাদের উপর ফরয করে দিয়েছেন। এই ফরয ইবাদত দ্বারা তার লক্ষ্য 'লা'আল্লাকুম তাত্তাকূন' তারা যেন মহান আল্লাহ্‌কে ভয় করে চলে এবং প্রকৃত মানুষে পরিণত হয়। ছিয়াম পালন করলে মানব মনে আল্লাহভীতি জন্মে, আর আল্লাহভীতি জন্মিলে মানুষ সৎ স্বভাবের অধিকারী হয়। কাম-ক্রোধ-লোভ, হিংসা-বিদ্বেষ, চাটুকারিতা, ধন স্পৃহা, যশ স্পৃহা, মিথ্যা, পরনিন্দা, অহঙ্কার, সুদ-ঘুষ, মদ্যপান, অশ্লীলতা-অসভ্যতা-বর্বরতা, ব্যক্তি কেন্দ্রিক স্বার্থ, কার্পণ্য ইত্যাদি সর্বপ্রকার মানবীয় আবর্জনা হ'তে পাক-পবিত্র হয়ে যায়। আর এই পবিত্র ছিয়ামের বদৌলতে

* সাং হরিরামপুর, পোঃ দাউদপুর, দিনাজপুর, প্রবীণ লেখক ও গ্রন্থ প্রণেতা।

http://islaminonesite.wordpress.com

মানবাত্মায় 'রহমতে বারী' নাযিল হয়ে চিরতরে বিরাজমান হয় লজ্জাশীলতা, সত্যবাদিতা, সরলতা, নম্রতা, ভদ্রতা, ধৈর্যশীলতা, সহনশীলতা, সাহস, সন্তুষ্টি, অল্পে তুষ্টি, কৃতজ্ঞতা, মানুষের প্রতি দয়া, পরোপকারের স্পৃহা। মানুষ হয় দিব্য জ্ঞানের অধিকারী, সজাগ, চিন্তাশীল, প্রজ্ঞাশীল, বহু জ্ঞানের ও বহু গুণের অধিকারী। এরই নাম 'লা'আল্লাকুম তাত্ত্বাকূন'।

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

সুখবর! সুখবর! সুখবর!

অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনা থেকে প্রকাশ পেয়েছে হাফেয মাওলানা হুসাইন বিন সোহ্‌রাব কর্তৃক সংকলিত সহীহ হাদীসের আলোকে

তাফসীর আল-মাদানী
(১ম খণ্ড, ১ম, ২য় ও ৩য় পারা একত্রে)

- এই গ্রন্থে পাবেন সূরা আল-ফাতিহা ও সূরা আলে ইমরান-এর ৯১ নং আয়াত পর্যন্ত।
- এই তাফসীরের ১০টি খণ্ডের প্রতিটি খণ্ডে ৩ পারা করে প্রকাশ করা হবে ইনশাআল্লাহ।
- শীঘ্রই ইনশাআল্লাহ পাঠক বৃন্দের নিকট ২য় খণ্ড ৪, ৫ ও ৬ পারা, (সূরা আলে ইমরান-এর ৯২ নং আয়াত হতে শেষ পর্যন্ত এবং সূরা আন-নিসা ও সূরা আল-মায়েদার ৮২ নং আয়াত পর্যন্ত) পৌঁছানো হবে।

অনতিবিলম্বে পরবর্তী খণ্ডগুলো পারা ভিত্তিক প্রকাশ করার যাবতীয় প্রচেষ্টা শুরু করা হয়েছে।

উক্ত তাফসীরে মূল আরবী উচ্চারণ, অর্থ ও ছহীহ হাদীছের আলোকে তাফসীরের বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

প্রতিটি খণ্ডে প্রায় ৩০ ফর্মা (৪৮৪ পৃষ্ঠায়) মুদ্রিত হবে যার হাদিয়া ২০১/= টাকা মাত্র।

আরোও প্রকাশিত হয়েছে হাদীছের আলোকে আল-কুরআনে বর্ণিত কাহিনী, মোট ৭টি সিরিজ। আপনার কপিগুলো সংগ্রহ করুন।

যোগাযোগের ঠিকানাঃ

রোকাইবা ষ্টীল সেন্টার
৩৮, নর্থসাউথ রোড (নতুন রাস্তা)
হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন
বংশাল, ঢাকা। ফোনঃ ৯৫৬৩১৫৫।

ছালাতুত তারাবীহ

-মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান*

[১১ ও ২০ রাক'আত তারাবীহ এবং এর ছহীহ ও যঈফ সম্পর্কে জানার জন্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে অনেক পাঠক আমাদের নিকট চিঠি লিখেছেন। সর্বশেষ পুরাতন ঢাকার লালবাগ থেকে ভাই ছাদেকুল ইসলাম এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে চেয়েছেন। পাঠকদের চাহিদা বিবেচনা করে 'ছালাতুত তারাবীহ' প্রবন্ধটি উপস্থাপন করা হ'ল। -সম্পাদক]

ছালাতুত তারাবীহ বা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর রাতের ছালাত বিতর সহ ১১ রাক'আত ছিল। রাতের ছালাত বলতে তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ দু'টোকেই বুঝানো হয়। উল্লেখ্য যে, রামাযান মাসে তারাবীহ পড়লে আর তাহাজ্জুদ পড়তে হয় না। নিম্নে দলীলসহ 'ছালাতুত তারাবীহ' আলোচিত হ'ল।

১১ রাক'আতের দলীলঃ

(১) একদা হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল রামাযান মাসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছালাত কেমন ছিল? তিনি বললেন, রামাযান ও রামাযান ছাড়া অন্য মাসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছালাত ১১ রাক'আতের বেশী ছিল না।[১]

(২) সায়েব ইবনে ইয়াযীদ (রাঃ) বলেন, ওমর (রাঃ) ওবাই বিন কা'ব ও তামীম দারী নামক দুই ছাহাবীকে রামাযান মাসে ১১ রাক'আত তারাবীহ্‌র ছালাত জামা'আতের সাথে পড়াবার হুকুম দিয়েছিলেন।[২]

(৩) জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রামাযান মাসে আমাদেরকে ৮ রাক'আত তারাবীহ ও বিতর ছালাত পড়ান।[৩]

উপরোল্লিখিত বিশুদ্ধ হাদীছগুলি স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, তারাবীহ্‌র ছালাত বিতর সহ ১১ রাক'আত।

বিশ রাক'আতের দলীল ও তার জওয়াবঃ

১- ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর হাদীছ -

" أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يصلى فى رمضان عشرين ركعةً والوتر"

'নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রামাযান মাসে ২০ রাক'আত এবং বিতর ছালাত আদায় করতেন'। হাদীছটি আব্দ বিন

** গ্রাজুয়েট, কিং সঊদ বিশ্ববিদ্যালয়, রিয়াদ, সঊদী আরব ও শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

১. *বুখারী ১/১৬৯ পৃঃ, মুসলিম ১/২৫৪ পৃঃ; আবুদাঊদ ১/১৮৯ পৃঃ; নাসাঈ ২৪৮ পৃঃ; তিরমিযী ৯৯ পৃঃ; ইবনু মাজাহ ৯৭-৯৮ পৃঃ; মিশকাত ১১৫ পৃঃ; বাংলা বুখারী (আধুনিক প্রকাশনী) ১/৪৭০ ও ২/২৬০ পৃঃ।*

২. মুওয়াত্ত্বা, মিশকাত হা/১৩০২।

৩. *আবু ইয়ালা,. ত্বাবারানী, আওসাত্ব, সনদ হাসান, মির'আত ২/২৩০ পৃঃ।*

http://islaminonesite.wordpress.com

হুমাইদ ও ত্বাবারানী আবু শাইবার সূত্রে বর্ণনা করেন। আবু শাইবাকে ইমাম বুখারী, মুসলিম, আহমাদ, ইবনু মুঈন, আবুদাঊদ, তিরমিযী ও নাসাঈ প্রমুখ ইমামগণ 'যঈফ' বলেছেন। হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী বুখারীর শরাহ ফাৎহুল বারী-তে উক্ত সূত্রকে দুর্বল বলেছেন। তাছাড়া আয়েশা (রাঃ)-এর হাদীছের সাথে উক্ত হাদীছটি সাংঘর্ষিক। আর হযরত আয়েশা (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ)-এর রাত্রিকালীন অবস্থা সম্পর্কে অন্য সকলের চেয়ে বেশী অবগত ছিলেন।[৪]

২- আলী (রাঃ)-এর হাদীছ- "عن ابى الحسناء ان عليا امر رجلا يصلى بهم فى رمضان عشرين ركعة"

আবুল হাসনা কর্তৃক বর্ণিত তিনি বলেন, 'আলী (রাঃ) এক ব্যক্তিকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, সে যেন তাদেরকে নিয়ে রামাযান মাসে ২০ রাক'আত ছালাত আদায় করে'। হাদীছটি ইবনু আবী শাইবা তার মুসান্নাফে বর্ণনা করেছেন। ইমাম বায়হাক্বী সুনানুল কুবরাতে বলেছেন, "وفى هذا إسناد ضعف"। অর্থাৎ 'এই সনদে দুর্বলতা রয়েছে'। শায়খ আলবানী বলেছেন, যঈফ হওয়ার কারণ হ'ল- আবুল হাসনাকে চেনা যায় না সে কে? ইমাম যাহাবীও এরূপ বলেছেন। ইবনু হাজারও বলেছেন যে, সে অজ্ঞাত।[৫]

৩- আলী (রাঃ)-এর আরেকটি হাদীছ- عن أبى عبد الرحمن السلمى عن على قال دعا (أى على رضى الله عنه) القراء فى رمضان فأمر منهم رجلا يصلى بالناس عشرين ركعة قال: وكان على رضى الله عنه يوتر بهم رواه البيهقى ٢/٤٩٦-

'আব্দুর রহমান আস-সুলামী হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আলী (রাঃ) ক্বারীদেরকে রামাযান মাসে আহবান করলেন। অতঃপর (তারা জমায়েত হ'লে) তাদের মধ্যে একজনকে নির্দেশ দিলেন যে, তিনি যেন লোকজনকে ২০ রাক'আত ছালাত আদায় করান এবং আলী (রাঃ) তাদেরকে সাথে নিয়ে বিতর ছালাত আদায় করতেন'। হাদীছটি ইমাম বায়হাক্বী বর্ণনা করেছেন। আলবানী বলেন, হাদীছটির সনদ যঈফ। এই সনদে দু'টি দোষ রয়েছে।

এক- আত্বা বিন সায়েব-এর স্মৃতিশক্তি এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল। দুই- হাম্মাদ বিন শু'আইব অত্যন্ত যঈফ।

৪. *ফাৎহুল বারী ৪/২৫৪।*
৫. *আলোচনা দ্রঃ আলবানী, ছালাতুত তারাবীহ পৃঃ ৭৬, ৭৭।*

ইমাম বুখারী সেদিকেই ইঙ্গিত করেছেন তাঁর এ কথার দ্বারা যে, فيه نظر 'এর মধ্যে দেখার বিষয় রয়েছে'। তিনি একবার এ কথাও বলেছেন যে, তার হাদীছ 'অগ্রাহ্য' (মুনকার)। আর তিনি এরূপ কথা ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রে বলেন যার থেকে রেওয়ায়াত করা হালাল নয়।[৬]

বিশ রাক'আত সম্পর্কে হানাফী পণ্ডিতদের অভিমতঃ

১। ভারত বিখ্যাত হানাফী মনীষী আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহঃ) বলেন, ২০ রাক'আত সম্পর্কে যতগুলি হাদীছ আছে সবগুলির সনদ যঈফ এবং এ বিষয়ে সকল মুহাদ্দিছ একমত।[৭]

২। হানাফী ফিকহের সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব 'হিদায়া'র ব্যাখ্যাকার আল্লামা ইবনুল হুমাম বলেন, ২০ রাক'আত এর হাদীছটি যঈফ এবং ছহীহ হাদীছের বিরোধী।[৮]

৩। আল্লামা যায়লাঈ হানাফী বলেন, ২০ রাক'আতের হাদীছটি যঈফ হওয়ার সাথে সাথে ছহীহ হাদীছেরও বিরোধী।[৯]

৪। শায়খ আব্দুল হক দেহলভী হানাফী বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে ২০ রাক'আত প্রমাণিত নেই, যা বর্তমান সমাজে চালু আছে। ইবনু আবী শায়বার বর্ণনায় যে ২০ রাক'আত আছে তা যঈফ এবং ছহীহ হাদীছের বিরোধী।[১০]

৫। দেউবন্দ মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা কাসেম নানুতুবী বলেন, ১১ রাক'আত তারাবীহ্র ছালাত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কর্ম দ্বারা প্রমাণিত। যা বিশ রাক'আতের চেয়ে শক্তিশালী।[১১]

৬। আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী হানাফী বলেন, ১৩ রাক'আতের বেশী তারাবীহ্র ছালাত সংক্রান্ত কোন ছহীহ হাদীছ নেই।[১২]

৭। হানাফী জগতের বড় মুহাদ্দিছ এবং তাবলীগ জামা'আতের বিশিষ্ট নেতা মাওলানা যাকারিয়া বলেন, ২০ রাক'আত তারাবীহ সুনির্দিষ্টভাবে নবী (ছাঃ) থেকে মারফূ' ভাবে প্রমাণিত নেই।[১৩]

৮। আল্লামা শওক নিমভী বলেন, ২০ রাক'আতের রাবী (বর্ণনাকারী) ও হযরত ওমর (রাঃ)-এর মৃত্যুর মাঝে ১০৯

৬. *ছালাতুত তারাবীহ ৭৭ পৃঃ।*
৭. *আল-আরফুশ শাযী ৩০৯ পৃঃ।*
৮. *ফাৎহুল ক্বাদীর ১/২০৫ পৃঃ।*
৯. *নাছবুর রা'য়াহ ২/১৫৩ পৃঃ।*
১০. *ফাৎহু সির্রিল মান্নান লিতা-য়ীদি মাযহাবিন নু'মান ৩২৭ পৃঃ।*
১১. *ফয়যে ক্বাসিমিইয়াহ ১৮ পৃঃ।*
১২. *ফায়যুল বারী, ২/৪২০ পৃঃ।*
১৩. *আওজাযুল মাসা-লিক শারহে মুওয়াত্ত্বা ইমাম মালেক ১/৩৯৭ পৃঃ।*

http://islaminonesite.wordpress.com

বছরের ব্যবধান। অতএব যিনি ওমর (রাঃ)-এর যুগ পাননি, তিনি ওমর (রাঃ)-এর নির্দেশের কথা কিভাবে বলেন? তাও আবার ছহীহ হাদীছের বিপরীতে।

৯। আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী হানাফী বলেন, একথা না মানার কোন উপায়ই নেই যে, নবী (ছাঃ)-এর তারাবীহ আট রাক'আত ছিল।[১৪]

১০। মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী বলেন, হানাফী বিদ্বানদের কথা দ্বারা ২০ রাক'আত তারাবীহ বুঝা যায়। কিন্তু দলীল সমূহ প্রমাণ করে যে, বিতর সহ ১১ রাক'আত তারাবীহ সঠিক।[১৫]

১১। বুখারী শরীফের টীকাকার আল্লামা আহমাদ আলী সাহারানপুরী হানাফী বলেন, রামাযানের তারাবীহ বিতর সহ নবী করীম (ছাঃ) ১১ রাক'আত জামা'আত সহকারে পড়েছিলেন।[১৬]

অতএব ছহীহ হাদীছের প্রমাণ এবং হানাফী বিদ্বানগণের আলোচনা দ্বারা বুঝা গেল যে, বিশ রাক'আত তারাবীহ নবী করীম (ছাঃ) এবং খোলাফায়ে রাশেদীন ও ছাহাবীদের সুন্নাত নয়। বরং ১১ রাক'আত তারাবীহ ছহীহ সুন্নাহ দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত। আল্লাহ আমাদেরকে ছহীহ হাদীছের উপর আমল করার তাওফীক দিন। -আমীন!!

---

১৪. *আল-আরফুশ শাযী ৩০৯ পৃঃ।*
১৫. *মিরকাত ১/১৭৫ পৃঃ।*
১৬. *বুখারী ১৫৪ পৃঃ টীকা নং ৩।*

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

মুক্তির একই পথ — সকল বিধান বাতিল কর
দাওয়াত ও জিহাদ — অহির বিধান কায়েম কর

তাবলীগী ইজতেমা ২০০০

ভাষণ দিবেনঃ আহলেহাদীছ আন্দোলন-এর দেশ ও বিদেশের খ্যাতনামা নেতৃবৃন্দ ও ওলামায়ে কেরাম।

তারিখঃ ১৭ ও ১৮ই ফেব্রুয়ারী, রোজ বৃহস্পতি ও শুক্রবার।

স্থানঃ নওদাপাড়া, রাজশাহী।

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

কেন্দ্রীয় কার্যালয়ঃ আল-মারকাযুল ইসলামী আস্‌সালাফী, নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী।

ফোনঃ (০৭২১) ৭৬০৫২৫, ফোন ও ফ্যাক্সঃ ৭৬১৩৭৮।

বাংলাদেশে দারিদ্র্য বিমোচন ও মানব সম্পদ উন্নয়নে যাকাতের ব্যবহার

*-শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান**

[১]

[দারিদ্র্য মানুষকে কুফরীর দিকে নিয়ে যায়। -আল হাদীছ]

আমাদের দেশে প্রবাদ রয়েছে, 'অভাবে স্বভাব নষ্ট'। তাই সমাজ থেকে দারিদ্র্য দূর করা যরুরী। কিন্তু এজন্যে যেসব বাধা প্রধান সে সবের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সুযোগের অভাব, পুঁজির অভাব, প্রযুক্তি ও প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের অভাব। এছাড়া রয়েছে প্রাকৃতিক দূর্বিপাকের ফলে ফসলহানি, বন্যা, অগ্নিকাণ্ড ও ভূমিকম্পে গৃহহানি, পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তির মৃত্যুতে গোটা পরিবারের ভিক্ষুক হওয়ার অবস্থা। তাছাড়া রয়েছে রোগ-জ্বর-ব্যাধি। দুর্ঘটনায় বিকলাঙ্গ হওয়া বা অসুস্থতায় শারীরিকভাবে পঙ্গু ও অক্ষম হওয়া তো রয়েছেই। ফলে আমাদের বেকারত্ব ও দারিদ্র্যের পরিমাণ দু'টোই বিশ্বের প্রায় শীর্ষস্থানীয়। অথচ বাংলাদেশের অবস্থা এমন হবার কথা নয়। এদেশের ৮৬% লোক মুসলমান। ব্যক্তি জীবনে নিষ্ঠাবান এবং আল্লাহভীরু মুসলমানদের উপর আল্লাহ্‌র তরফ হ'তেই কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্দিষ্ট রয়েছে যা যথারীতি অনুশীলন করলে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে দারিদ্র্য থাকার কথা নয়। ইসলামের সোনালী যুগে তা ছিলও না। বরং ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, জাযিরাতুল আরবে যাকাতের অর্থ নেবার লোক না থাকায় সেই অর্থ নতুন বিজিত দেশসমূহের জনগণের কল্যাণেই ব্যয় হতো।

হালাল পথে আয় ও ব্যয়ের তাগিদ দেওয়ার সাথে সাথে সব ধরনের হারাম উপার্জন ও হারাম পথে ব্যয়কে ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সে কারণেই ইসলামে সুদ-ঘুষ-জুয়া, সব ধরনের ব্যবসায়িক অসাধুতা, চোরাকারবারী, মুনাফাখোরী, কালোবাজারী সবই নিষিদ্ধ। বরং ছাদকাহ-ফিতরা ইত্যাদি ঐচ্ছিক দানের পাশাপাশি যাকাত আদায়কে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সকল ছাহেবে নিছাব ব্যক্তি স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে তার ধন-সম্পদ, ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষি জমির উৎপাদিত পণ্যের উপর যাকাত দেবে এবং রাষ্ট্র তা আদায়ের জন্যে ব্যবস্থা করবে ইসলামে এই বিধান করা হয়েছে। খুলাফায়ে রাশেদার (রাঃ) আমলে বাইতুল মালে যাকাতের অর্থ রাষ্ট্রীয়ভাবেই সংগৃহীত হতো। আজকের দিনে সরকারের কর আদায় দপ্তরে কর্মরত নানা পদবীর লোকদের মত সেদিনও হাসিব আশির আরিফ ক্বায়াল হাফিয সা'য়ী কাতিব ক্বাসাম ইত্যাদি পদের আট শ্রেণীর লোক কর্মরত ছিল। এদের মাধ্যমে যাকাতের অর্থ, কৃষি পণ্য, গবাদি পশু সংগৃহীত সংরক্ষিত

http://islaminonesite.wordpress.com

প্রতিপালিত বন্টিত হতো, দূরবর্তী প্রাপকদের কাছে পৌঁছে দেয়া হতো। ছাহেবে নিছাব লোকদের শুমারী হতো এবং যাকাত প্রাপক লোকদের তালিকা তৈরী করা হতো। হযরত আবু বকর (রাঃ) ঘোষণা করেছিলেন- 'উট বাঁধার রশি পরিমাণ যাকাতও যদি আদায় করতে কেউ অস্বীকার করে তাহ'লে তার বিরুদ্ধেই জিহাদ ঘোষণা করা হবে'।

এ অবস্থার পরিবর্তন হ'তে শুরু করে যখন থেকে উমাইয়া ও আব্বাসীয় শাসকবর্গ মহান খলীফাদের পরিবর্তে ইসলাম পূর্ব যুগের রাজা-বাদশাহদের মতোই আচরণ করতে শুরু করলো। ভোগ-বিলাসে তারা গা ভাসিয়ে দিলো এবং বাইতুল মালকে ব্যক্তিগত ধনাগার হিসাবে ব্যবহার করতে থাকলো। তাদের ব্যক্তি জীবন ও পারিবারিক জীবন-আচরণে ইসলামের শিক্ষা নিষ্প্রভ হয়ে গেলো। ফলে সাধারণ মুসলমানরা তাদের উপর আস্থা হারিয়ে ফেললো এবং যাকাতের অর্থ বাইতুল মালে জমা দেয়ার পরিবর্তে নিজেরাই তা হকদারদের মধ্যে বিতরণ করা সমীচিন মনে করলো। সেই ধারায় দীর্ঘ কয়েক শতাব্দীতে আর কোন পরিবর্তন আসেনি।

বর্তমান শতাব্দীর মাঝামাঝি বিশ্বব্যাপী ইসলামী পুনর্জাগরণের আন্দোলন শুরু হয়। এরই ফলশ্রুতিতে দেশে দেশে ইসলামী জীবনবিধান বাস্তবায়নের জন্যেও উদ্যোগ গৃহীত হ'তে থাকে। এজন্যেই সৌদী আরব, ইয়েমেন, কুয়েত, পাকিস্তান ও সুদানে রাষ্ট্রীয়ভাবে যাকাত আদায় ও তা বিলি-বন্টনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। মালয়েশিয়াতেও সীমিত পরিসরে কিছু ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। তবে অন্যান্য মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্রে যাকাত আদায় ও বিলি-বন্টন এখনও ব্যক্তির স্বেচ্ছাধীন। ফলে বহু লোক যেমন সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যাকাত আদায় করে না, তেমনি যাকাতের সুষ্ঠু ও পরিকল্পিত বিতরণ না হওয়ার ফলে বিগত শত শত বছরে মুসলমানদের সমাজে দারিদ্র্য অনুপ্রবেশ করেছে। এর কষাঘাতে তাদের জীবন বিপন্ন। এই সুযোগে এনজিও গোষ্ঠী ত্রাতার ভূমিকায় নেমেছে। এদের গূঢ় লক্ষ্য দারিদ্র্যকে দীর্ঘজীবী করে শোষণকে আরও ব্যাপক ও দৃঢ়মূল করা। এদের কর্মপ্রয়াস নিয়ে প্রচুর সমীক্ষা হয়েছে এবং সেসবে যে চিত্র পাওয়া গেছে তা রীতিমতো ভয়াবহ। বাংলাদেশে এনজিওদের বহুল প্রচারিত মাইক্রো ক্রেডিটের সাফল্য ও ফলপ্রসূতা এবং দারিদ্র্য বিমোচনে তাদের ভূমিকা নিয়ে তাদের পৃষ্ঠপোষক দাতাসংস্থাসমূহ প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছে। সুইডিশ সাহায্য সংস্থা (SIDA) তাদের সম্প্রতি প্রকাশিত সমীক্ষা রিপোর্ট "Ending Poverty? The Experience of Nordic Support IRWP/RSP in Bangladesh"-এ একে অন্তঃসারশূন্য Banking buble আখ্যায়িত করে গ্রামীণ অর্থনীতিতে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মহলকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছে। এদেশে এনজিওরা এখন দারিদ্র্য বিমোচনের পরিবর্তে কার্যতঃ দারিদ্র্যের চাষ করছে। তাই ঋণ গ্রহীতারা কিছুতেই ঋণের গোলক ধাঁধাঁ হ'তে বেরিয়ে আসতে পারছে না।

[২]

বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর ৬০%-এর বেশী দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করে। এদের দারিদ্র্য বিমোচনের জন্যে সরকারের গৃহীত কর্মসূচী যেমন কোনক্রমেই স্বয়ংসম্পূর্ণ হ'তে পারে না, তেমনি এ কাজ বিদেশী সাহায্যপুষ্ট এনজিওদের উপর ফেলে রাখা যায় না। সমকালীন সুদী ব্যাংক ব্যবস্থা বেকার, দুঃস্থ ও গরীব জনগণকে কর্মসংস্থানের জন্যে সত্যিকার কোন সাহায্য করতে অপারগ। কোলেট্যারাল বা জামানত ছাড়া তারা ঋণ দেয়না। যেসব বেকার যুবক, দুঃস্থ মহিলা, বিকলাঙ্গ মানুষ সমাজের জন্যে দায়, যারা নিজেদেরকে অন্যের গলগ্রহ মনে করে সদা সর্বদা মানসিকভাবে সংকুচিত থাকে, তাদের অবস্থার উন্নতিকল্পে সমকালীন সুদী ব্যাংক ব্যবস্থার কোন অবদান নেই। গ্রামীণ ব্যাংক অবশ্য প্রথাসিদ্ধ ব্যাংক নয়। কাজেই এর কার্যক্রম বর্তমান আলোচনার আওতাভুক্ত হ'তে পারে না।

সমাজকে গভীরভাবে নিরীক্ষণ করলে দেখা যাবে যখনই ব্যক্তি নিজ উদ্যোগে কাজে নিয়োজিত হ'তে পেরেছে, নিজের চেষ্টায় রুটি-রুযীর ব্যবস্থা করতে পেরেছে তখন শুধু তারই পারিবারিক উন্নতি হয়নি, গোটা সমাজের চেহারাও বদলাতে শুরু করেছে। কিন্তু এদের সহায়তা করার জন্যে সুদী ব্যাংকগুলোর কোন উদ্যোগ নেয়া সঙ্গতঃ কারণেই সম্ভব নয়। উপরন্তু সুদের ভিত্তিতে সাহায্যের হাত বাড়িয়েছে যেসব এনজিও তারাও এই দারিদ্র্য দূর করতে তো পারেইনি, বরং এর পরিধি আরও বাড়িয়ে তুলেছে।

সমাজের যে বিপুল সংখ্যক লোক কর্মজীবী হ'লে দেশের সার্বিক উন্নয়নের গতিধারা সচল হয়, কীনসের ভাষায় পূর্ণকর্মসংস্থান মাত্রা অর্জিত হয়, সেই স্তরে পৌঁছুতে হ'লে দরকার একটা Big push বা প্রবল ধাক্কা। সুদী ব্যাংকগুলো এই ধাক্কা দিতে কখনই সমর্থ নয়। বরং তারা যদি কখনও উদ্যোগ নেয়ও পরিণামে শুরু হয়ে যায় ব্যবসায় চক্র বা Buisiness cycle যা অর্থনীতির জন্যে খুবই অশুভ। তাই যদি বিনা সুদে বা কোনও রকম মুনাফা/লাভের অংশ দাবী না করে কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেয়া যায়, কাজের বা উৎপাদনের উপকরণ সরবরাহ করা যায় তাহ'লে সমাজে যে ধনাত্মক পরিবর্তন সূচিত হয় তার চেইন রিঅ্যাকশন চলে দীর্ঘদিন ধরে। এক্ষেত্রে লাভের গুড় পিঁপড়েয় খায় না বলে উদ্যোক্তারা প্রকৃত অর্থেই স্বাবলম্বী হ'তে পারে।

প্রশ্ন করা যায়- এনজিওরা কাদের সাহায্য করছে? এদের

http://islaminonesite.wordpress.com

টার্গেট গ্রুপের মধ্যে কারা অন্তর্ভুক্ত? এদের আদায়কৃত সুদের প্রকৃত শতকরা হার কত? ঋণগ্রহীতারা ঋণের গোলকধাঁধা হ'তে বেরিয়ে আসতে পারছে না কেন? গ্রামাঞ্চলে পরিবার কাঠামোয় ধ্বস নেমেছে কেন? এসব প্রশ্নের উত্তর চাওয়া হচ্ছে না বা খোঁজা হচ্ছে না বলেই এরা ক্রমেই ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর মতোই আমাদের ঘাড়ে সওয়ার হয়ে বসছে। দেশের যারা সত্যিকার দরিদ্র্য অর্থাৎ Hardcore poor তাদের উন্নয়নের জন্য এনজিওরা কখনই এগিয়ে আসেনি। বরং পারিবারিকভাবে যাদের অন্ততঃ ১.০-১.৫ বিঘা জমি রয়েছে, মাছ চাষের ডোবা/পুকুর রয়েছে অথবা কাজের সুযোগ ও সামর্থ্য রয়েছে তাদেরকেই এরা ঋণ দেয়। এর বিপরীতে যাকাতের অর্থ ব্যবহার করে সত্যিকার অর্থেই যারা হত দরিত্র বা Hardcore poor তাদের অবস্থা পরিবর্তনের চেষ্টা করাই হবে প্রকৃত অর্থে সমাজকল্যাণ। এজন্যে বিত্তহীন মহিলা, ভূমিহীন কৃষক, নিরক্ষর যুবক, দুঃস্থ মাতা, সম্বলহীন বৃদ্ধ, রুগ্ন ও দুর্বল শিশু, শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত কিশোর-কিশোরীদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। এরাই হলো মানব উন্নয়নের যথার্থ টার্গেট গ্রুপ।

[৩]

এই টার্গেট গ্রুপের উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের প্রকৃত উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের জন্যে ইসলামের যাকাত ও উশর এক পরীক্ষিত উপায়। প্রশ্ন উঠতে পারে- বাংলাদেশের মতো দরিদ্র্য দেশে যাকাত ও উশরের মাধ্যমে কত টাকাই বা আদায় হ'তে পারে? এ প্রসঙ্গে সঠিক ধারণার জন্যে নিচে উল্লেখিত বিষয়গুলোর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়।

যাকাতঃ

(ক) বেসরকারী এক হিসাব মতে এদেশে এখন রাজধানী শহর হ'তে শুরু করে গুরুত্বপূর্ণ গঞ্জ/বাণিজ্যিক এলাকাতে যেসব কোটিপতি বাস করে তাদের সংখ্যা ১০,০০০ ছাড়িয়ে যাবে। এদের মধ্যে অন্ততঃ ১০০ জন ১০০ কোটি টাকা বা তারও বেশী অর্থের মালিক। এরা সকলেই তাদের সঞ্চিত সম্পদ, মজুত অর্থ ও বিভিন্ন ধরনের কারবারের সঠিকভাবে যাকাত হিসাব করলে এবং প্রতিজন গড়ে টাঃ ২.৫০ লক্ষ হিসাবে যাকাত আদায় করলে ন্যূনতম বার্ষিক ২৫০ কোটি টাকা যাকাত আদায় হ'তে পারে।

(খ) এদেশের ব্যাংক ও বীমা সেক্টর হ'তে যে পরিমাণ অর্থ যাকাত হিসাবে আদায় হ'তে পারে তা কখনও খতিয়ে দেখা হয়নি। উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টা বোঝা যেতে পারে। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড ১৯৯৭ সালে যাকাত আদায় করেছে প্রায় আড়াই কোটি টাকা। দেশে চালু অর্থ হ'তে সমগ্র ব্যাংক ব্যবস্থায় যে নগদ টাকা জমা হয় এবং ব্যাংকগুলি তা অর্থনৈতিক কার্যক্রমে ব্যবহার করে তার মধ্যে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ -এর অংশ মাত্র ০.৪% (অর্থাৎ প্রতি টাকাঃ ১,০০০-তে টাঃ ৪/- মাত্র)। এই ০.৪% অর্থ কাজে লাগিয়েই যদি ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ-কে টাঃ ২.৩২ কোটি যাকাত দিতে হয়ে থাকে তাহ'লে সমগ্র ব্যাংক ব্যবস্থা মিলে হিসাব মতো ৫৮০ কোটি টাকা যাকাত দেবার কথা।

(গ) যেসব ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও কলকারখানা সরকারকে আয়কর দিয়ে থাকে শরীয়াহ মুতাবিক তাদের সকলের যাকাত আদায় করা প্রয়োজন। এরা সঠিকভাবে যাকাত আদায় করলে কমপক্ষে ১০০ কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে।

(ঘ) যারা আয়কর দিয়ে থাকে তারা সকলেই ছাহেবে নিছাব। এদের মধ্যে মুষ্টিমেয় লোক ব্যক্তিগতভাবে যাকাত আদায় করে থাকে। কিন্তু সকলে সঠিক হিসাব মুতাবিক যাকাত আদায় করলে তার পরিমাণ শত কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে।

(ঙ) যেসব কোম্পানী (ঔষধ রসায়ন জ্বালানি প্রকৌশল খাদ্য বস্ত্র গার্মেন্টিস সিরামিক সিমেন্ট নির্মাণ ইত্যাদি) সরকারকে আয়কর দেয় তাদেরও যাকাত দেয়া উচিত। দেশের বিদ্যমান আইনে এই বাধ্যবাধকতা নেই। এরা যাকাত আদায় করলে তার পরিমাণ ১০০ কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে বলে অভিজ্ঞ মহলের হিসাব।

(চ) যারা সরকারের বিভিন্ন ধরনের মেয়াদী সঞ্চয়পত্র কিনে রেখেছেন, যারা ব্যাংকে ফিক্সড ডিপোজিটে টাকা জমা রেখেছেন ও বিভিন্ন কোম্পানীর শেয়ার কিনেছেন, আইসিবির ইউনিট ফান্ড ও মিউচ্যুয়াল ফান্ডের সার্টিফিকেট কিনেছেন, যেসব মহিলা ব্যাংকের লকারে স্বর্ণ অলংকার রাখেন তারাও শরীয়াহ অনুসারে যাকাত আদায়ে বাধ্য। কিন্তু কিছু উজ্জ্বল ব্যতিক্রম ছাড়া এদের অধিকাংশই যাকাত আদায় করেন না। এ খাত হ'তে বছরে কমপক্ষে ১,০০০ কোটি টাকা যাকাত আদায় হ'তে পারে।

(ছ) বহু ছোট ব্যবসায়ী, আড়ৎদার, হোটেল মালিক, ঠিকাদার সরকারের ভ্যাটের অন্তর্ভুক্ত নয়। বিশেষতঃ শহরতলী ও মফঃস্বল এলাকায় এসব স্বচ্ছল ব্যক্তির মধ্যে যাকাত দেবার কোন উদ্যোগ সাধারণতঃ দেখা যায় না। এসব ব্যক্তির অধিকাংশই ছাহেবে নিছাব। এছাড়া পরিবহন ব্যবসা, ইটের ভাটা, হিমাগার, কনসালটিং ফার্ম, ক্লিনিক, বিভিন্ন সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠানও যাকাতের আওতাভুক্ত। এদের মোট যাকাতের পরিমাণ বার্ষিক শত কোটি টাকা হওয়া মোটেই অসম্ভব নয়।

ভিন্নভাবেও মোট আদায়যোগ্য যাকাতের হিসাব উপস্থাপন করা যায়। বরং সেটিই হবে অধিকতর যুক্তিযুক্ত ও সঠিক। বিভিন্ন তফশিলী ব্যাংকে যেসব মেয়াদী সঞ্চয় রয়েছে তা থেকে সাধারণতঃ যে পরিমাণ অর্থ উত্তোলন করা হয় তার

http://islaminonesite.wordpress.com

চেয়ে বেশী জমা রাখা হয়। বাংলাদেশে ১৯৯৩-৯৪-এর তুলনায় ১৯৯৪-৯৫ সালে পূর্ববর্তী বছরের চেয়ে এই সঞ্চয় বৃদ্ধি পেয়েছে ১৫%। ১৯৯৫-৯৬ সালে এর বৃদ্ধি পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ৭.৫৬%। এছাড়া পোষ্টাল সেভিংস ব্যাংকসহ সরকারের নানা ধরনের সঞ্চয় স্কীমেও বিদেশে কর্মরত লোকদের অর্থসহ হাযার হাযার কোটি টাকা দীর্ঘমেয়াদী সঞ্চয় হিসাবে জমা থাকে। এই সমুদয় অর্থেরই যাকাত পরিশোধিতব্য।

বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ ব্যুরো অব স্ট্যাটিসটিক্স প্রকাশিত Statistical Yearbook of Bangladesh-এর তথ্য অনুসারে ১৯৯৫-৯৬ সালে দেশে মেয়াদী সঞ্চয়ের পরিমাণ ছিল নিম্নরূপঃ

(ক) তফশিলী ব্যাংকসমূহে মেয়াদী সঞ্চয় টাঃ ৩১,২৩১,১৭ কোটি।

(খ) পোষ্টাল সেভিংস ব্যাংকে নীট মেয়াদী সঞ্চয় টাঃ ৬,৩২১,৪৭ কোটি।

(গ) সরকারের বিভিন্ন সঞ্চয় প্রকল্পে ১৯৯১-৯৬ সালে নীট জমা টাঃ ৬৬,৬০৮,৪০ কোটি যা থেকে গড়ে ২০% হারে উত্তোলন বাদ দিলে দাঁড়ায় টাঃ ৫২,২৮৬,৮০ কোটি

সর্বমোট = টাঃ ৯০,৮৩৯,৪৪ কোটি

এ অর্থের যাকাত দাঁড়ায় প্রায় ২,২৭১ কোটি টাকা।

উশরঃ

যেসব কৃষি জমির মালিকের নিছাব পরিমাণ ফসল (প্রতি মৌসুমে ফসল পিছু ন্যূনতম উৎপাদন ত্রিশ মণ*) হয় তাদের মধ্যে কতিপয় উজ্জ্বল ব্যতিক্রম ছাড়া অন্যান্যরা ফসলের উশর আদায় করে না। বাংলাদেশের ভূমি মালিকানার দিকে তাকালে দেখা যাবে সমগ্র উত্তর অঞ্চল তো বটেই, দক্ষিণ ও পূর্ব অঞ্চলেও চাষাধীন জমির বৃহৎ অংশের মালিক মোট কৃষকের ১৭% - ২০%। অথচ এরা ফসলের উশর আদায় করে না। এদেশের ছাহেবে নিছাব পরিমাণ ফসলের অধিকারী জমির মালিক নিজ উদ্যোগেই যদি উশর আদায় করতো তাহ'লে এর পরিমাণ কম করে হলেও ১,০০০ কোটি টাকার বেশী হতো।

উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টা স্পষ্ট করা যায়। বাংলাদেশে গড়ে ২ কোটি ৪৫ লক্ষ একর জমিতে ধান চাষ হচ্ছে। এর মধ্যে সেচ দেয়া হয় গড়ে ৬৭ লক্ষ একর জমিতে যা চাষকৃত জমির ২৭.৩০%। বিগত ১৯৯৩-৯৭ সালে এদেশে ধান উৎপাদনের গড় পরিমাণ ছিল ১ কোটি ৭৫ লক্ষ মেট্রিক টন। এ থেকে সেচকৃত জমির অংশ বাদ দিলে উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়ায় ১ কোটি ২৭.২৩ লক্ষ মেট্রিক টন। এর মধ্যে থেকে ক্ষুদে ও প্রান্তিক মালিক চাষী (৪০%) এবং মাঝারী চাষীদের অর্ধেককেও (২০%) যদি বাদ দেয়া যায় তাহ'লে বাকীদের কাছ থেকে উশর আদায়যোগ্য ফসলের পরিমাণ দাঁড়াবে ৫০ লক্ষ ৮৯ হাযার মেট্রিক টন। প্রতি মেট্রিক টন চাউলের দাম টাঃ ১৫,০০০/= হিসাবে ধরলে এ থেকে উশর আদায় হবে ৭৬৩ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা (মূল্যের ১০% হারে)। একইভাবে সেচকৃত জমির উৎপাদন হতে পূর্বে উল্লেখিত শ্রেণীর কৃষকদের অংশ বাদ দেয়া হলে উশর আদায়যোগ্য ফসলের পরিমাণ দাঁড়াবে ১৯ লক্ষ ১১ হাযার মেট্রিকটন। পূর্বে উল্লেখিত মূল্যে এক্ষেত্রে উশরের পরিমাণ দাড়াবে ১৪৩ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা (মূল্যের ৫% বা উশরের অর্ধেক হারে)। ফলে সেচবিহীন ও সেচকৃত জমির ধানের আদায়যোগ্য উশরের পরিমাণ দাঁড়াবে সর্বমোট ৯০৬ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা। এছাড়া গম আলু আখ প্রভৃতি ফসলের উশর আদায় করলে এ পরিমাণ যে উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যাবে তা বলা বাহুল্য।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, যাকাত আদায় ও তা বন্টনের শরয়ী হুকুম সম্পর্কে এদেশের ইসলামপ্রিয় জনগণের মধ্যে কিছুটা হ'লেও ধারণা রয়েছে। কিন্তু উশর সম্বন্ধে তা একেবারেই নেই একথা বেশ জোর দিয়েই বলা যায়। বরং উশর আদায়ের জন্যে উদ্যোগ গ্রহণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা আসবে বিত্তশালী জোতদার ও গ্রামীণ মহাজনদের কাছ থেকেই। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, উপমহাদেশের অন্যতম মুজাদ্দিদ ইসলামী আন্দোলনের সিপাহসালার শহীদ সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীর উদ্দেশ্যে তাঁর হন্তারকের নিষ্ঠুর মন্তব্য ছিল 'এখন তোমার উশর বুঝে পেয়েছো তো মৌলানা?' এথেকেই বোঝা যায় তাঁর উশর আদায়ের আন্দোলনকে সেকালের ধনী জমিদার ও জোতদার মুসলমানরা কিভাবে গ্রহণ করেছিল।

সুতরাং, দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশে সব ধরনের উৎস মিলিয়ে প্রতি বছর তিন হাযার কোটি টাকার বেশী যাকাত আদায় হওয়া মোটেই অসম্ভব নয়। তবে দু'টি শর্ত অবশ্যই পালনীয়। নাহলে এই অর্থ আদায় যেমন সম্ভব হবে না, তেমনি এথেকে কাঙ্খিত সুফল লাভ করা যাবে না। প্রথমতঃ রাষ্ট্রের পক্ষ থেকেই যাকাত আদায়ে যথাযথ উদ্যোগ নিতে হবে। এজন্যে শরীয়াহর বিধানসমূহ জনসাধারণকে অবহিত করতে হবে। একই সঙ্গে অন্যান্য কর আদায়ে সরকার যেমন কঠোর ও আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকেন এক্ষেত্রেও তা হুবহু অনুসরণ করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ আদায়কৃত অর্থ ব্যবহারের জন্যে সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা থাকতে হবে। দারিদ্র্য দূরীকরণের উদ্দেশ্যেই শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ এবং পুনর্বাসন ও কর্মসংস্থানের পদক্ষেপ নেয়া বাঞ্ছনীয়। বহু লোককে অপরিকল্পিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাহায্য করার পরিবর্তে উপযুক্ত কৌশল হলো একেকজন ব্যক্তিকে স্বাবলম্বী হওয়ার মত পর্যাপ্ত সাহায্য করা। হাদীছেও এ ব্যাপারে যথেষ্ট তাগিদ রয়েছে।

[চলবে]

---

* *এ মাপটি ইরাকী হিসাবের। হিজাযী মাপ অনুযায়ী এর ওযন হবে ১৯ মণ ১২ সেরের কাছাকাছি বা ৭১৭ কেজি। হিজাযী মাপই সঠিক ও যুক্তিযুক্ত (ইউসুফ কারযাভী)।- সম্পাদক।*

http://islaminonesite.wordpress.com

মনীষী চরিত

মুহাম্মাদ নাছেরুদ্দীন আলবানী

-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

মুহাম্মাদ নাছেরুদ্দীন আলবানী একটি নাম একটি ইতিহাস। জীবনের শুরুতে স্বদেশ ত্যাগ অতঃপর মাযহাব ত্যাগ অতঃপর পিতা ও পিতৃসংসার ত্যাগের মাধ্যমে প্রথম যৌবনেই যে বিপ্লব তাঁর জীবনে সূচিত হয়, স্বীয় নগরী, দেশ ও মধ্যপ্রাচ্য পেরিয়ে সাগর-মহাসাগর ও মহাদেশের সীমানা ছাড়িয়ে সারা বিশ্বের কোনায় কোনায় তা পৌঁছে দিয়ে আল্লাহ্র ডাকে তিনি সাড়া দিয়েছেন গত ২রা অক্টোবর '৯৯ শনিবার আম্মানের স্বগৃহে ৮৬ বছরের পরিণত বয়সে। ১৯৯৯ সালকে মুসলিম উম্মাহ্র জন্য 'দুঃখের বছর' বলা যেতে পারে। কেননা এ বছরেই একে একে বিদায় নিয়েছেন মুসলিম বিশ্বের ইলমী জগতের সেরা মনীষীবৃন্দ। এ বছরেই বিদায় নিয়েছেন শায়খ ওমর মুহাম্মাদ ফালা-তাহ, শায়খ আত্বিয়াহ মালেক, শায়খ মাহমূদ যারক্বা, শায়খ আলী ত্বানত্বাভী, শায়খ আবদুল আযীয বিন আবদুল্লাহ বিন বায ও অবশেষে শায়খ মুহাম্মাদ নাছেরুদ্দীন আলবানী (রাহেমাহুমুল্লা-হু)।

জন্ম ও হিজরতঃ

নাম আবু আবদুর রহমান মুহাম্মাদ নাছেরুদ্দীন বিন নূহ বিন আদম নাজাতী আল-আলবানী। ইউরোপ মহাদেশের মুসলিম অধ্যুষিত দেশ আলবেনিয়ার 'এশকুদারাহ' নগরীতে ১৩৩৩ হিজরী মোতাবেক ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা নূহ বিন আদম খ্যাতনামা হানাফী আলেম ছিলেন ও নগরীর একটি মসজিদের ইমাম ছিলেন। যিনি ওছমানীয় খেলাফতের রাজধানী ইস্তাম্বুলের একটি প্রসিদ্ধ ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ফারেগ হন। দামেস্ক ও শাম দেশের ফযীলতের উপরে কিছু হাদীছ জানতে পেরে তিনি আলবেনিয়া থেকে ১৯২২ সালে সিরিয়াতে হিজরত করেন এবং রাজধানী দামেস্কের বিখ্যাত উমাইয়া মসজিদের নিকটে বসতি স্থাপন করেন। তখন আলবানীর বয়স মাত্র ৯ বছরের কাছাকাছি।

শিক্ষাঃ

আলবানী যখন দামেস্কে আসেন, তখন তিনি আরবী বর্ণমালা পর্যন্ত চিনতেন না। তিনি স্বীয় আত্মজীবনীতে বলেন যে, সম্ভবতঃ আমার আব্বা আরবী ভাষা শিক্ষাকে তেমন গুরুত্ব দেননি। যদিও তিনি একটি মসজিদের ইমাম ছিলেন।

এখানে এসে তিনি একটি 'দাতব্য এম্বুলেন্স সংস্থা'র উদ্যোগে পরিচালিত স্কুলে ভর্তি হন। আরবী ভাষা যার মূল বিষয়বস্তু ছিল। তিনি এক বছরেই ১ম ও ২য় ক্লাস শেষ করেন এবং সাথীদের ডিঙিয়ে চার বছরেই প্রাথমিক শিক্ষার স্তর পার হন। উস্তাদ যখন কোন আরবী কবিতার এ'রাব ও ব্যাকরণ বিষয়ে প্রশ্ন করতেন এবং সকলের শেষে আলবানীর নিকট থেকে সঠিক জওয়াব পেয়ে যেতেন, তখন তিনি ও ছাত্র বন্ধুরা বলে উঠত 'আজমী (অনারব) সিরীয়দের চেয়ে ভাল'। এভাবে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে গিয়ে তাঁর লেখাপড়া বন্ধ হ'য়ে যায়। কেননা তাঁর পিতা চাইতেন যে, তাঁর পুত্র হানাফী ফিকহে ব্যুৎপত্তি লাভ করুক। কিন্তু তখন হানাফী ফিকহ পড়ার জন্য উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের কোন ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সিরিয়াতে ছিলনা। ফলে তিনি স্বীয় পিতার নিকটেই হানাফী ফিকহে তা'লীম নিতে থাকেন। এসময় তিনি 'মারা-ক্বিল ফালাহ' পাঠ করার সাথে সাথে নাহু ও বালাগাতের কিতাব সমূহ অধ্যয়ন করেন। শহরের বিখ্যাত উমাইয়া মসজিদের ইমাম ছূফী সাঈদ বুরহানীর নিকটে তিনি আরবী ব্যাকরণ ছরফ ও নাহুর বিশেষ পাঠ গ্রহণ করেন। একই সময়ে তিনি পিতার নিকটে তাজবীদের পাঠসহ পবিত্র কুরআন হেফয করেন। শিক্ষা গ্রহণের মধ্যেই তিনি স্বীয় পিতার ঘড়ি মেরামতের দোকানে কাজ করতেন।

মোড় পরিবর্তনকারী ঘটনাঃ

শায়খ আলবানী বলেন, পিতার দোকানে কাজ করার ফাঁকে ফাঁকে আমি নিকটবর্তী উমাইয়া মসজিদে ফিকহ বিষয়ক দরস শুনতাম। এই সময় মসজিদের পাশেই আলী মিসরী নামক জনৈক ব্যক্তি বিভিন্ন ধর্মীয় বই ও পত্রিকা বিক্রি করত। আমি তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করি এবং তার অনুমতিক্রমে বই ও পত্রিকা সমূহ পড়তে থাকি। একদিন খ্যাতনামা মিসরীয় পণ্ডিত সৈয়দ রশীদ রিযা সম্পাদিত 'আল-মানার' পত্রিকাটি আমার নযরে পড়ল। সেখানে ইমাম গাযযালী (রহঃ)-এর বিশ্ববিশ্রুত গ্রন্থ 'এহ্ইয়া-উ উলূমিদ্দীন' কিতাবের সমালোচনায় একটি নিবন্ধ দেখলাম। যার মধ্যে তাঁর ছূফীতত্ত্ব ও তাঁর গৃহীত যঈফ হাদীছ সমূহের সমালোচনা স্থান পেয়েছে। সেখানে শায়খ যয়নুদ্দীন ইরাকীর একটি মূল্যবান গ্রন্থের আলোচনা রয়েছে, যাতে যঈফ হাদীছ সমূহের তাখরীজ করা হয়েছে। তখন আমি বিভিন্ন বই ব্যবসায়ীর নিকটে উক্ত কিতাবটি খুঁজতে শুরু করলাম। দেখলাম যে, কিতাবটি বড় বড় চার ভলিউমে সমাপ্ত এবং দাম অত্যন্ত বেশী। ফলে কিনতে অপারগ হওয়ায় মালিককে অনুনয়-বিনয় করে কিতাবখানা পড়তে নিলাম। এতেই আমি দারুন খুশী হ'লাম। আব্বা যখন দোকানে থাকতেন না, তখন আমি কিতাবটি নকল করতাম। এভাবে পূরা কিতাব আমি লিখে ফেললাম।

http://islaminonesite.wordpress.com

এসময় আমার বয়স ছিল ১৮ বছর।

স্বাভাবিকভাবেই কিতাবখানা ছিল অত্যন্ত মূল্যবান ও গভীর আলংকরিক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। ফলে আমার পক্ষে তার মর্মোদ্ধার কষ্টকর হ'লে আব্বার ব্যক্তিগত পাঠাগারে রক্ষিত আরবী ভাষার কিতাবসমূহের সাহায্য নিতাম। এখান থেকেই হাদীছ শাস্ত্রের প্রতি আমার আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়। আর এটা ছিল আল্লাহ্রই খাছ অনুগ্রহ এবং মাসিক 'আল-মানার' পত্রিকার অবদান। ফালিল্লা-হিল হাম্দ।

পিতার সাথে বিরোধঃ

ইলমে হাদীছে মনোনিবেশ করার ফলে হানাফী ফিকহের বহু মাসআলায় পিতার সঙ্গে তাঁর বিরোধ সৃষ্টি হয়। তিনি হাদীছকে ফিকহের উপরে স্থান দিতে চাইলে পিতা সেকথা একেবারে উড়িয়ে দিতেন। আলবানী বলেন, আমার পিতা দামেস্কের উমাইয়া মসজিদে ছালাত আদায়ের জন্য খুবই ব্যগ্র থাকতেন। কেননা তিনি হাদীছ শুনেছিলেন যে, ঐ মসজিদে ছালাত আদায়ে অন্য মসজিদে ৭০ হাযার ছালাতের সমপরিমাণ নেকী পাওয়া যায়। আমি ইবনু আসাকির-এর ১৭ ভলিউমের বিশাল গ্রন্থ 'তারীখু দিমাশ্ক্ব' অধ্যয়ন করে হাদীছটি পেয়ে গেলাম। দেখলাম যে, হাদীছটি মু'যাল, যা যঈফ। এটাও দেখলাম যে, ঐ মসজিদে হযরত ইয়াহ্ইয়া (আঃ)-এর কবর রয়েছে। অতএব ঐ মসজিদে ছালাত আদায় করা জায়েয নয়'। কথাটি আমি পিতাকে এবং উস্তাদ শায়খ বুরহানীকে জানালাম। তিনি আমার নিকটে দলীল চাইলেন। তখন আমি তিন পৃষ্ঠাব্যাপী দলীলসহ বিষয়টি লিখে তাঁকে দিলাম। সেগুলো পাঠ করে শায়খ আমাকে বললেন, ঈদের পরে তোমাকে জবাব দেব'। অতঃপর ঈদের পরে তিনি জওয়াব দিলেন যে, যে সমস্ত কিতাবের উপরে ভিত্তি করে তুমি এটা লিখেছ, ঐ সমস্ত কিতাব হানাফীদের নিকটে নির্ভরযোগ্য নয়। অতএব তোমার আলোচনা ভেস্তে গেছে। ওগুলির কোন মূল্য নেই। অতঃপর তিনি আমাকে জোরালো তাকীদ দিয়ে বললেন, 'হানাফী বিদ্বানদের কথাই কেবল নির্ভরযোগ্য, হাদীছ নয়'। এই সময় আমি আমার تحذير الساجد عن اتخاذ القبور مساجد 'কবরকে মসজিদ হিসাবে গ্রহণকারী আবেদের জন্য হুঁশিয়ারী' নামক গ্রন্থটির ভিত্তি রচনা করি'। এই দিনের পরে আমি কোনদিন উক্ত মসজিদে আর ছালাত আদায় করিনি। পিতা এবিষয়ে আমাকে কোনদিন কিছু বলেননি।

এই সময় আরেকটি ঘটনা ঘটে। দামেস্ক মহানগরীতে 'মসজিদে তওবা' নামে আরেকটি মসজিদ আছে। যেখানে দু'টি মেহরাব ও দু'টি মেম্বর রয়েছে। একটি হানাফীদের ও অন্যটি শাফেঈদের। আমার উস্তাদ ছূফী সাঈদ বুরহানী হানাফীদের ইমামতি করতেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে আমার পিতা ইমামতি করতেন। এই সময় যেলা প্রশাসক আদেশ জারি করেন যে, 'শাফেঈদের জামা'আত হানাফীদের পূর্বে হবে'। আমি দেখলাম যে, একই স্থানে দ্বিতীয় জামা'আত জায়েয নয়। সেকারণ আমি প্রথম জামা'আতে শাফেঈদের পিছনে ছালাত আদায় করলাম। এতে আমার আব্বা দারুন ক্ষিপ্ত হ'লেন। এক পর্যায়ে তিনি আমাকে হানাফীদের দ্বিতীয় জামা'আতে তাঁর পরিবর্তে ইমামতি করার প্রস্তাব দিলেন। কিন্তু আমি তা প্রত্যাখ্যান করলাম।

পিতার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদঃ

একদিন রাতের খাবার খাওয়ার সময় পিতা আমাকে বললেন, 'হয় তুমি আমার মাযহাব অনুযায়ী চলবে, নয় পৃথক হয়ে যাবে'। আমি তাঁর নিকট থেকে তিন দিনের সময় চেয়ে নিলাম। অবশেষে আমি তাঁকে বললাম যে, 'আপনার থেকে দূরে থাকাই আমি শ্রেয় মনে করি। যাতে আপনার কোন মনোকষ্ট না হয়। অতঃপর আমি তাঁর নিকট থেকে বের হ'য়ে আসি। তখন আমার নিকটে কয়েকটি খুচরা পয়সা (দিরহাম) ছাড়া আর কিছুই ছিলনা।

কর্মজীবনে আলবানীঃ

পিতার নিকট থেকে বের হ'য়ে আলবানী স্বীয় বন্ধু-বান্ধবের নিকট থেকে ধার নিয়ে একটি ঘড়ি মেরামতের দোকান দেশ। তখন তাঁর বয়স ২০ বছর অতিক্রম করেনি। ২২ বছর বয়সে তিনি তাখরীজে হাদীছের উপরে প্রথম গ্রন্থ রচনা করেন। অতঃপর এই সময় তিনি পিতা হ'তে দূরে থেকেই বিবাহ করেন ও পৃথক পারিবারিক জীবন শুরু করেন। তিনি বলেন যে, 'পিতার মাযহাবের উপরে হাদীছকে অগ্রাধিকার দানের মাধ্যমে আমি পিতার অবাধ্যতা করিনি। বরং সঠিক কাজই করেছিলাম। আর এটা ছিল আল্লাহ্র রহমতের পরে 'আল-মানার' পত্রিকার বিশেষ অবদান।

১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে তিনি দামেস্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের শরীয়া ফ্যাকাল্টির গৃহীত 'ইসলামী ফিকহ বিষয়ক বিশ্বকোষ' (موسوعة الفقه الاسلامى) -এর 'ব্যবসা' সংক্রান্ত (كتاب البيوع) হাদীছসমূহের তাখরীজের দায়িত্বে নিয়োজিত হন। একইভাবে তিনি সিরিয়া ও মিসরের মধ্যে হাদীছ গবেষণা ও প্রকাশনা বিষয়ক চুক্তির অধীনে হাদীছ কমিটির সদস্য মনোনীত হন'। ৬০-এর দশকে তিনি মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শায়খুল হাদীছ ছিলেন। অতঃপর ১৩৯৫-৯৮ হিজরীতে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পরিচালনা পরিষদের সদস্য মনোনীত হন।

সংস্কারক আলবানীঃ

শায়খ আলবানী হাদীছ শাস্ত্রে গবেষণা শুরু করে প্রকৃত ইসলামী জীবন ব্যবস্থার সাথে প্রচলিত ইসলামী প্রথার অসংখ্য গরমিল দেখে ব্যথিত হন এবং জীবন বাজি রেখে সেগুলির সংস্কারে ব্রতী হন। তিনি স্বীয় ছাত্রদের নিয়ে এ কার্যক্রম শুরু করেন। প্রথমে তিনি আক্বীদার সংশোধনে হাত দেন এবং সেখানে যেসব ভ্রান্ত বিশ্বাস দানা বেঁধে ছিল, তা দূরীকরণে সচেষ্ট হন। এরপরে তিনি ফিকহ শাস্ত্র সংশোধনে হাত দেন এবং সেখানে যেসব জড়তা, অজ্ঞতা,

http://islaminonesite.wordpress.com

গোঁড়ামি, অন্ধ অনুকরণ ও দলীল বিহীন ফৎওয়া সমূহ স্থান পেয়েছিল, তা দূর করার চেষ্টা নেন। অতঃপর তিনি তাফসীর শাস্ত্রের প্রতি মনোনিবেশ করেন। সেখানে যেসব ভিত্তিহীন বক্তব্য ও মূর্খতা সমূহ স্থান পেয়েছে, সেগুলি চিহ্নিত করেন।

সংশোধনের সাথে সাথে তিনি সমাজ গঠনের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। তিনি ছহীহ-শুদ্ধ আক্বীদা ও আমল অনুযায়ী যুবসমাজ ও পরবর্তী প্রজন্মকে গড়ে তোলার জন্য এবং সাথে সাথে নিজের দেশকে একটি নির্ভেজাল ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য চেষ্টিত হন। এ পর্যায়ে তিনি মিসরের 'ইখওয়ানুল মুসলেমীন'-এর নেতা হাসানুল বান্না-র আন্দোলনে সংশোধন প্রচেষ্টা চালান।

কারাগারে আলবানীঃ

আলবানীর অব্যাহত সংস্কার প্রচেষ্টা বিরোধী পক্ষের চক্ষুশূল হ'য়ে ওঠে। অবশেষে তাঁকে ১৩৮৯ হিজরী মোতাবেক ১৯৬৯ খৃষ্টাব্দে দামেস্কের কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। কারাগারের মুহূর্তগুলি যাতে ফী সাবীলিল্লাহ ব্যয় হয়, সেজন্য তিনি সেখানে দিনরাত পরিশ্রম করেন এবং মাত্র তিন মাসের মধ্যে হাফেয মানযারী কৃত 'মুখতাছার ছহীহ মুসলিম'-এর তাহকীক সমাপ্ত করেন।

কারাগারের জীবন সম্পর্কে শায়খ আলবানী বলেন, আমি ও বেশ কিছু ওলামাকে গ্রেফতার করা হয়। যাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ ছিল না। কেবল এতটুকুই হ'তে পারে যে, আমরা লোকদেরকে ইসলামের দিকে আহবান করেছি এবং জনগণকে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা দান করতে চেয়েছি।

কথা ও কলমী জিহাদে শায়খ আলবানীঃ

নিকটতম প্রিয় ছাত্র এবং উস্তাদের মনোনীত অছিয়ত বাস্তবায়নকারী মুহাম্মাদ ইবরাহীম শাক্বরাহ বলেন, শায়খ আলবানীর প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত রচনাবলীর সংখ্যা তিন শতাধিক। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা ও দরসের ক্যাসেট সংখ্যা সাত হাযারের অধিক। যার মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলী হ'লঃ

১- সিলসিলা ছহীহাহ ও যঈফাহ, যার প্রতিটিই ১০ খণ্ডে সমাপ্ত। প্রতি খণ্ডে পাঁচ শত করে হাদীছ তাখরীজ করা হয়েছে। ২- মুখতাছার বুখারী ও মুসলিম, ৩-ছহীহ সুনানিল আরবা'আহ, ৪- যঈফ সুনানিল আরবা'আহ, ৫- তাহক্বীকু মিশকাতিল মাছাবীহ, ৬- ছহীহুল জামে' ছগীর, ৭- যঈফুল জামে' ছগীর, ৮- ইরওয়াউল গালীল, ৯- ছিফাতু ছালাতিন্নাবী, ১০- আদাবুয যিফাফ, ১১- তাহযীরুস সাজিদ, ১২- জিলবাবুল মারআতিল মুসলিমাহ, ১৩- আহকামুল জানায়েয প্রভৃতি। এতদ্ব্যতীত রিয়াযের 'দারুল মা'রিফাহ' নামক প্রকাশনা সংস্থা ফিকহ, আক্বীদা, রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়ে শায়খ আলবানী প্রদত্ত ফৎওয়াসমূহ যা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলি একত্রিত করে প্রায় ৪০ খণ্ডের বৃহৎ বিশ্বকোষ আকারে বের করার পরিকল্পনা নিয়েছে।

বইয়ের পোকা আলবানীঃ

অন্যতম ছাত্র আবদুল্লাহ ইউসুফ আল-গারীব বলেন, লেখাপড়ায় শায়খের একাগ্রতা দেখলে বিস্মিত হ'তে হয়। তিনি দৈনিক গড়ে ১৬ ঘণ্টা করে লেখাপড়া করতেন। তার মধ্যে লাইব্রেরীর তাকে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি সমূহ দাঁড়িয়ে থেকে পড়তে তিনি দৈনিক গড়ে তিন ঘণ্টার অধিক সময় ব্যয় করতেন। 'আধুনিক পাণ্ডুলিপি সমূহের তালিকা' নামক বইয়ের ভূমিকায় শায়খ আলবানী নিজেই বলেন যে, একটি পুস্তিকার পাণ্ডুলিপির একটি পৃষ্ঠা বিনষ্ট হয়ে যাওয়ায় তিনি উক্ত বিষয়ে গবেষণা করার জন্য দশ হাযারের অধিক বড় বড় পাণ্ডুলিপি অধ্যয়ন করেন।

যুব সমাজের প্রতি আলবানীঃ

তিনি তরুণ ছাত্রদেরকে নিম্নোক্ত কিতাব সমূহ পড়তে উপদেশ দিতেন।

(১) ফিকহ বিষয়ে জানার জন্য সাইয়িদ সাবিক্ব প্রণীত 'ফিকহুস সুন্নাহ'। তবে ঐসাথে 'সুবুলুস সালাম' এবং 'ফিকহুস সুন্নাহ'-র উপরে তাঁর লিখিত সংশোধনী গ্রন্থ 'তামামুল মিন্নাহ' কিতাবটিও পড়তে বলেন।

(২) ফিকহ বিষয়ে নওয়াব ছিদ্দীক্ব হাসান খান ভূপালী প্রণীত 'আর-রওযাতুল নাদিইয়াহ' নামক মূল্যবান গ্রন্থটি অধ্যয়নের জন্য তিনি সকলকে নছীহত করেন।

(৩) তাফসীর বিষয়ে তিনি 'তাফসীরে ইবনে কাছীর' পড়তে বলেন এবং মন্তব্য করেন যে, কোন কোন বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করলেও বর্তমানে এটাই সর্বাধিক বিশুদ্ধ তাফসীর।

(৪) ওয়ায ও নছীহত বিষয়ে তিনি ইমাম নববীর 'রিয়াযুছ ছালেহীন' পড়তে বলেন।

(৫) আক্বীদা বিষয়ে তিনি ইবনু আবিল 'ইয হানাফী প্রণীত 'শারহু আক্বীদা তাহাভিয়াহ' পড়তে বলেন, যার সাথে তাঁর নিজের কৃত তাখরীজ ও ব্যাখ্যা সংযুক্ত রয়েছে।

(৬) অতঃপর তিনি সাধারণ ভাবে সকল বিষয়ে ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ ও তাঁর ছাত্র হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম প্রণীত গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করতে উপদেশ দেন এবং বলেন আমি মনে করি যে, এই দুই জন মনীষী ছিলেন ইসলাম জগতের দুর্লভ প্রতিভার অধিকারী শ্রেষ্ঠ বিদ্বান মণ্ডলীর অন্যতম'।

(৭) তিনি সকলকে সর্বদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবনী পাঠের প্রতি উৎসাহ দিতেন। সেকারণ তিনি মৃত্যুর বছর খানেক পূর্বে ইমাম তিরমিযীর 'আশ-শামায়েলুল মুহাম্মাদিইয়াহ'-র প্রতি নযর দেন এবং ছহীহ ও যঈফ রেওয়ায়াত সমূহ বাছাই করেন। তিনি বলতেন যে, অন্যান্য অপরিহার্য দায়িত্বসমূহ পালনের পরেও আমার জীবনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হ'ল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর এমন একটি জীবনী রচনা করা যা সবদিক দিয়ে বিশুদ্ধ হয়। তিনি সকল মঙ্গলময় কাজে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দৃষ্টান্ত

http://islaminonesite.wordpress.com

অনুসরণের জন্য সকলের প্রতি আহবান জানাতেন। কেননা আল্লাহ স্বয়ং তাঁকে সর্বোত্তম নমুনা হিসাবে ঘোষণা করেছেন (আহযাব ২১)।

আল্লাহভীরু আলবানীঃ

প্রিয় ছাত্র আব্দুল্লাহ ইউসুফ আল-গারীব বলেন, দু'টি ঘটনা আমার মানসপটে ভাস্বর হয়ে আছে। যা আমি কখনোই ভুলবো না। (১) একদিন পাঠদানের সময় হযরত আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বর্ণিত একটি হাদীছ তিনি আমাদেরকে শুনান। যেখানে বর্ণিত হয়েছে যে, জাহান্নামের আগুন প্রথম যাদেরকে দিয়ে উত্তপ্ত করা হবে তাদের মধ্যে ঐসব আলেম থাকবে, যারা তাদের ইলম অনুযায়ী আমল করেনি'। এই হাদীছ বলার পরে তিনি শিশুর মত কাঁদতে লাগলেন। যাতে তাঁর উভয় গণ্ড বেয়ে অশ্রুধারা প্রবাহিত হ'তে থাকে।

(২) আলজেরিয়া থেকে জনৈক মহিলা টেলিফোনে তাঁকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেন। অতঃপর জবাব শেষে উক্ত মহিলা শায়খকে বলেন, আমি স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে। দেখলাম যে, তিনি একটি রাস্তা দিয়ে চলছেন এবং তাঁর পিছে পিছে তাঁর পদাংক অনুসরণে আরেকজন লোক চলছে। আমি ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে আমাকে বলা হ'ল যে, উনি হচ্ছেন মুহাম্মাদ নাছেরুদ্দীন আলবানী'। এই টেলিফোন পেয়ে শায়খ আলবানী কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন ও লাইন কেটে দেন।

শায়খ আলবানী ছহীহ হাদীছের উপরে আমলের ব্যাপারে কঠোর ছিলেন। মৃত্যুর পরে দ্রুত দাফনের হাদীছ পালন করার জন্য তিনি সকলের প্রতি অছিয়ত করে যান এবং সেভাবেই তা পালিত হয়।

ছাত্র পাগল আলবানীঃ

তিনি কেবল বইয়ের পোকা ছিলেন না। বরং ইলম ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য ছাত্রদের মজলিসে থাকাকে তিনি অধিকতর পসন্দ করতেন। দামেস্কের উমাইয়া মসজিদের মাকতাবা যাহেরিয়াতে বসে তিনি স্বীয় গবেষণাকর্ম চালিয়ে যেতেন। সেখানে সর্বদা ছাত্রদের ভিড় লেগে থাকত। গবেষণার ফাঁকে ফাঁকে তিনি তাদের সাথে মিশতেন। তাঁর বক্তব্য কেউ ক্যাসেট করত। কেউ লিখে নিত। এইভাবে সারাদিন কেটে যেত। এছাড়াও তিনি যেখানেই সফরে যেতেন, শিক্ষক ও ছাত্রদের ভিড় সেখানে লেগেই থাকত। ভারতীয় আলেম শায়খ মুখতার আহমাদ নাদভীর হিসাব মতে তাঁর ছাত্র সংখ্যা নিঃসন্দেহে লাখের উপরে হবে। তিনি সরাসরি শায়খ আলবানীর নিকট থেকে হাদীছের ইলম হাছিল করেছেন ও অনেক মজলিসে অনেক বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত জেনে নিয়েছেন।

অতিথিপরায়ণ আলবানীঃ

'মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ হিন্দ'-এর সাবেক আমীর বর্তমানে বোম্বাই শহরে বসবাসরত ভারত বর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলেম মাওলানা মোখতার আহমাদ নাদভী বলেন যে, ১৯৭২ সালে আমি যখন দামেস্কে শায়খ আলবানীর দরসগাহে তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য যাই, তখন ছাত্রদের ভিড়ের মধ্যে তিনি বসেছিলেন। হঠাৎ আমাকে দেখতে পেয়ে তিনি অত্যন্ত আগ্রহের সাথে আমাকে আহবান করলেন এবং বাড়ীতে খাওয়ার দাওয়াত দিয়ে বললেন, এটা ব্যতীত আপনার সাক্ষাত পূর্ণ হবে না'। অতঃপর যোহরের ছালাতের পর স্বীয় গাড়ীতে করে তিনি আমাকে তাঁর বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। পথিমধ্যে তিনি আমাকে দামেস্কের সুপ্রাচীন ঐতিহাসিক স্থানসমূহ দেখালেন। হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ)-এর কবর দেখালেন। দূর থেকে সেই দূর্গ দেখিয়ে দিলেন, যে দুর্গে ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ (রহঃ)-কে বন্দী করে রাখা হয়েছিল এবং যেখানে তাঁর কবরও রয়েছে। দুপুরে খানার পরে তিনি আমাকে দামেস্কের অন্যতম সেরা সালাফী আলেম আল্লামা মুহাম্মাদ বাহজাতুল বায়ত্বারের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য তাঁর বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। সেখানে গিয়ে সিরিয়ার আরো অনেক বিদ্বানের সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'ল।

মৃত্যুর মাত্র কয়েকদিন পূর্বে যখন তিনি কঠিন অসুখে শয্যাশায়ী, তখনও পর্যন্ত রিয়ায প্রবাসী পশ্চিমবঙ্গের খ্যাতনামা আলেম মাওলানা লোকমান সালাফী বৈরুত যাওয়ার পথে আম্মান যান কেবলমাত্র শায়খ আলবানীর সাথে সাক্ষাতের জন্য। ঐ সঙ্গীন অবস্থাতেও তিনি মেহমানের সম্মানে ভালভাবে মোলাক্বাত করেন। বলা বাহুল্য সেখান থেকে রিয়ায ফিরেই তিনি শায়খ আলবানীর মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করেন।

জহুরী জহর চেনেঃ

হজ্জের মওসুম। শায়খ আলবানী হজ্জে গিয়েছেন। এদিকে মিশকাতের প্রসিদ্ধ আরবী ভাষ্য মির'আতুল মাফাতীহ-এর লেখক স্বনামধন্য সালাফী বিদ্বান ভারত গৌরব শায়খ ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরীও হজ্জে গিয়েছেন। সুযোগের সদ্ব্যবহার করলেন শায়খ মোখতার আহমাদ নাদভী। মিনা-তে শায়খ আলবানীর তাঁবুতে আল্লামা মুবারকপুরীকে সাথে করে নিয়ে গেলেন তিনি। কেবল নামটি বলার অপেক্ষা। আর যাবেন কোথায়! শায়খ আলবানী বুকে জড়িয়ে ধরলেন তাঁকে। যেন কতদিনের স্বপ্ন আজ স্বার্থক হ'ল। শায়খ মোখতার বলেন, ইসলামী দুনিয়ার এই দুই শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছের সেই মহামিলন দৃশ্য দেখে উপস্থিত সকলের সেদিন আনন্দে চোখে পানি এসে গিয়েছিল।

রোগ ভোগ, মৃত্যু ও সন্তান-সন্ততিঃ

একাধারে দীর্ঘ দু'বছর তিনি রোগ ভোগ করেন। শেষের তিন মাস তিনি একেবারেই নড়াচড়া ও ওঠাবসা করতে পারতেন না। তবুও যখনই একটু ভাল অনুভব করতেন, অমনি তিনি উপস্থিত লোকদেরকে হাদীছ আনতে বলতেন ও শুনাতে বলতেন। যার খিদমতে তিনি জীবন ওয়াক্ফ করে দিয়েছিলেন। অবশেষে ২২শে জুমাদাল আ-খেরাহ মোতাবেক ২রা অক্টোবর '৯৯ শনিবার তিনি স্বীয় দ্বিতীয়

http://islaminonesite.wordpress.com

বাসস্থান আম্মানে স্বগৃহে ইন্তেকাল করেন। ইন্নালিল্লা-হে ওয়া ইন্না ইলাইহে রা-জেঊন। তিনি অনেক সন্তানের পিতা ছিলেন। তবে সংখ্যা জানা যায়নি। পারিবারিক কিছু সমস্যায়ও তিনি বিব্রত ছিলেন।

কে কি বলেনঃ

তাঁর গভীর ইলমের স্বীকৃতি দিয়ে স্বীয় জীবদ্দশায় সঊদী আরবের প্রধান মুফতী শায়খ আবদুল আযীয বিন আবদুল্লাহ বিন বায বলেন, ما رأيت تحت أديم السماء عالما بالحديث في العصر الحديث مثل العلامة محمد ناصر الدين الالباني 'আসমানের নীচে আধুনিক বিশ্বে আমি আল্লামা মুহাম্মাদ নাছেরুদ্দীন আলবানীর চাইতে কাউকে হাদীছের আলেম হিসাবে দেখিনি'। (২) সঊদী আরবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলেম শায়খ মুহাম্মাদ ছালেহ আল-উছাইমীন বলেন যে, আক্বীদা বা আমল সকল বিষয়ে শায়খ আলবানী ছিলেন কঠোরভাবে সুন্নাতের অনুসারী ও বিদ'আতের বিরোধিতাকারী। হাদীছের রেওয়ায়াত ও দিরায়াত বিষয়ে তিনি ছিলেন গভীর ইলমের অধিকারী। তাঁর রচনাসমূহ অধ্যয়ন করে আমি বুঝেছি যে, ইলমে হাদীছকে লক্ষ্য ও কর্মপদ্ধতি হিসাবে বেছে নেওয়ার জন্য অগণিত মানুষ তাঁর লেখনীর মাধ্যমে উপকৃত হয়েছে এবং হবে। মুসলিম উম্মাহ্র জন্য এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সুফল'। (৩) কুয়েতের খ্যাতনামা আলেম আবদুর রহমান আবদুল খালেক বলেন, মুসলিম উম্মাহ্র অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্বান, আল্লাহ্র পথে আহবানকারী দিকপালদের অন্যতম স্তম্ভ, আধুনিক বিশ্বে হাদীছ শাস্ত্রবিদগণের উস্তাদ ও ইমাম তিনি কে? তিনি আমার উস্তাদ মুহাম্মাদ নাছেরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)।

উপসংহারঃ

বাংলাদেশে ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক জীবন গড়ার আন্দোলন যখন আমরা শুরু করি, তখন বাছাইকৃত ছহীহ হাদীছের উল্লেখযোগ্য কোন গ্রন্থ আমাদের নিকটে ছিল না। আল্লাহ্র মেহেরবানীতে কুয়েতের সালাফী ভাইদের মাধ্যমে আমরা সর্বপ্রথম যে কেতাবগুলো পাই, তাতে শায়খ মুহাম্মাদ নাছেরুদ্দীন আলবানীর তাহক্বীক্বকৃত 'মিশকাতুল মাছাবীহ' আমাদের হাতে আসে। সেই সাথে পাই সিলসিলাতুল আহাদীছিছ ছাহীহাহ ও যঈফাহ। এভাবেই 'আলবানী জ্ঞানভাণ্ডারে'র সাথে আমাদের প্রথম পরিচয় ঘটে '৮০-এর দশকে। এর ফলে বাংলাদেশে আমাদের আন্দোলনে জোরালো মাত্রা সংযোজিত হয়, যা আজও অব্যাহত রয়েছে। আজকে শায়খ আলবানী হাদীছ শাস্ত্রবিদগণের নিকটে এমন একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য নাম, যে কোন হাদীছের শেষে صححه الالباني 'আলবানী এটিকে ছহীহ বলেছেন' -এরূপ মন্তব্য থাকলেই সকলে হাদীছটির বিশুদ্ধতা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়ে যান। মুহাদ্দিছ আলবানীর বিশ্বব্যাপী গ্রহণযোগ্যতার এটাই বড় প্রমাণ।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, এমন একজন বিশ্ব ব্যক্তিত্বের মৃত্যুর খবরটি পর্যন্ত বাংলাদেশের রেডিও-টেলিভিশন বা কোন দৈনিক সংবাদপত্রও পরিবেশন করেনি। এমনকি সঊদী কোন পত্রিকাও নাকি খবরটি প্রচার করেনি। মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বাঙ্গালী ছাত্রের কাছ থেকে সর্বপ্রথম টেলিফোনে খবরটি পেয়ে গত মাসে **'আত-তাহরীকে'** 'বজ্র বংবাদ' আকারে আমরা এটা পরিবেশন করি। এরপর থেকে আমরা বিভিন্ন সূত্র হ'তে তাঁর মৃত্যুর খবরাখবর ও জীবনী সংগ্রহের তালাশে থাকি। কিন্তু দারুনভাবে নিরাশ হই। অবশেষে বোম্বে, লাহোর ও নেপাল থেকে লেখকের নিকটে যেসব উর্দূ ও আরবী মাসিক পত্রিকা আসে, সেসবের সাহায্য নিয়ে অত্র নিবন্ধ পত্রস্থ করা হ'ল। ফালিল্লা-হিল হাম্দ।

এই মহা মনীষীকে বাংলাভাষী পাঠক-পাঠিকাদের সামান্য কিছুটা হ'লেও পরিচিত করতে পারায় কিছুটা স্বস্তি অনুভব করছি। আরও স্বস্তি পাব সেদিন, যেদিন পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে এদেশের সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো হবে। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন-আমীন!

কম্পিউটারে গৃহ নক্শা

রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত এবং বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রতিষ্ঠান হিসাবে রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের আওতাভুক্ত এলাকার মধ্যে এই প্রথম কম্পিউটারের মাধ্যমে আধুনিক প্রযুক্তিতে অথচ স্বল্প ব্যয়ে আকর্ষণীয় বসত বাড়ী, বাণিজ্যিক মার্কেট, কমপ্লেক্স ইত্যাদির প্লান, ডিজাইন, ইস্টিমেট ও সুপারভিশন সহ যাবতীয় কাজ বিশ্বস্ততার সহিত অল্প সময়ে সম্পন্ন করা হয়।

যোগাযোগের ঠিকানা

গৃহ নক্শা
বিলসিমলা, গ্রেটার রোড, রাজশাহী
(বর্ণালী সিগনালের পশ্চিমে)
ফোনঃ ৭৬০৫৪৭

গৃহ নক্শা
মাহমুদা শান্তি মনজিল
১৫৫/এ, জিন্নাহ নগর
সপুরা, রাজশাহী।
ফোনঃ ৭৬০৫৪৭

http://islaminonesite.wordpress.com

চিকিৎসা জগৎ

চোখ উঠা ও তার প্রতিকার

*-ডাঃ মুহাম্মাদ এনামুল হক**

চোখ সংক্রান্ত যত প্রকারের সংক্রামক রোগ আছে তন্মধ্যে 'চোখ উঠা' সবচেয়ে বেশী। চোখের পাতার ভিতরের দিকে যে সাদা অংশ বা কনজাংটাইভা আছে তার প্রদাহ হ'লে একে বাংলায় 'চোখ উঠা', ইংরেজীতে 'অপথ্যালমিয়া' বা 'কনজাংটিভাইটিস' বলা হয়। এ রোগ কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত।

সাধারণতঃ ভাইরাস জনিত কারণে এ রোগ হ'তে পারে। আবার ঠাণ্ডা লাগা, চোখে আঘাত, কোন চর্মরোগ বিস্তৃত হয়ে চোখ আক্রান্ত, একজন আক্রান্ত হ'লে তার ব্যবহৃত জিনিষ ব্যবহার বা চক্ষু রোগ লাগা, এপিডেমিক ভাবে বিস্তৃত, স্বাস্থ্যভঙ্গ ইত্যাদি কারণেও এই রোগ হয়ে থাকে।

চোখে ধূলাবালি পড়লে যেমন কুটকুট করে সেরকম লক্ষণ নিয়েই প্রথমে 'চক্ষু প্রদাহ' প্রকাশ পায়। পরে চোখ লাল হয়, গরম হয়, জ্বালা-যন্ত্রণা করে, চুলকায়, ব্যথা করে, প্রচুর পানি পড়ে। চোখ হ'তে ক্রমশঃ শ্লেষ্মা বা পুঁজ পড়ে। চোখে বাতাস লাগলে কিংবা আলোর দিকে তাকালে কষ্ট হয়। সামান্য জ্বর জ্বর ভাবও থাকে।

ভাইরাসের কারণে চোখ উঠলে কোন নির্দিষ্ট চিকিৎসার প্রয়োজন হয় না। তবে ২০% **'সালফাসিটামাইড'** চোখের ড্রপ ব্যবহার করা যেতে পারে। যাতে ভাইরাসের সঙ্গে জীবাণু দ্বারা সংক্রমিত হ'তে না পারে। জীবাণু দ্বারা সংক্রমিত হ'লে ২০% **'সালফাসিটামাইড'** চোখের ড্রপ অথবা 'টেট্রাসাইক্লিন এন্টিবায়োটিক' মলম ব্যবহার করলে ২/৪ দিনের মধ্যে লক্ষণসমূহ চলে যায়। তবে এই জাতীয় ঔষধ নিজে ব্যবহার না করে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবহার করা আবশ্যক।[১]

হোমিওপ্যাথি 'একোনাইট ন্যাপ', 'বেলেডোনা', 'রাসটক্স', 'ইউফ্রেসিয়া', 'আর্জেন্টাম 'নাইট্রিকাম', 'মার্কুরিয়াস সল' প্রভৃতি ঔষধগুলি ৬,৩০ বা ২০০ শক্তি লক্ষণানুসারে সেবন করলে রোগ সেরে যাবে ইনশাআল্লাহ।

চক্ষু রোগে কাঁচ পোকা রঙের উৎকৃষ্ট ম্যাজেন্টা রঙ আন্দাজ ৮-১০ গ্রেন ১ আউন্স ডিসটিল্ড ওয়াটারে অথবা গোলাপজলে মিশিয়ে সেই লোশন ৩-৪ ফোঁটা মাত্রায় দিন-রাত ৬-৭ বার চোখে বাহ্যিক প্রয়োগ করলে ১-২ দিনের মধ্যেই প্রদাহ ও লালবর্ণ কমে গিয়ে চক্ষু প্রায় স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবে ইনশাআল্লাহ। আঘাত

কিংবা অন্য কারণে এই রোগ হ'লে এবং রোগ বহুদিনের পুরাতন হ'লেও উপকার হবে। ম্যাজেন্টার কোন প্রকার বিষাক্ত দোষ নেই এবং এতে চোখের কোন ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা নেই। ডাঃ নারায়ণচন্দ্র ঘোষ বলেন, 'চোখের প্রদাহ ও যন্ত্রণা এত অল্প সময়ের মধ্যে দূর করার নিমিত্তে এর সমকক্ষ কোনও সুলভ দ্রব্য বা ঔষধ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয়েছে বলে আমার জানা নেই'।[২]

এই রোগে চিকিৎসার পাশাপাশি ধূলাবালি ও রোদ থেকে দূরে থাকা উচিৎ। সম্ভব হ'লে নীল বা কাল চশমা ব্যবহার করা যাবে। প্রদাহ নিবারণের জন্য চোখে বোরিক কম্প্রেস করলেও বিশেষ উপকার হয়। হলুদ রঙের ন্যাকড়া ব্যবহার করা ভাল। উত্তেজক খাদ্য ভক্ষণ না করাই উচিৎ।

পশু-পাখীর হোমিও চিকিৎসা

*-ডাঃ মুহাম্মাদ মনছুর আলী**

বাংলাদেশ একটি দরিদ্র ও জনবহুল দেশ। এদেশের জনস্বাস্থ্যের পুষ্টিমানের জন্য গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগীর উন্নয়ন একান্ত প্রয়োজন। আশির দশক থেকে আমাদের দেশে গবাদি পশুর উন্নয়নের প্রতি নজর দেওয়া হয়েছে বটে। কিন্তু বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত গবেষণায় তেমন সাফল্য অর্জিত হয়নি। মানুষের অনেক রোগ আছে যা এ্যালোপ্যাথি চিকিৎসাতে সহজে সারে না। তাছাড়া এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা অত্যন্ত ব্যয়বহুলও বটে। গবাদি পশুরও ভাইরাস জনিত অনেক রোগ আছে, যা এ্যালোপ্যাথি চিকিৎসায় সারে না। অথচ হোমিও প্যাথিতে অতি অল্প সময়ে ও অল্প খরচে এই সকল রোগের চিকিৎসা সম্ভব।

যেমন সাধারণতঃ ডাইরিয়াতে এ্যালোপ্যাথি চিকিৎসায় ৬টি বড়ি×১৫=৯০ টাকা দরকার। অথচ হোমিওতে ৫ থেকে ১০ টাকার ঔষধই যথেষ্ট। ফলে হোমিও ঔষধ ব্যবহারে দরিদ্র্য জনসাধারণ বেশী উপকৃত হচ্ছে। ১৯৮৪ থেকে আমি এ বিষয়ে বেসরকারী ভাবে দেশ ও দেশের বাইরে গবেষণা করে (হোমিওতে) যে ফলাফল পেয়েছি তা পাঠকদের উদ্দেশ্যে পর্যায়ক্রমে পেশ করার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

গবাদি পশুর উদরাময় (পাতলা পায়খানা)ঃ

এটি ব্যাকটেরিয়া জনিত রোগ। পচা খাবার দ্বারাও আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এ রোগের লক্ষণঃ

(১) অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত পাতলা পায়খানা (২) পেট ফাঁপা (৩) মুখ, চোখ চুপ্‌সে যাওয়া, (৪) পিপাসা থাকা, (৫) গায়ের রং বদলে কালচে রঙ ধারণ করা (৬) অসহায়ের মত এদিক-ওদিক তাকিয়ে থাকা।

চিকিৎসাঃ এ্যালোপ্যাথিকঃ STRINACIN/STRAPTO SULPHA জাতীয় বড়ি পশু শরীরের ওজনের উপর নির্ভর করে ২-৩ দিন খাওয়াতে হবে। সঙ্গে স্যালাইন জাতীয় তরল খাদ্য প্রচুর পরিমাণে খাওয়াতে হবে।

হোমিওপ্যাথিঃ আর্সেনিক ৩০, ২০০ শক্তি। ৩-৫ ফোঁটা ঔষধ পরিষ্কার ১ পোয়া পানিতে মিশিয়ে ৩ ঘণ্টা পরপর ৪/৫ বার খাওয়াবেন। সঙ্গে গুড় ও লবণ মিশ্রিত পানি প্রচুর পরিমাণে খাওয়াবেন। সহকারী ঔষধ হিসাবে চায়না ৬, ৩০ একই নিয়মে খাওয়াবেন। বাজারে **এ্যাটম ৫** ও এ্যাটম-৬ নামের ঔষধও আছে।

সতর্কতাঃ সুস্থ পশু গুলোকে পৃথক রাখবেন এবং পরিষ্কার খাদ্য ও পানি খাওয়াবেন। *[চলবে]*

---

* ডি,এইচ,এম,এস (ঢাকা); কলেজ রোড, বিরামপুর, দিনাজপুর।

১. 'আপনার চোখ' সবার জন্য স্বাস্থ্য, ঢাকা ছাপা, ৮ পৃষ্ঠা।

২. ডাঃ নারায়ণ চন্দ্র ঘোষ, কম্পারেটিভ মেটিরিয়া মেডিকা, (কলিকাতা ছাপা) ৪৬০ পৃষ্ঠা।

* হোমিও রিচার্স কর্ণার (মলে ফার্মেসী), তাহেরপুর বাজার, রাজশাহী।

http://islaminonesite.wordpress.com

খুৎবাতুল জুম'আ

খুৎবা-৯

[স্থানঃ বেরাইদ পূর্বপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, থানাঃ গুলশান, ঢাকা।]

তাং-১৫ই অক্টোবর '৯৯ শুক্রবারঃ

বিষয়বস্তুঃ সমাজ সংস্কারের জামা'আতী প্রচেষ্টা।

যথারীতি হাম্দ ও ছানার পরে সূরায়ে জুম'আর ২য় আয়াত পেশ করে মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, সমাজ সংস্কারের জন্য মূলতঃ দু'টি বিষয়ের সংস্কার প্রয়োজন। নৈতিক ও বৈষয়িক। এ দু'টির মধ্যে প্রথমটি সর্বাধিক অগ্রগণ্য। কেননা নৈতিকতা বিহীন মানুষ পশুর চাইতে ক্ষতিকর। বৈষয়িক উন্নতি ধ্বংস করতে নীতিহীন একজন সন্ত্রাসীর একটি শক্তিশালী বোমাই যথেষ্ট। এ প্রসঙ্গে তিনি বিগত বিধ্বস্ত সভ্যতা সমূহের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, আমাদের দুর্ভাগ্য যে, দেশের সমাজনেতারা সর্বদা কেবল বৈষয়িক উন্নতি ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি নিয়েই কথা বলেন। কিন্তু জনগণের নৈতিক উন্নয়নের কোন পরিকল্পনা সেখানে দেখা যায় না। মানুষের উভয়বিধ সমৃদ্ধি ও উন্নতির জন্য মানুষের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ পাক অহি-র বিধান দিয়ে জাহেলী আরবের মাঝে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে প্রেরণ করেন। তিনি তা দীর্ঘ তেইশ বছরে বাস্তবায়ন করে বিশ্ববাসীকে একটি আদর্শ সমাজ উপহার দিয়ে বিদায় নেন। তাঁর মৃত্যুর পরে খেলাফতে রাশেদাহ পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ্র অনুসরণে উক্ত সমাজ ব্যবস্থাকে আরও বাস্তব সম্মত ভাবে রূপদান করেন। কিন্তু তাঁদের মৃত্যুর পরে ভিতর ও বাহিরের শত্রুদের ষড়যন্ত্রজালে উক্ত উন্নত সমাজ ব্যবস্থায় পতন সংকেত দেখা দেয়। ফলে শুরু হয় হাদীছ পন্থী ও বিদ'আত পন্থীদের মাঝে আদর্শিক যুদ্ধ। ছাহাবায়ে কেরাম ও মুহাদ্দিছ বিদ্বানগণের সূচিত এই হাদীছ পন্থী আন্দোলনকেই 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' বলা হয়, যা জোয়ার-ভাটার গতিতে যুগে যুগে মুসলিম সমাজকে যাবতীয় শিরক ও বিদ'আত থেকে মুখ ফিরিয়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মর্মমূলে জমায়েত হওয়ার আহবান জানিয়েছে। এই আহবান জানিয়েছেন ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈনে এযাম, প্রসিদ্ধ চার ইমাম সহ আহলেহাদীছ বিদ্বানগণ ও যুগে যুগে 'তাদের অনুসারী 'আম জন সাধারণ।

ভারত উপমহাদেশে সৈয়দ আহমাদ ব্রেলভী ও আল্লামা শাহ ইসমাঈল (রহঃ)-এর নেতৃত্বে ও পরবর্তীতে মাওলানা বেলায়েত আলী ও এনায়েত আলী ছাদেকপুরী ভ্রাতৃদ্বয়ের নেতৃত্বে পরিচালিত জিহাদ আন্দোলনের মাধ্যমে একদিকে দখলদার ইংরেজের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সংগ্রাম ও অন্যদিকে মুসলিম সমাজে ইসলামের নামে লালিত শিরক ও বিদ'আতের বিরুদ্ধে পরিচালিত দ্বিমুখী আন্দোলনের ফলে আহলেহাদীছ আন্দোলন একটি ব্যাপক ভিত্তিক সামাজিক আন্দোলনে রূপ নেয়। প্রায় সোয়াশো বছর ব্যাপী সেই জিহাদ আন্দোলনে বর্তমান বাংলাদেশ অঞ্চলের মুসলমানেরাই অধিকহারে অংশগ্রহণ করে। আর সেকারণেই আজকের স্বাধীন বাংলাদেশ মুসলিম বিশ্বের সর্বাধিক আহলেহাদীছ অধ্যুষিত দেশ। যাদের সংখ্যা বর্তমানে আনুমানিক আড়াই কোটির কাছাকাছি। ফালিল্লা-হিল হাম্দ।

মুহতারাম আমীরে জামা'আত আহলেহাদীছ আন্দোলনের আনুপূর্বিক ইতিহাস সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরেন ও বাংলাদেশের বিভিন্ন আঞ্চলিক কেন্দ্রের নাম ও উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্বগণের অবদান আলোচনার এক পর্যায়ে বেরাইদ পূর্বপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা মরহুম ওয়াহেদ আলী মুন্সীর কথা স্মরণ করেন। তিনি বলেন, এই সব বিগত মুজাহিদগণের দিনরাতের পরিশ্রম ও সংগ্রামের ফলে একদিকে যেমন দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতা ত্বরান্বিত হয়, অন্যদিকে তেমনি মুসলিম সমাজে শিরক ও বিদ'আতের বিরুদ্ধে একটি প্রবল জনমত সৃষ্টি হয়। ঐ সময় এবং আজও যারা উক্ত দাওয়াত কবুল করে নির্ভেজাল তাওহীদ ও ছহীহ হাদীছের অনুসারী হয়েছেন, তারাই 'আহলেহাদীছ' নামে পরিচিত হয়েছেন। যদিও রাজনৈতিকভাবে আহলেহাদীছদেরকে ইংরেজরা ঐসময় 'ওয়াহ্হাবী' বলে চিত্রিত করেছিল। যেমন ভাবে আজও জিহাদী মুসলমানদেরকে ইসলামবিরোধীরা 'জঙ্গী' ও 'সন্ত্রাসী' হিসাবে অভিহিত করে থাকে।

১৯৪৭-এর পর থেকে আহলেহাদীছ আন্দোলন-এর রাজনৈতিক রূপ পরিবর্তিত হয়ে তা সামাজিক সংস্কার আন্দোলনে রূপ নেয়। বর্তমানে কথা, কলম ও সংগঠনের মাধ্যমে সেই আন্দোলনকে এগিয়ে নেবার প্রয়াস চলছে মাত্র। এই মহান আন্দোলন কোন একক ব্যক্তির মাধ্যমে সম্ভব নয়। তাই জামা'আতবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে আহলেহাদীছ আন্দোলনকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য তিনি সর্বস্তরের ধর্মপ্রাণ মুছল্লীদের প্রতি আহবান জানান। তিনি বলেন, আহলেহাদীছ আন্দোলন দুর্বার হ'লে বিদ'আতী আন্দোলন পিছু হটবে। অতএব যেকোন মূল্যে আহলেহাদীছ আন্দোলনকে যোরদার করার জন্য তিনি আলেম সমাজ, ব্যবসায়ী সমাজ এবং ছাত্র, শিক্ষক, মহিলা, শিশু-তরুণ ও যুবসমাজের প্রতি উদাত্ত আহবান জানান।

খুৎবা-১০

[স্থানঃ আল-মারকাযুল ইসলামী জামে' মসজিদ, কালদিয়া, বাগেরহাট।]

তাং- ২২শে অক্টোবর '৯৯ শুক্রবারঃ

বিষয়বস্তুঃ কুরআনী শিক্ষার বাস্তবায়ন।

বাগেরহাট যেলা শহরের অনধিক দুই কিলোমিটার দূরে চিতলমারী সড়কের পশ্চিম পার্শ্বে তাওহীদ ট্রাষ্ট (রেজিঃ)-এর সৌজন্যে নবনির্মিত আল-মারকাযুল ইসলামী জামে মসজিদ, মাদরাসা ও ইয়াতীমখানা কমপ্লেক্স উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রদত্ত জুম'আর খুৎবায় হামদ ও ছানা শেষে মুহতারাম আমীরে জামা'আত সূরায়ে আর রহমান ১-৪ আয়াত পেশ করে বলেন যে, আল্লাহ পাকের

http://islaminonesite.wordpress.com

রহমানিয়াতের সবচেয়ে বড় দলীল হ'ল মানুষকে কুরআন শিক্ষা দেওয়া ও তাকে ভাষা শিক্ষা দেওয়া। অতএব কুরআন ও কুরআনী শিক্ষা হ'ল সর্বোত্তম ও ত্রুটিহীন শিক্ষা। আর সবচেয়ে বিদ্বান ব্যক্তি হ'লেন তিনি, যিনি কুরআনী শিক্ষাকে নিজের ভাষায় সুন্দরভাবে প্রকাশ করায় সর্বাধিক পারদর্শী।

কুরআনী শিক্ষা ও কুরআনমুখী সুন্দরতম ভাষা ও ইল্‌ম শিক্ষার জন্য বাগেরহাট শহরের উত্তরে অনতিদূরে আড়াই একর জমি খরিদ করে সেখানে আমরা নির্ভেজাল তাওহীদ ও ছহীহ সুন্নাহ্‌র ঝাণ্ডা উড্ডীন করেছি। আল্লাহপাক এই মারকাযকে কিয়ামত পর্যন্ত কবুল করে নিন এবং একে অত্রাঞ্চলে আহলেহাদীছ আন্দোলনের কেন্দ্র হিসাবে চিরস্থায়ী করুন- আমীন!

তিনি বলেন, বর্তমানে জাতীয় অধঃপতনের অন্যতম প্রধান কারণ হ'ল আমাদের ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা। সরকারীভাবে শিক্ষাব্যবস্থা পরিবর্তনের ক্ষমতা আমাদের হাতে নেই। তাই আমরা সংগঠনের 'শিক্ষা বিভাগ'-এর মাধ্যমে একটি সমন্বিত সিলেবাস রচনা করে বিগত সরকারের আমলে পেশ করেছিলাম। যেখানে প্রাথমিক স্তর থেকে মাষ্টার্স ও পিএইচডি স্তর পর্যন্ত লেখাপড়ার সুযোগ রয়েছে। যেখানে ছেলে ও মেয়েদের শিফটিং ব্যবস্থার মাধ্যমে পৃথক শিক্ষা ব্যবস্থা ও পৃথক কারিগরী প্রশিক্ষণের এমনকি অফ টাইমে কর্মসংস্থানেরও সুযোগ রাখা হয়েছে।

এভাবে আদর্শিক ও বৈষয়িক শিক্ষার সমন্বয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ বেসরকারী 'ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠার রূপরেখা প্রণয়ন করে আমরা বিগত সরকারের আমলে চ্যান্সেলর তথা প্রেসিডেন্ট সচিবালয়ে জমা দিয়েছি এবং সেখান থেকে চিঠিও পেয়েছি। আমরা এক্ষণে শর্তাদি পূরণের চেষ্টায় আছি। আমরা আশাবাদী যে, ভবিষ্যতে ইনশাআল্লাহ আমাদের স্বপ্নের এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা লাভ করবে এবং তা এদেশকে কিছু যোগ্য ও সুনাগরিক উপহার দিতে সক্ষম হবে।

মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, আজকের এ কালদিয়া মাদরাসা ও মারকায সহ বিভিন্ন যেলায় প্রতিষ্ঠিত মারকায সমূহ আমাদের আগামী দিনের সোনালী স্বপ্ন বাস্তবায়নের প্রথম পদক্ষেপ বলা যেতে পারে।

তিনি বলেন, বান্দার প্রতি আল্লাহ্‌র সর্বাপেক্ষা বড় নে'মত হ'ল কুরআন প্রেরণ। সেই কুরআনকে শুধুমাত্র হেফয করার বস্তু হিসাবে গ্রহণ না করে আসুন আমরা তাকে জীবনগ্রন্থ হিসাবে বরণ করে নিই এবং কুরআনী শিক্ষার আলোকে আমাদের সার্বিক জীবন গড়ে তুলি। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কুরআনী শিক্ষা বাস্তবায়নে একটি সংঘবদ্ধ কাফেলার নাম। সাংগঠনিক কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমরা মূলতঃ একটি কুরআনী সমাজ গড়ে তুলতে চাই। আল্লাহ্‌র নিকটে আমরা আন্তরিকভাবে সেই তাওফীক কামনা করি- আমীন! উপসংহারে তিনি অত্র মারকাযের উত্তরোত্তর উন্নতি সাধনে সর্বস্তরের জনগণের উদার সহযোগিতা কামনা করেন।

দো'আ

১৬. শয়তানী ধোকা থেকে বাঁচার দো'আঃ শয়তান মানুষের প্রকাশ্য দুশমন। সে সর্বদা মানুষকে বিশেষ করে ভাল মানুষকে ধোকা দিয়ে থাকে। সে বলবে, আল্লাহ বলে সম্ভবতঃ কেউ নেই। থাকলে তার প্রমাণ কি? অনেক গোনাহ করেছি। আল্লাহ হয়ত মাফ করবেন না। শয়তান মানুষের মনে সর্বদা এমনিতর সন্দেহ-সংশয় ও হতাশা সৃষ্টি করবে। ফলে ঐ ব্যক্তি হয়তবা নাস্তিক হয়ে যাবে। কিংবা গোড়া ধর্মান্ধ হবে। কিংবা মুনাফিক হবে। এক পর্যায়ে মানুষ পরস্পরকে জিজ্ঞেস করবে যে, কুল মাখলূকাতের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ। কিন্তু আল্লাহ্‌কে সৃষ্টি করল কে? এরূপ প্রশ্ন যখন আসবে, তখন সূরায়ে **ইখলাছ পড়ে তিনবার বামে থুক মারবে** এবং **'আঊযুবল্লাহি মিনাশ শায়ত্বা-নির রজীম'** পাঠ করবে।[১] এই অবস্থায় আল্লাহ্‌র উপরে বিশ্বাস দৃঢ় করতে হবে এবং তাঁর রহমতের দৃঢ় আশাবাদী হ'তে হবে। শয়তানকে প্রকাশ্য দুশমন মনে করে তার বিরুদ্ধে জয়লাভের মানসিক দৃঢ়তা অর্জন করতে হবে। আল্লাহ্‌র রহমত হ'তে কোন অবস্থাতেই নিরাশ হওয়া চলবে না (যুমার ৫৩)।

১৭. ছালাতে ধোকা থেকে বাঁচার উপায়ঃ

শয়তান ছালাতের মধ্যে ঢুকে ছালাত ও ক্বিরাআতের মধ্যে গোলমাল সৃষ্টি করে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, এরা হ'ল 'খিনযাব'। যখন তুমি এদের অস্তিত্ব বুঝতে পারবে, তখন শয়তান থেকে আল্লাহ্‌র পানাহ চেয়ে **আঊযুবল্লাহি মিনাশ শায়ত্বা-নির রজীম'** পড়বে এবং বাম দিকে তিনবার থুক মারবে। রাবী ওছমান বিন আবুল আছ বলেন, এরূপ করাতে আল্লাহ আমা থেকে ঐ শয়তানকে দূরে সরিয়ে দেন।[২]

১৮. তওবা-ইস্তিগফারঃ

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, বান্দা যখন স্বীয় গোনাহ স্বীকার করে ও তওবা করে, আল্লাহ তখন তার তওবা কবুল করেন' (মুত্তাফাক্ব আলাইহ)। তিনি আরও বলেন, হে লোক সকল! তোমরা আল্লাহ্‌র নিকটে তওবা কর। কেননা আমি দৈনিক ১০০ বার তওবা করে থাকি' (মুসলিম)। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি নিম্নোক্ত দো'আ পড়ে তওবা-ইস্তিগফার করবে, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে

---

১. *ছহীহ আবুদাঊদ হা/৩৯৫১, মিশকাত হা/৭৫ 'ওয়াসওয়াসা' অনুচ্ছেদ।*

২. *মুসলিম, মিশকাত হা/৭৭।*

http://islaminonesite.wordpress.com

দিবেন'... (আবুদাঊদ, তিরমিযী)।-

أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِىْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ، وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ

উচ্চারণঃ আসতাগফিরুল্লা-হাল্লাযী লা ইলা-হা ইল্লা হুওয়াল হাইয়ুল ক্বাইয়ূমু, ওয়া আতূবু ইলাইহে।

অর্থঃ 'আমি আল্লাহ্‌র নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করছি, যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। যিনি চিরঞ্জীব ও সবকিছুর ধারক এবং আমি তাঁর দিকে ফিরে যাচ্ছি অর্থাৎ তওবা করছি'।[৩]

১৯. সাইয়িদুল ইস্তিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনার শ্রেষ্ঠ দো'আঃ

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে এই দো'আ পাঠ করবে, দিবসে পাঠ করে রাতে মারা গেলে কিংবা রাতে পাঠ করে দিবসে মারা গেলে, সে জান্নাতী হবে' (বুখারী)।

اللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّىْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَنِىْ وَ أَنَا عَبْدُكَ وَ أَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَ وَعْدِكَ مَااسْتَطَعْتُ أَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ وَ أَبُوْءُ بِذَنْبِىْ فَاغْفِرْلِى فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ –

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা আনতা রব্বী লা ইলা-হা ইল্লা আনতা খালাক্বতানী, ওয়া আনা 'আব্‌দুকা ওয়া আনা 'আলা 'আহ্‌দিকা ওয়া ওয়া'দিকা মাস্তাত্বা'তু। আ'ঊযুবিকা মিন শার্রি মা ছানা'তু। আবূউ লাকা বিনি'মাতিকা 'আলাইয়া, ওয়া আবূউ বিযাম্বী, ফাগফিরলী। ফাইন্নাহূ লা ইয়াগ্‌ফিরুয যুনূবা ইল্লা আন্‌তা।

অর্থঃ হে আল্লাহ! তুমি আমার প্রভু। তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ এবং আমি তোমার দাস। আমি তোমার নিকটে কৃত অঙ্গীকার ও ওয়াদার উপরে সাধ্যমত কায়েম আছি। আমি আমার কৃতকর্ম গুলির মন্দসমূহ থেকে তোমার পানাহ চাচ্ছি। আমার উপরে তোমার অনুগ্রহ সমূহ স্বীকার করছি এবং আমি আমার গোনাহ স্বীকার করছি। অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা কর। কেননা তুমি ব্যতীত ক্ষমা করার কেউ নেই'।[৪]

৩. *ছহীহ আবুদাঊদ হা/১৩৪৩; ছহীহ তিরমিযী হা/২৮৩১; মিশকাত হা/২৩৩০, ২৩২৫, ২৩৫৩ 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়।*

৪. *বুখারী, মিশকাত হা/২৩৩৫ 'ইস্তিগফার ও তওবা' অনুচ্ছেদ।*

কবিতা

বীর সৈনিক

-মুহাম্মাদ রুহুল আমীন আনছারী।

মোরা বীর সৈনিক! ভয় করিনা কোন অপশক্তির
ঈমানী শক্তিতে সঞ্জীবিত মোদের দেহ-শরীর।
মোরা ন্যায়ের কাণ্ডারী অন্যায়ে করিনা নত শির
মোরা মুসলিম! মোরা অকুতোভয় সাহসী বীর।
শত্রু নিধনে তুলি হাতিয়ার; ঢাল কিবা তলোয়ার
মোরা দুর্গম, মোরা দুর্জয়, মোরা শান্তিকামী দুনিয়ার।
মোরা বীর সৈনিক, মোরা ইসলামের অতন্দ্রপ্রহরী
এসো কুরআন-হাদীছের পথ ধরে মোদের জীবন গড়ি।
যে আলোয় উদ্ভাসিত হবে মোদের অন্তর; অমানিশা হবে দূর
রাসূলের সুন্নাহ-ই হোক মোদের চলার পাথেয়, কাটুক মনের ঘোর।
শিরক-বিদ'আতের আস্তানার উৎসমূলে হানবো আঘাত
প্রতিহত করবো সবি, আসুক যত ঘাত-প্রতিঘাত।
মোরা পৃথিবীর শক্তি, মোদের পরিচালনায় শাসিত জাহান
মোদের আগমনী বার্তায় কবর পূজা, পীর পূজার হবে অবসান।
ছহীহ হাদীছের অনুসারী মোরা যঈফে করিনা বিশ্বাস
গড়বো মোরা এমন সমাজ যেখানে থাকবে না যুলুম, নিপীড়ন, ত্রাস।
মোরা বীর সৈনিক! মোদের হস্তক্ষেপে হবে ভুবন জয়
মনের ভীরুতা করবো বিলীন; করবো না সংশয়।
মোদের ইশারায় অবদমিত হবে যত অনিয়ম, অবিচার
এসো সবাই মিলে তাওহীদের গান গাই বারংবার।

সব তোমারই দান

-মোল্লা আব্দুল মাজেদ
পাংশা, রাজবাড়ী।

শোকর-গোজার করি আল্লাহ সব তোমারই দান
না চেয়েই পেয়েছি তোমার দয়া অফুরান।
আঁধার কুহেলী ঘেরা
পাপে আর তাপে ভরা
ছিল এ বসুন্ধরা
নরক সমান,
শোকর-গোজার করি আল্লাহ সব তোমারই দান।
পাঠালে মহান নবী
নিখিলে মানব রবি
সরল পথের ছবি
ওগো রহমান,
শোকর-গোজার করি আল্লাহ সব তোমারই দান।
কলুষিত পৃথিবীতে পুণ্যের পথে যেতে
আরো এলো ধরণীতে
কত শহীদান,
শোকর-গোজার করি আল্লাহ সব তোমারই দান।
পাহাড় চিরে ঝর্ণা ঝরে
বৃষ্টি নামে মুষলধারে
আরো এ ধরণী পরে

http://islaminonesite.wordpress.com

নদী বহমান,
শোকর-গোজার করি আল্লাহ সব তোমারই দান।
এই সবুজের মাঠ-বনানী
তৃষ্ণাতে পাই শীতল পানি
ফুল ফসলের জগত খানি
দিলে মেহেরবান,
শোকর-গোজার করি আল্লাহ সব তোমারই দান।
না চেয়েই পেয়েছি তোমার দয়া অফুরান।।

জাগো হে যুবক!

-মুহাম্মাদ আবদুর রহমান
সভাপতি, আহলেহাদীছ যুবসংঘ
নীলফামারী সাংগঠনিক যেলা।

জাগো হে যুবক!
মানবতা আজ নির্যাতিত, নিপীড়িত
লাঞ্ছিত শত শত মা বোন ধরণীর বুকে
আহাজারিত কণ্ঠে ব্যাকুল হয়ে
চেয়ে আছে তুমি জাগবে বলে।
তুমি কি ভুলে গেছ?
তোমার বীরত্বগাঁথা ঐতিহ্য
তুমিতো অকুতোভয় বিপ্লবী রণ বীর।
জাগো হে যুবক!
বাতিল রাজার প্রাসাদে আজ
হানো বজ্রাঘাত
তুমিতো জাতির মুক্তির প্রতীক।
ভয় কিসের?
ঈমানী তেজে হও আগুয়ান
যাবতীয় যুলুমত করো উৎখাত
এক হাতে তলোয়ার অন্য হাতে ধরো ঐশি বিধান।
হে যুবক!
নিদ্রায় থেকোনা বিভোর
নির্যাতিত মানবতা আজ তোমার অপেক্ষায়
গুনছে প্রহর।।

আমি মুসলমান

-মুহাম্মাদ মশিউর রহমান
চওড়া, সাতদরগা বাজার
পীরগাছা, রংপুর।

আমি মুসলমান
আত্মসমর্পণকারী,
বাতিলের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারি।
আমি মুসলমান
কুরআন-হাদীছের পথ ধরে,
নিজ পরিবার ও সমাজ তুলছি গড়ে।
আমি মুসলমান
বীর মুজাহীদ হয়ে,
অহি-র বিধানের তরী বেড়াই বয়ে।
আমি মুসলমান
প্রভুর পথে জীবন দিতে পারি
আমি আত্মসমর্পণকারী।

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার যাদের উত্তর সঠিক হয়েছে ঃ

❒ **আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী থেকেঃ** রফীকুল, ফুওয়াদ হাফীযুর রহমান, যিয়াউল ইসলাম ও আব্দুল মুমিন।

❒ **মুহাম্মাদপুর, কুষ্টিয়া থেকেঃ** ওবায়দুর রহমান, আবু ত্বালহা, আবুল কালাম আযাদ ও ছফিউর রহমান।

❒ **গাইবান্ধা থেকেঃ** আব্দুল খালেক, খায়রুল ইসলাম ও রাশেদুল ইসলাম।

❒ **সালাফিইয়াহ মাদরাসা, ফুলবাড়ী, গাইবান্ধা থেকেঃ** মুশফিকুর রহমান, আব্দুল আউয়াল আল-মামূন, আব্দুল আলীম, আব্দুন নূর, সিরাজুল ইসলাম, শহীদুল ইসলাম, ফিরোয আহমাদ, এনামুল হক, আহসান হাবীব ও আনোয়ারুল ইসলাম।

❒ **ফুলবাড়ী দাখিল মাদরাসা, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা থেকেঃ** মুহাম্মাদ আনোয়ার হোসায়েন, সারোয়ার হোসায়েন, আব্দুল হান্নান, মুস্তাফীযুর রহমান, আবীদুল ইসলাম, মোযেম্মু, রায়হান মিয়া, শামীম হোসায়েন, ও জুয়েল।

❒ **লালমণিরহাট থেকেঃ** আব্দুল মাজেদ, আব্দুর রউফ, যিয়াউল ইসলাম, সাইফুল ইসলাম, আব্দুল্লাহিল কাফী ও আব্দুল হাই।

❒ **দিনাজপুর থেকেঃ** আব্দুল হাসিব বিন আব্দুল আলীম।

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষার সঠিক উত্তর

১. হযরত মূসা (আঃ)। ফেরেশতার চোখ কানা হয়েছিল।
২. ৪০ দিন ছালাত কবুল হবে না।
৩. কবর পূজা ও মূর্তি পূজা।
৪. (১) আভিজাত্যের অহংকার (২) বংশের বদনাম গাওয়া (৩) নক্ষত্রের সাহায্যে বৃষ্টি কামনা (৪) মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ করা।
৫. (১) আকাশের সৌন্দর্যের জন্য (২) আঘাতের মাধ্যমে শয়তানকে বিতাড়নের জন্য (৩) নিদর্শন হিসাবে পথের দিশা পাওয়ার জন্য।

গত সংখ্যার একটুখানি বুদ্ধি খাটাও-এর সঠিক উত্তর

১. শিমুল, জবা, কৃষ্ণচূড়া, শাপলা ও কচুরীপানা।
২. শাপলা ও কচুরীপানা।
৩. সূর্যমুখী
৪. ঢোলকলমী, ধুতরা, করবী।
৫. বকুল ও ছাতিম।

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (রামাযান)

১. 'রামাযান' কত নং মাস? এ মাসে মহান আল্লাহ কেন ছিয়াম ফরয করেছেন?
২. 'রামাযান' শব্দটি পবিত্র কুরআনের কোন সূরার কত নং আয়াতে আছে?

http://islaminonesite.wordpress.com

৩. ইসলামী বিধান মতে মাসের সংখ্যা কত? কোথায় এর প্রমাণ আছে?

৪. ৮৩ বছর ৪ মাসের ইবাদতের চেয়েও অধিক একটি রাতের মর্যাদার কথা কুরআনে বর্ণিত আছে। রাতটির নাম কি? কোন্ সূরার কত নং আয়াতে বর্ণিত আছে?

৫. ছিয়ামের পুরস্কার কে দিবেন? ছিয়াম ব্যতীত অন্যান্য সকল নেক আমলের ছওয়াব কতগুণ বৃদ্ধি পায়?

চলতি সংখ্যার একটুখানি বুদ্ধি খাটাও

১. একটি বায়ু শূন্য ঘরে এক টুকরো কাগজ ও এক টুকরো পাথর উপর থেকে একই সঙ্গে ফেলে দিলে কোন্‌টি আগে পড়বে?

২. স্বাভাবিক অবস্থায় আমাদের ঘড়ি এবং পাহাড়ের উপর অথবা মাটির নীচে খনিতে রাখা ঘড়ি কি একই সময় দিবে? দ্রুতগতি সম্পন্ন (Fast) না ধীর গতি সম্পন্ন (Slow) হবে?

৩. একটি ছেলের সামনে একটি ছেলে, একটি ছেলের পিছনে একটি ছেলে, দু'টি ছেলের মাঝে একটি ছেলে, ঐ দলে মোট কয়টি ছেলে আছে?

৪. একজন বাদশা, বেগম, মন্ত্রী এবং মন্ত্রীর বোন একসঙ্গে ভাত খাবে, কিন্তু থালা ৩টি। কিভাবে সম্ভব? (কেউ আগে বা পরে বসতে পারবে না)।

৫. একজন বোবাকে জিজ্ঞেস করা হ'ল, তুমি কিভাবে পানি পান কর? সে ঈশারায় হাত দিয়ে দেখালো। তারপর একজন অন্ধকে জিজ্ঞেস করা হ'ল- চুল কিভাবে কাটা হয়? সে কিভাবে উত্তর দিবে?

সোনামণি সংবাদ

যেলা গঠনঃ

নওগাঁঃ

প্রধান উপদেষ্টাঃ মাষ্টার মুহাম্মাদ আনিছুর রহমান
উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ আবু মূসা আব্দুল্লাহ
পরিচালকঃ মুহাম্মাদ আইয়ূব হোসাইন
সহ-পরিচালকঃ (১) মুহাম্মাদ ইমরান আলী
(২) মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান।

রাজবাড়ীঃ

প্রধান উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ আবুল কালাম আযাদ
উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহিল বাক্বী
পরিচালকঃ মোত্তালেব হোসায়েন খান
সহ-পরিচালকঃ (১) মাওলানা মুহাম্মাদ মাহাবুল হোসায়েন
(২) মুহাম্মাদ আব্দুর রউফ।

শাখা গঠনঃ

(১২৫) ইসলাবাড়ী জামে মসজিদ শাখা, বাগমারা, রাজশাহীঃ

প্রধান উপদেষ্টাঃ আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আইয়ূব আলী সরকার
উপদেষ্টাঃ মাওলানা মুহাম্মাদ তোফায্যল হোসায়েন
পরিচালকঃ মাওলানা মুহাম্মাদ ইব্রাহীম হোসায়েন।

শাখা কর্মপরিষদ ঃ

১. সাধারণ সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ আযহার আলী
২. সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ আলী ছিদ্দীক্ব
৩. প্রচার সম্পাদক ঃ আতীকুর রহমান
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ আবুবকর ছিদ্দীক্ব
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ আতাউর রহমান।

(১২৬) বুড়িচং দক্ষিণ শ্যামপুর শাখা, কুমিল্লাঃ

প্রধান উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ হারূনুর রশীদ (মাষ্টার)
উপদেষ্টাঃ মাওলানা মুহাম্মাদ জয়নাল আবেদীন
পরিচালকঃ মুহাম্মাদ জয়নাল আবেদীন

শাখা কর্মপরিষদ ঃ

১. সাধারণ সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ ফারূক আহমাদ
২. সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ মোশাররফ
৩. প্রচার সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক ঃ আব্দুল জলীল
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক ঃ আব্দুল খলীল।

সমাবেশঃ

'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সংগঠনের উদ্যোগে রাজশাহী যেলার বিভিন্ন এলাকায় সম্প্রতি বেশ কয়েকটি সোনামণি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে ২৩শে অক্টোবর বাউসা হেদাতীপাড়া দাখিল মাদরাসা, বাঘা; ২৬শে অক্টোবর জাহানাবাদ জামে মসজিদ, মোহনপুর; ৩০শে অক্টোবর হাটগাঙ্গোপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়, বাড়ীগ্রাম দাখিল মাদরাসা ও ইসলাবাড়ী আহলেহাদীছ জামে মসজিদ বাগমারা এবং ৪ঠা নভেম্বর শিবপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, পুঠিয়ায় অনুষ্ঠিত সমাবেশ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

সোনামণিদের ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণে সমাবেশ সমূহের পরিবেশ অত্যন্ত মুখরিত হয়ে উঠে। কেন্দ্রীয় সংগঠনের পক্ষ থেকে পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান ও সহ-পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ সমাবেশে যোগদান করেন। কেন্দ্রীয় পরিচালক সোনামণিদের উদ্দেশ্যে উপদেশমূলক বক্তব্য রাখেন। তিনি সোনামণিদেরকে এ দেশের একমাত্র আদর্শ শিশু-কিশোর সংগঠন 'সোনামণি'র সদস্য হয়ে নিজেদেরকে মহানবী (ছাঃ)-এর আদর্শে গড়ে তোলার আহবান জানান।

সোনামণিদের প্রতি

-আবদুল্লাহ আল-মামুন
মণিরামপুর, যশোর।

সোনামণি ভাই-বোনেরা
শোন দিয়ে মন,
সত্য কথা বলবে সদা
মিথ্যা বলা বারণ।
সারাদিন খেলবেনা
ধূলোবালি নিয়ে,
লেখাপড়া তোমরা সবে
করবে মন দিয়ে।
খারাপ সঙ্গ সাথে মিশে

http://islaminonesite.wordpress.com

দুষ্টুমি কভু করবেনা,
আব্বা-আম্মাকে না জানিয়ে
কোথাও যেতে মানা।
গুরুজনে বলেন যা
মানবে যথাসাধ্য,
আব্বা-আম্মাকে করবে সম্মান
হবে না অবাধ্য।
বড়দের সাথে দেখা হ'লে
দিবে সালাম আগে
এমন কিছু করবেনা যাতে কারো
মনে ব্যাথা লাগে।
ছালাত-ছিয়ামের অভ্যাস করবে
শিখবে হাদীছ-কুরআন
ফুলের মত পুতঃপবিত্র
গড়বে সবাই জীবন।
কাউকে কভু করোনা ঘৃণা
গরীব ছোট বলে,
বড়দের সম্মান ছোটদের আদর
কখনো যেওনা ভুলে।
এখন তোমরা ছোট্ট সোনা
অনেক বড় হবে,
তোমরাই হবে দেশের নেতা
নতুন আসন লবে।
এখন থেকেই নিজেকে গড়ো
মনে রেখো উপদেশ,
এবার তবে বিদায় সোনারা
আজকের মতো শেষ।

আজকে যারা সোনামণি

-আবুবকর ছিদ্দীক্ব
সাং- সানারপুকুর
গাবতলী, বগুড়া।

আজকে যারা সোনামণি
কাল যে হবে বড়,
মনের ছোট আকাশটাতে
স্বপ্ন যে হয় জড়ো।
বিশ্বখ্যাত শিল্পী হবে
কেউ বা হবে কবি,
মুঠোয় পুরে জগতটাকে
আঁকবে কতো ছবি।
মনের ভেতর স্বপ্নগুলো
জোছনা হয়ে ভাসে,
আশার সকল চারাগুলো
খিলখিলিয়ে হাসে।

সোনামণিদের জন্য রামাযানের সিলেবাস

আদরের সোনামণিরা!সালাম ও ভালবাসা নিও। পবিত্র রামাযান নিকটেই। তোমাদের বার্ষিক পরীক্ষা সবেমাত্র শেষ হয়েছে। এখন তোমরা মামাবাড়ী-খালাবাড়ী-চাচাবাড়ী বেড়াবে। আরও কত আনন্দ করবে তাই-না? তবে মনে রেখো রামাযান মাসে তোমাদের অনেক কাজ রয়েছে। তোমাদের জন্য প্রদত্ত রামাযানের নিম্নোক্ত সিলেবাসটি যথাযথ অনুসরণ করে চলবে, কেমন?

(১) রামাযান মাসে তেলাওয়াত বিশুদ্ধভাবে কুরআন শিখবে। বিশেষ করে সূরা ফাতিহা, সূরা হজ্জের ২৩ ও ২৪ আয়াত। সূরা আহযাবের ২১ নং এবং সূরা ইউসুফের ১০৮ নং আয়াত অর্থসহ মুখস্থ করবে।

(২) সকলে নিয়মিত জামা'আতের সাথে ছালাত আদায় করবে ও সঠিকভাবে ছিয়াম পালন করবে।

(৩) প্রতিদিন একটি করে হাদীছ পাঠ করবে। তোমাদের প্রতিযোগিতার সিলেবাসের ১০টি হাদীছ অবশ্যই মুখস্থ করবে।

(৪) সোনামণি গঠনতন্ত্র ও ইসলামী সাহিত্য পাঠ করবে এবং ভর্তি ফরম পূরণ করে সোনামণি সদস্য হবে।

(৫) নিয়মিত সাপ্তাহিক বৈঠক করবে এবং সোনামণি সংগঠনের দাওয়াত তোমাদের বয়সী সকল ছেলে-মেয়েদের নিকট পৌঁছে দিবে।

(৬) ভাল বন্ধুদের সাথে মিশবে এবং নিজেদেরকে আদর্শ শিশু-কিশোর হিসাবে গড়ে তুলবে।

(৭) জুলাই '৯৯ থেকে চলতি সংখ্যায় তাহরীকে প্রকাশিত বিশুদ্ধ দো'আগুলি মুখস্থ করবে।

পরিশেষে তোমরা সকলে ভাল থেকো, সুস্থ থেকো এবং সিলেবাসটি যথাযথভাবে পালন করে চলো এই কামনায় শেষ করছি। ওয়াসসালাম।

তোমাদের ভাইয়া
মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান
পরিচালক
সোনামণি।

সোনামণি কেন্দ্রীয় সম্মেলন ২০০০

আগামী ১৭ ফেব্রুয়ারী রোজ বৃহস্পতিবার (তাবলীগী ইজতেমার ১ম দিন) সকাল ১০টা হ'তে দুপুর ১২টা পর্যন্ত 'সোনামণি কেন্দ্রীয় সম্মেলন' নওদাপাড়া, রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত হবে ইন্শাআল্লাহ। উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করার সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন 'সোনামণি সংগঠনে'র প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর আমীরে জামা'আত **ডঃ মাওলানা মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**।

উক্ত সম্মেলনে সকল সোনামণি ছেলে-মেয়েদেরকে উপস্থিত হওয়ার জন্য বিশেষভাবে আহবান করা যাচ্ছে।

-পরিচালক, সোনামণি।

http://islaminonesite.wordpress.com

'সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালনা পরিষদ'-এর উদ্যোগে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০০০

১। ক্বিরাআত প্রতিযোগিতাঃ সূরা হজ্জ-এর ২৩ ও ২৪ আয়াত।
২। হাদীছ প্রতিযোগিতাঃ অর্থসহ ১০টি হাদীছ।*
৩। সোনামণি জাগরণীঃ নির্ধারিত ৫টি জাগরণী। (যেকোন একটির উপর পরীক্ষা হবে)।
৪। সোনামণি সংগঠনঃ নামকরণ, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, মূলমন্ত্র, মনোগ্রাম, কর্মসূচী, সাংগঠনিক স্তর, সাপ্তাহিক বৈঠক, নীতিবাক্য ও ১০টি গুণাবলী (যেকোন দু'টির উপর পরীক্ষা হবে)।
৫। সাধারণ জ্ঞান ও মেধা পরীক্ষাঃ সেপ্টেম্বর '৯৭ থেকে আগষ্ট '৯৮-এ প্রকাশিত মাসিক আত-তাহরীক পত্রিকা থেকে।

প্রতিযোগিতার স্থান ও তারিখঃ

(১) স্ব স্ব যেলা মারকাযে ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ২০০০, শুক্রবার সকাল ৮ টা থেকে।
(২) সোনামণি কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ১৭ই ফেব্রুয়ারী ২০০০, বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা থেকে।

নীতিমালাঃ

(১) হাদীছ এবং সোনামণি জাগরণীর ক্ষেত্রে 'সোনামণি' কেন্দ্র কর্তৃক নির্ধারিত সিলেবাস সংগ্রহ করতে হবে।
(২) প্রতিযোগীদেরকে অবশ্যই সোনামণি ভর্তি ফরম পূরণ করতে হবে এবং স্ব স্ব যেলা সোনামণি পরিচালকের সুপারিশ পত্র সঙ্গে আনতে হবে।
(৩) কোন প্রতিযোগী ৩টির অধিক বিষয়ে অংশগ্রহণ করতে পারবে না।
(৪) সোনামণি বালক ও বালিকাদের পৃথক প্রতিযোগিতা হবে এবং প্রতি বিষয়ে ৩টি পুরস্কারসহ সর্বমোট ৩০টি পুরস্কার দেওয়া হবে।
(৫) সকল স্তরের প্রতিযোগিতা স্ব স্ব পরিচালনা পরিষদ নিজ উদ্যোগে গ্রহণ করবে।

** হাদীছ ফাউণ্ডেশন কর্তৃক ১৯৯৯ সালে অনুষ্ঠিত 'হাদীছ প্রতিযোগিতা' সিলেবাসের ৫, ৮, ১০, ১৪, ১৭, ১৮, ২৩, ৩৩, ৩৬ ও ৩৭ নং হাদীছ দ্রষ্টব্য।*

-মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান
কেন্দ্রীয় পরিচালক, সোনামণি

জোনাকী হোটেল এণ্ড রেস্টুরেন্ট

আমরা সকাল, দুপুর ও রাত্রের উৎকৃষ্টমানের খাবার পরিবেশন করে থাকি। ভাত, বড় মাছ, ছোট মাছ, খাশির মাংশ, মুরগির মাংশ, বিভিন্ন প্রকারের শাক-সবজি, বিভিন্ন প্রকারের ভর্তা, বিভিন্ন প্রকারের ডাল, খাবার জন্য পরিবেশন করি এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য প্যাকেট খাবারও সরবরাহ করে থাকি।

পরিচালনায়ঃ আব্দুর রহমান
পদ্মা হোটেলের নিচে, গণকপাড়া, সাহেব বাজার, রাজশাহী।

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

ছাত্র রাজনীতির নামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাস ছড়ানো হচ্ছে

-রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দীন আহমাদ

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র রাজনীতির নামে সন্ত্রাস ও সহিংসতা ছড়ানো হচ্ছে। এধরণের ক্রিয়া-কলাপের সাথে যারা জড়িত তাদের কাছ থেকে সমাজ কি আশা করতে পারে? গত ১২ নভেম্বর নটরডেম কলেজের সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন আনুষ্ঠানের উদ্বোধনী বক্তৃতায় রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমাদ উপরোক্ত কথা বলেন।

তিনি সমাজের নৈতিক অবক্ষয়ের ব্যাপারে দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষাদান ও শিক্ষা লাভের উপযুক্ত পরিবেশ নেই। শিক্ষার আদর্শিক লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট না হওয়ার কারণে শিক্ষার নামে অনেক প্রহসন চলছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে যে অনিয়ম চলছে তা কোন জাতির জন্য কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। তিনি ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যাকে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করে জনসম্পদে পরিণত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিকতার সাথে ত্যাগী হওয়ার আহবান জানান।

বিশপ টি গোমেস-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন রোম থেকে আগত প্রধান অতিথি রেভারেণ্ড হাগ ক্লিয়ারী, বেনজামিন, ডঃ কামাল হোসেন, ডঃ এ মঈন খান এম পি, ডঃ জোসেফ ডি সিলভা, বোরহান আহমাদ প্রমুখ।

সাবেক প্রধানমন্ত্রী কাযী জাফরের ২০ বছর সশ্রম কারাদণ্ড

গত ২রা নভেম্বর খুলনা বিভাগীয় বিশেষ জজ জনাব আযীযুল হক একটি দুর্নীতি মামলার রায়ে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও জাতীয় পার্টির প্রেসিডিয়াম সদস্য কাযী জাফর আহমাদকে ২০ বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও ১০ লক্ষ টাকা জরিমানার আদেশ জারী করেছেন। আদালতে কাযী জাফরের অনুপস্থিতিতে এই রায় প্রদান করা হয়।

মামলার বিবরণে জানা গেছে, কাযী জাফর প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে খুলনা যেলার দিঘলিয়া থানায় একটি ক্যান্সার হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার জন্য ১০০ বিঘা জমি দান করবেন বলে ১৯৮৯ সালের অক্টোবর মাসে সাংবাদিক সম্মেলনে এবং স্থানীয় বিভিন্ন জনসভায় ঘোষণা দেন। ঘোষিত ১০০ বিঘা জমির মধ্যে প্রকৃতপক্ষে ৪৮ বিঘা জমি ছিল তার পৈতৃক এজমালী সম্পত্তি। উক্ত সম্পত্তির নাব্যতা ভরাটের উদ্দেশ্যে স্বাস্থ্য বিভাগের পূর্বানুমতি ছাড়াই তিনি ক্যান্সার হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন এবং কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর একটি বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ করেন। প্রকল্পের

http://islaminonesite.wordpress.com

জন্য বরাদ্ধকৃত ১০ লক্ষ টাকার গম ও চালের কোন কাজ না করে তিনি আত্মসাৎ করেন। উল্লেখ্য যে, খুলনা যেলা দুর্নীতি দমন ব্যুরো ১৯৯৪ সালের ৩০শে জানুয়ারী তারিখে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী কাযী জাফরসহ ৩ জনকে আসামী করে একটি মামলা দায়ের করে ছিল। ১৯৯৫ সালে মামলাটি খুলনা জজ আদালতে স্থানান্তরিত করা হয়। সাক্ষ্য প্রমাণাদী শেষে বিজ্ঞ আদালত উপরোক্ত রায় প্রদান করেন।

ভারতের কারাগারে ৪ শতাধিক বাংলাদেশীর মানবেতর জীবন

ভারতের বহরমপুর কারাগারে ৪ শতাধিক বাংলাদেশী নাগরিক মানবেতর জীবন যাপন করছে। কারাপুলিশের অত্যাচার ও নির্যাতনের ফলে এদের অনেকেই গুরুতর অসুস্থ হয়ে এখন মৃত্যু পথযাত্রী। সম্প্রতি বহরমপুর কারাগার থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত ১৩ জন যুবক সাংবাদিকদের কাছে এই হৃদয় বিদারক তথ্য প্রকাশ করে।

তথ্য প্রদানকারী ঐ ১৩ জন যুবকের বাড়ী রাজশাহী যেলার গোদাগাড়ীতে। তারা গত মে মাসে বিনা ভিসায় অবৈধভাবে গরু কেনার জন্য ভারতে অনুপ্রবেশ করলে ভারতীয় পুলিশ তাদের গ্রেফতার করে আদালতে হস্তান্তর করে। আদালত তাদেরকে ৬ মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে। মুক্তিপ্রাপ্ত ঐ যুবকরা জানায়, পুশইন, সীমান্তবর্তী এলাকায় বাংলাদেশীদের মাছ ধরা, চাষাবাদ করা, মহিষ চড়ানো অবস্থায় ধরে নিয়ে যাওয়া হয় এবং ভারতের হাটে গরু কিনতে যাওয়ার অভিযোগে গ্রেফতার করে বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। বহরমপুর কারাগারে আটককৃত এরূপ বাংলাদেশী নাগরিকের সংখ্যা প্রায় ৪ শতাধিক। যাদের সাথে কারাপুলিশ অমানবিক আচরণ করছে। এছাড়া এদের দ্বারা কাপড় পরিষ্কার, জুতা পালিশের কাজও করে নেয়া হয়। এসব বাংলাদেশীকে খাওয়ানো হয় পচা ও পাথর মিশ্রিত চালের ভাত ও ময়লা ময়দার রুটি।

তারা আরো বলেন, কারাপুলিশের অত্যাচার-নির্যাতন, পচা খাবার ও অর্ধাহারে-অনাহারে থাকার কারণে অনেকেই দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগছে। মাসের পর মাস শয্যাশায়ী থাকলেও তাদের চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা করা হয় না।

কিডনী বিক্রি করে এনজিও-র ঋণের টাকা পরিশোধের সিদ্ধান্ত

এনজিও-র ঋণের টাকা পরিশোধ করতে নিজেদের কিডনী বিক্রির সিদ্ধান্ত নিয়েছেন রাজশাহী যেলার বাঘা থানার নওটিকা গ্রামের ১৮ জন দুঃস্থ মহিলা।

স্থানীয় একটি এনজিও-র কাছ থেকে এই হতভাগী ১৮ জন মহিলা ৫ থেকে ১০ হাযার টাকা পর্যন্ত ঋণ গ্রহণ করেছিল। শর্ত ছিল ঋণের টাকা দিয়ে শাক-সবজির চাষ, হাঁস-মুরগী পালন ও জমি বর্গা নিয়ে ধান, ইক্ষু ও শীতকালীন ফসলের চাষ করবে এবং মাসিক কিস্তিতে সুদে আসলে ঋণ পরিশোধ করবে। কিন্তু সাম্প্রতিক বন্যায় তাদের সে স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়। ফলে তারা নিয়মিত ঋণের কিস্তি পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়। এদিকে এনজিও কর্তৃপক্ষ ঋণের টাকা পরিশোধ করতে নির্দেশ দেন। অন্যথায় তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হবে বলে হুমকি প্রদান করেন। দুঃস্থ মহিলারা এনজিও কর্মকর্তাদের হাত-পা ধরে টাকা পরিশোধের জন্য সময় প্রার্থনা করে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ তাদের অনুনয়ে কোন সাড়া না দিয়ে দুর্ব্যবহার করে এবং থানায় ডাইরী করে।

এদিকে থানায় ডাইরী করায় থানা পুলিশও টাকা পরিশোধের জন্য চাপ প্রয়োগ করছে। ফলে কোন উপায় না পেয়ে তারা কিডনী বিক্রি করে ঋণের টাকা পরিশোধের সিদ্ধান্ত নেয়। তারা কান্না জড়িত কণ্ঠে সাংবাদিকদের জানায় এনজিও থেকে ঋণ নিয়েছিলাম ভাগ্য পরিবর্তনের স্বপ্ন নিয়ে, সংসারে স্বচ্ছলতা আনার জন্য। কিন্তু এনজিও কর্মকর্তারা আমাদের স্বপ্ন ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছে। তাই কিডনী বিক্রি করে তাদের ঋণ পরিশোধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

ভারত থেকে আনা বিস্ফোরক দ্রব্য উদ্ধার

ভারত থেকে আমদানী করা পণ্যের সাথে বিস্ফোরক দ্রব্য আমদানীর ভয়াবহ ঘটনা উদঘাটিত হয়েছে। কাস্টমস এক্সসাইজ ও ভ্যাট যশোর সদর দপ্তরের নিবারক দল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বেনাপোল ওয়্যার হাউসে অভিযান চালিয়ে খালাসের অপেক্ষায় রাখা ১শ' বস্তা ভর্তি ৫ হাযার কেজি ভারতীয় বিস্ফোরক উদ্ধার করে।

জানা গেছে, ঢাকার ৩৯/১, মিটফোর্ড রোডের 'মেসার্স ভাই ভাই কেমিক্যালস পারফিউমারী' ভারত থেকে একটি পণ্য চালানে ১ হাযার ১২৫ বস্তা চায়না 'ক্লে' আমদানী করে। যথারীতি ঐ বস্তাগুলো বেনাপোল ওয়্যার হাউসে রাখা হয়। দু'এক দিনের মধ্যেই পণ্য খালাসের কথা ছিল। কাস্টমসের একটি নিবারক দল বেনাপোল ওয়্যার হাউসে অভিযান চালালে ১শ' বস্তা ভর্তি ৫ হাযার কেজি বিস্ফোরক দ্রব্য আমদানীর বিষয়টি উদঘাটিত হয়।

সূত্র মতে, এর আগে বেনাপোল সীমান্তে যে ধরণের বিস্ফোরক দ্রব্য আটক হয়েছিল আমদানিকৃত বিস্ফোরক দ্রব্য 'সালফার' এর সাথে এর মিল রয়েছে। 'সালফার' হ'ল বোমা তৈরীর প্রধান উপাদান।

কাচামরিচ ও পিঁয়াজের আকাশচুম্বী দাম

সারাদেশে কাচামরিচ ও পিঁয়াজের মূল্য আকস্মিকভাবে বেড়েছে। মূল্য বৃদ্ধির প্রতিযোগিতায় আছে বরগুনা যেলা। এ যেলার সর্বত্র কাচামরিচ প্রতি কেজি ৮০ টাকা হ'তে ৯০ টাকা ও পিঁয়াজ ৫০ টাকা হ'তে ৬০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। মূল্য বৃদ্ধির কারণে ক্রেতাদের দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে।

ভারতে ইলিশ পাচার

বাংলাদেশের জাতীয় মাছ ইলিশ অবাধে ভারতে পাচার হচ্ছে। ভারতে ইলিশের কদর বেশি হওয়ায় যশোরের বিভিন্ন সীমান্ত পথ দিয়ে এক শ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ী ও জেলেরা অধিক মুনাফার আশায় ইলিশ পাচার করছে। ফলে স্থানীয় জনগণের জন্য ইলিশ এখন দুষ্প্রাপ্য।

এদিকে চোরাই পথে ব্যাপকহারে ইলিশ পাচার হওয়ায় এ বছর বেনাপোল বন্দর দিয়ে তেমন ইলিশ রপ্তানী হয়নি।

http://islaminonesite.wordpress.com

ফলে সরকারও রাজস্ব আয় হ'তে বঞ্চিত হচ্ছে।

মাকে হত্যার দায়ে পুত্রের মৃত্যুদণ্ড

সাতক্ষীরা ৩নং জজ আদালতের অতিরিক্ত যেলা দায়রা জজ সিরাজুল ইসলাম মা হত্যার দায়ে পুত্র ফকীর আহমাদকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দিয়েছেন। দণ্ডপ্রাপ্ত ফকীর সাতক্ষীরা যেলার কলারোয়া থানার ইলিশপুর গ্রামের মৃত ইসমাঈল হোসায়েনের পুত্র।

মামলার বিবরণে জানা গেছে, ১৯৯৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর বাঁশ কাটা নিয়ে মা নবীছান (৬৫)-এর সঙ্গে ফকীর আহমাদের ঝগড়া হয়। ঝগড়ার এক ফাঁকে ফকীর ক্ষীপ্ত হয়ে ধারালো দা দিয়ে তার মায়ের কপালে আঘাত করলে ঘটনাস্থলেই নবীছান মারা যায়।

নযীরবিহীন ভোট ডাকাতির মধ্য দিয়ে টাঙ্গাইল-৮ আসনের উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত

ভোট কারচুপি, ভোট জালিয়াতি ও ভোট ডাকাতির সর্বকালের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করে আওয়ামী সরকার গত ১৬ নভেম্বর বহুল আলোচিত টাঙ্গাইল-৮ আসনের উপনির্বাচনের নামে নির্লজ্জ প্রহসন করেছে। হাইজ্যাকের সকল অতীত ইতিহাস ম্লান করে দিয়েছে সখিপুর বাসাইল নির্বাচনে সরকারী দল ও প্রশাসনের ভোট লুটেরা। ভোটাধিকার বঞ্চিত বিক্ষুব্ধ জনতার উপর পুলিশ, বিডিআর বেপরোয়া গুলি চালিয়ে অন্তত ১০ জনকে গুরুতর আহত করেছে। প্রশাসন, শাসক দলীয় ক্যাডাররা ও আইন রক্ষাকারী পুলিশ বাহিনী দরজা বন্ধ করে নির্লজ্জভাবে ব্যালট পেপারে সিল মেরেছে। গোটা প্রশাসনযন্ত্র কার্যতঃ উলঙ্গভাবে সরকার দলীয় প্রার্থীর পক্ষে কাজ করেছে। নির্বাচনের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী বঙ্গবীর আবদুল কাদের ছিদ্দীক্বী নিজের ভোটটিও দিতে পারেননি। ফলে তাৎক্ষনিকভাবে তিনি নির্বাচন প্রত্যাখ্যান করেন। এদিকে নির্বাচন কমিশন ৪টি ভোট কেন্দ্র পর্যবেক্ষণের পর ভোট ডাকাতি প্রত্যক্ষ করে ভোট গ্রহণ বাতিল করেন। ভোট ডাকাতির প্রতিবাদে জনগণ ভোট কেন্দ্র ঘেড়াও সহ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লে পুলিশ-বিডিআর তাদের উপর গুলি বর্ষণ করে।

কাদের ছিদ্দীক্বীর সমর্থকদের দাবী, দেশের সংবাদপত্র গুলিতে সখিপুর-বাসাইল উপনির্বাচনের অনিয়ম প্রচার হওয়া এবং জনগণের মাঝে প্রতিক্রিয়া দেখা দিলে কর্তপক্ষ নির্বাচনের ফলাফল স্থগিতসহ ৩ সদস্য বিশিষ্ট বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন করে। এদিকে বাতিলকৃত ৪টি কেন্দ্রের (কালিয়া আড়াইপাড়া সিনিয়র মাদরাসা, বানিয়ারটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, বড়চওনা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এবং বোয়ালী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় দায়িত্ব প্রাপ্ত) ৪ জন ম্যাজিষ্ট্রেট ও ৪জন প্রিজাইডিং অফিসারকে চাকুরী হ'তে ২ মাসের জন্য সাময়িক বরখাস্ত সহ তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা দায়ের করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

লন্ডন-সিলেট বিমান চলাচল শুরু

গত ৪ঠা নভেম্বর'৯৯ ১৫৯ জন যাত্রী নিয়ে বাংলাদেশ বিমানের বিজি-০১৬ এয়ারবাস লন্ডন থেকে সরাসরি প্রবাসীবহুল সিলেট ওছমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণের মধ্য দিয়ে লন্ডন থেকে সরাসরি সিলেটে বিমান চলাচল শুরু হয়েছে। এর ফলে যুক্তরাজ্যে প্রবাসীসহ সিলেট বিভাগের ১ কোটি জনগণের দীর্ঘ দিনের স্বপ্ন পূরণ হয়েছে। এয়ারবাসটি ঐ দিন দুপুর ১২টা ৫৫ মিনিটে সিলেট ওছমানী আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর রানওয়ে স্পর্শ করার পর বিমান বন্দরে উপস্থিত হাযার হাযার জনতা উৎফুল্লের সাথে এয়ারবাসের যাত্রীদের অভিনন্দন জানান।

উল্লেখ্য, প্রতি বৃহস্পতি ও শনিবার বাংলাদেশ বিমানের ২টি এয়ারবাস ফ্লাইট লন্ডন হ'তে দুবাই হয়ে সিলেট আসবে।

মাতৃভাষার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ

ইউনেস্কো ২১ ফ্রেব্রুয়ারীকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। ২৮ অক্টোবরে শিক্ষামন্ত্রী এ,এস,এইচকে ছাদেকের আবেদনের প্রেক্ষিতে ইউনেস্কোর চলতি সাধারণ অধিবেশনে গত ১৬ নভেম্বরে এই স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। ইউনেস্কোর এ স্বীকৃতিতে বাংলা ভাষা, সংস্কৃতি ও ৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারীতে মাতৃভাষার জন্য আত্মত্যাগ আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃতি পেল। এখন থেকে মে দিবসের মতই প্রতিবছর ২১শে ফেব্রুয়ারী 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসাবে বিশ্বের ১৮৮টি দেশে পালিত হবে।

'আত-তাহরীক পাঠক ফোরাম'-এর সহযোগিতায় আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' দিনাজপুর (পঃ) সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে ও 'আত-তাহরীক পাঠক ফোরাম'-এর সহযোগিতায় গত ১৫ই নভেম্বর সোমবার বাদ আছর স্থানীয় নাড়াবাড়ী কেন্দ্রীয় জামে' মসজিদে 'ফিরকাবন্দীর উৎস ও বিদ'আতী আমলসমূহের ভয়াবহতা' শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

যেলা সভাপতি মুহাম্মাদ আবদুল ওয়াকীলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ মুসলিম। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন- এহইয়াউত তুরাছ আল-ইসলামী কর্তৃক নিয়োজিত পশ্চিম আকরগ্রাম জামে' মসজিদের ইমাম ও দাঈ মাওলানা মুহাম্মাদ হুমায়ূন কবীর।

প্রধান অতিথির ভাষণে মাওলানা মুহাম্মাদ মুসলিম বলেন, কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র প্রতি আন্তরিকতা না থাকার কারণে এবং বিভিন্ন অজ্ঞতা হেতু ও বহুমূখী গোঁড়ামীর ফলে আজও মুসলিম মিল্লাত শিরক-বিদ'আতে নিমজ্জিত। তা থেকে সমাজ ও জাতিকে উদ্ধারের জন্য এহেন প্রয়াস অবশ্যই প্রশংসনীয়। তিনি বলেন, শুধু মাযহাবীদের মধ্যেই নয় বরং আমাদের মধ্যেও বহু বিষয় নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। এর কারণ হ'ল গবেষণামূলক কোন প্রতিষ্ঠান না থাকা। এতদিন যে যার মত বক্তব্য ও ফৎওয়া প্রদান করতেন। ফলে বিভ্রান্তি দেখা দিত। কিন্তু এখন সে সুযোগ

http://islaminonesite.wordpress.com

নেই। আমাদের 'দারুল ইফতা' ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। সেখান থেকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক দেওয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে আমাদের ফিরকাবন্দী দূর করে বিদ'আতমুক্ত আমল করতে হবে।

যেলা সভাপতি আবদুল ওয়াকীল বলেন, পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র শাশ্বত আদর্শ হ'তে দূরে সরে এসে নিজ নিজ ইমাম ও শায়খদের অন্ধ অনুসরণের কারণেই ফিরকাবন্দী ও বিদ'আতী আমল সমূহের উন্মেষ ও বিকাশ সাধিত হয়েছে। এ থেকে পরিত্রাণ পেতে হ'লে আমাদেরকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের পথে ফিরে আসতে হবে। আর সে লক্ষ্যেই 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও তাদের মুখপত্র **'আত-তাহরীক'** সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

আলোচনার শেষে আন্দোলন, যুবসংঘ ও সোনামণি গ্রুপে পূর্বে অনুষ্ঠিত দো'আ প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ৯ জনকে 'আত-তাহরীক পাঠক ফোরাম'-এর পক্ষ হ'তে আকর্ষণীয় পুরস্কার প্রদান করা হয়। ফোরাম -এর সভাপতি মুহাম্মাদ আবদুল ওয়াকীলের পরিচালনায় অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি জনাব মাওলানা মুহাম্মাদ মুসলিম বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন।

শিবির সন্দেহে যুবসংঘের কেন্দ্রীয় নেতা গ্রেফতার

গত ২০শে নভেম্বর '৯৯ দুপুর ১টায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিনোদপুর গেট হ'তে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব এ,এস,এম, আযীযুল্লাহ্কে শিবির সন্দেহে গ্রেফতার করা হয়। এসময় তিনি লালমণিরহাট থেকে সাংগঠনিক সফর শেষে ফিরছিলেন। এ সংবাদ চারদিকে ছড়িয়ে পড়লে যুবসংঘের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার কর্মীরা মতিহার থানায় জমায়েত হয় এবং তাঁর মুক্তি কামনা করে। কেন্দ্রীয় সভাপতি হাফেয আযীযুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন তাৎক্ষনিকভাবে মতিহার থানায় যোগাযোগ করে তার নিঃশর্ত মুক্তি চান। অতঃপর রাত ১০টায় তাকে মুক্তি দেয়া হয়।

নিরীহ ছাত্রদের হয়রানী বন্ধ করুন!

- হাফেয আযীযুর রহমান

গত ১৬ই নভেম্বর '৯৯ মধ্যরাতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সৃষ্ট ঘটনায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি হাফেয মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান গভীর দুঃখ ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তিনি সৃষ্ট ঘটনার সাথে জড়িত ছাত্র নামধারী সন্ত্রাসীদের অবিলম্বে গ্রেফতার এবং সাধারণ ও নিরীহ ছাত্র-ছাত্রীদের অহেতুক হয়রানী না করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট আহবান জানান। তিনি বলেন, প্রকৃত সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার না করে শুধু দাঁড়ি-টুপিধারী এবং আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ছাত্রদের গ্রেফতার ইসলামী শিক্ষার বিরুদ্ধে অঘোষিত যুদ্ধ নয় কি? তিনি ছাত্র রাজনীতির হিংস্র ছোবল থেকে শিক্ষাঙ্গনকে মুক্ত করার জন্যও সরকারের প্রতি আবেদন জানান।

বিদেশ

যুক্তরাষ্ট্র জাতিসংঘের ভোটাধিকার হারাতে পারে!

জাতিসংঘের মহাসচিব কোফি আনান বলেছেন, ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে পাওনা পরিশোধ না করলে যুক্তরাষ্ট্র জাতিসংঘের ভোটাধিকার এমনকি নিরাপত্তা পরিষদেও তার আসন হারাতে পারে। জাতিসংঘের আনুমানিক হিসাব অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রের কাছে বিশ্ব সংস্থার প্রায় ১৭০ কোটি ডলার পাওনা রয়েছে। অবশ্য ওয়াশিংটন বলছে, এই অর্থের পরিমাণ ১শ' কোটি ডলারের কাছাকাছি।

এদিকে জাতিসংঘে মার্কিন রাষ্ট্রদূত রিচার্ড হলব্রুক মার্কিন সরকার বিরোধী রিপাবলিকান প্রাধান্যের কংগ্রেসকে এই মর্মে সতর্ক করে দিয়েছে যে, জাতিসংঘ পাওনা পরিশোধে অস্বীকৃতি যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। তিনি বলেন, বিষয়টি খুবই নাজুক অবস্থায় উপনীত হয়েছে। তিনি বলেন, শতাব্দীর শেষে এবং আগামী শতাব্দীর শুরুতে যুক্তরাষ্ট্র কোন্ ধরনের ক্ষমতা এবং কেমন নেতৃত্ব আশা করে সেটাই বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়াবে।

ক্যামেরুনে ৬ বছরের শিশু রাজা

উৎসবমুখর এক আনন্দঘন পরিবেশে পশ্চিম ক্যামেরুনের বাবেট উপজাতি ৬ বছরের শিশু সৌম জুনিয়রকে তাদের নতুন রাজা নির্বাচিত করেছে। তার বাবা রাজা সৌম-১ গত আগষ্ট মাসে মৃত্যুর আগে সৌম জুনিয়রকে তার উত্তরসূরী নির্বাচন করে যান।

গত ৮ নভেম্বর বাবেট সম্প্রদায়ের ৬০ হাযার উপজাতি কয়েক হাযার তাঁবু খাঁটিয়ে নাচ-গান ও কৌতুকের মাধ্যমে এই ক্ষুদ্র রাজার অভিষেক অনুষ্ঠান করে। যদিও বাবেট উপজাতির লোকেরা বহু আগেই খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছে কিন্তু তাদের রাজার অভিষেক প্রক্রিয়া এখনও বাবেট ধর্মীয় মতেই সম্পন্ন হয়। জানা গেছে অভিষেকের পর রাজাকে 'গোপন বনে' রাখা হবে। সেখানে রাজা কয়েক মাস অবস্থান করে বাবেট ধর্মের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জ্ঞান লাভ করবেন।

তামিল হামলায় শ্রীলংকার নযীরবিহীন বিপর্যয় ॥ ১ হাযার সৈন্য নিহত

তামিল টাইগার বিদ্রোহীদের হাতে নযীরবিহীন বিপর্যয় ঘটেছে শ্রীলংকার সেনাবাহিনীর। 'লিবারেশন টাইগারস্ অফ তালিম ইলম' (এলটিটিই) বিদ্রোহীদের হাতে গত ১লা নভেম্বর কমপক্ষে ২০টি গুরুত্বপূর্ণ শহরে সামরিক বাহিনীর বিপর্যয় ঘটে। বিদ্রোহীদের উপর্যুপরি হামলায় (তাদের দাবী অনুযায়ী) এক হাযারেরও বেশী সৈন্য নিহত হয়। কয়েকটি সেনাঘাটির পতন ঘটিয়ে বহু এলাকা বিদ্রোহীরা দখল করে নেয়। তবে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় মাত্র ৮৯ জন সৈন্য নিহত হওয়ার কথা স্বীকার করেছে। 'দি সানডে টাইমস' পত্রিকা জানিয়েছে, সৈন্যরা উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নির্দেশ অমান্য করে রণাঙ্গন থেকে পিছু হটে আসে এবং তাদের বাধাদান কারী সৈন্যদের লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে। এদিকে সরকারী

http://islaminonesite.wordpress.com

সেনাদের স্বরণকালের এই বিপর্যয়ের পর সেনাবাহিনীতে উল্লেখযোগ্য রদবদল করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, শ্রীলংকায় ১৯৮৩ সাল থেকে দীর্ঘ ১৬ বছরের এই জাতিগত সংঘর্ষে কমপক্ষে ৫৫ হাযার লোক নিহত হয়েছে। তামিল টাইগাররা নির্দিষ্ট একটা এলাকা নিয়ে স্বাধীন ভূখণ্ডের জন্য এ সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে।

আর্মেনীয় সংসদে গুলি
প্রধানমন্ত্রী ও স্পীকারসহ ৯জন নিহত

গত ২৭ অক্টোবর কয়েকজন অজ্ঞাতনামা বন্দুকধারীর গুলিতে আর্মেনীয় প্রধানমন্ত্রী ভাজগেন সাকাসিয়ান, স্পীকার দারেন ডেমিরচানসহ অন্তত ৯ জন সংসদ সদস্য নিহত হন। বন্দুকধারীরা আকস্মিকভাবে সংসদ চলাকালীন সময়ে সংসদ ভবনে ঢুকে এলোপাতাড়ি গুলি চালালে এ ঘটনা ঘটে। গুলি চলাকালে সংসদে এক বিভীষিকাময় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হয় ৩০ জনেরও বেশী সাংসদ। ঘটনাটি ঘটে প্রধানমন্ত্রী সংসদে ভাষণ দেয়ার সময়।

মর্মান্তিক ঐ হত্যাকাণ্ডের কারণ হিসাবে বন্দুকধারীরা জানিয়েছে যে, তারা আর্মেনীয় কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানাতে এই হামলা চালায়। তারা জাতীয় টেলিভিশনে তাদের বক্তব্য প্রচারের দাবী জানিয়েছিল। কিন্তু তাদের দাবী পূরণ করা হয়নি।

ভারতে এইডস রোগীর সংখ্যা ৩৫ লাখ!

ভারতে ৩৫ লাখ লোক এইডস ভাইরাস বহন করছে। 'জাতীয় এইডস নিয়ন্ত্রণ সংস্থা' (নাকো) ৯ই নভেম্বর আনুমানিক এই সরকারী হিসাব প্রকাশ করে। ১৯৯৮ সালের অক্টোবরে প্রধানতঃ দেশের মেডিকেল কলেজগুলোতে প্রতিষ্ঠিত ১৮০টি পর্যবেক্ষক দলের কাছ থেকে সংগৃহীত উপাত্ত থেকে আনুমানিক এই হিসাব তৈরী করা হয়েছে। গত অক্টোবরে কুয়ালালামপুরে এইডস সংক্রান্ত এক বৈঠকে এই পরিসংখ্যান পেশ করা হয়। এইডস পীড়িত প্রধান ৫টি রাজ্য হচ্ছে- মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্নাটক ও মনিপুর।

বিশ্বের সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত দেশঃ ভারত ও পাকিস্তান

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের দুর্নীতি পর্যবেক্ষণকারী জার্মান ভিত্তিক সংগঠন 'ট্রান্সপারেন্সী ইন্টারন্যাশনাল' ভারত এবং পাকিস্তানকে দ্বিতীয়বারের মত বিশ্বের সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ হিসাবে তালিকাবদ্ধ করেছে। গত ২৬ অক্টোবর উক্ত সংগঠনটির পঞ্চম জরিপ প্রকাশ করলে তাতে বিশ্বের দুর্নীতিগ্রস্ত ১০টি দেশের মধ্যে ভারত দুই দশমিক নয় পয়েন্ট পায়। গত বছরও ভারতের অবস্থান ছিল একই। অপরদিকে পাকিস্তান গত বছরের তুলনায় কিছুটা পয়েন্ট কমিয়ে চলতি বছরে দুই দশমিক সাত পয়েন্ট পেয়েছে। দুর্নীতিগ্রস্ত দেশের এ তালিকায় প্রথম হয়েছে ক্যামেরুন। কামেরুনের পয়েন্ট এক দশমিক পাঁচ। অপরদিকে দুর্নীতিমুক্ত দেশের প্রথম হয়েছে ডেনমার্ক। জরিপে আরো উল্লেখ করা হয়েছে যে, শিল্পোনত দেশগুলো অধিক ঘুষদাতা।

একুশ শতক হবে শান্তি ও মানবতার

-কোফি আনান

বিংশ শতাব্দীকে মানব ইতিহাসের সর্বাধিক হত্যাযজ্ঞের শতাব্দী হিসাবে উল্লেখ করে জাতিসংঘের মহাসচিব কোফি আনান বলেছেন, একবিংশ শতাব্দীকে অবশ্যই খুব শান্তিপূর্ণ ও মানবিক করতে হবে। তিনি বলেন, এটা খুবই দুঃখজনক যে, ছয়শ' কোটি মানুষের মধ্যে তিনশ' কোটি মানুষ চরম দরিদ্র্যাবস্থায় নতুন শতাব্দীতে প্রবেশ করবে। জাতিসংঘ দিবস উপলক্ষে এক ভাষণে তিনি বলেন, আমাদের এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে হবে। উল্লেখ্য, ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর জাতিসংঘ সনদ কার্যকর হয়। আনান বলেন, এটাও দুঃখজনক যে, বিভিন্ন দেশে জনগণ আজ সন্ত্রাস ও বর্বরতার শিকার। তিনি ঘোষণা করেন যে, বিংশ শতাব্দী ছিল মানব ইতিহাসে হত্যাযজ্ঞের শতাব্দী, একবিংশ শতাব্দীকে আরও শান্তিপূর্ণ ও আরও মানবিক করে তুলতে হবে।

বিশ্বের জনসংখ্যা ৬শ' কোটি অতিক্রম করা এবং বিশ্বের একটি নতুন শতাব্দীতে প্রবেশ করার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, এই বছরের জাতিসংঘ দিবস একটি বিশেষ দিন।

১৪০ জন শিশু খুন!!

ইতিহাসের জঘন্যতম এক খুনী গত পাঁচ বছরে একে একে ১৪০টি শিশুকে খুন করার কথা স্বীকার করেছে। কলম্বিয়ার প্রধান কৌশুলী আল-ফোনসো গোমেজ গত ২৯ অক্টোবর জানান, লুইস এডোয়ার্টু গারাভিটো নামের ঐ ভয়ানক খুনী ১১টি প্রদেশে গত পাঁচ বছর ধরে ঠাণ্ডা মাথায় একে একে ১৪০ জন শিশুকে হত্যা করেছে। গারাভিটো বর্তমানে পুলিশ হেফাযতে রয়েছে। উল্লেখ্য, কলম্বিয়ার তুনজা নগরীতে ১৯৯৬ সালে একটি শিশুকে হত্যার দায়ে ভিলাভিসেনসিও নগরীতে এ বছর ২২ এপ্রিল সে গ্রেফতার হয়। কৌশুলী জানান, এ মৃত্যুর শিকারের অধিকাংশই হ'ল গরীব শিশু, শ্রমিক, ছাত্র, চাষী বা ভিক্ষুক। তবে কৌশুলী গোমেজ হত্যাকারীকে মানসিকভাবে অসুস্থ বলে মন্তব্য করেছেন এবং বলেছেন, দৃশ্যতঃ সে শিশু অবস্থায় নিজে যৌন হয়রানির শিকার হয়।

গ্রীলমুক্ত বাড়ীর নতুন প্রযুক্তি

মডেল বিল্ডিং আইটেম

বিশ্বে প্রথম উদ্ভাবন স্পাইরাল পোষ্ট ও অন্যান্য অত্যাধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রস্তুত বিভিন্ন রকমের পোষ্ট আপনার বারান্দা, জানালা, বেলকনি, সিড়ি ঘর, গাড়ী বারান্দা, ইত্যাদিতে ব্যবহার করে আপনার বাড়ী গ্রিল মুক্ত রাখুন এবং বাড়ীকে রাণীর মতো সাজানোর জন্য যোগাযোগ করুন।

মডেল বিল্ডিং আইটেম, বিলসিমলা, গ্রেটার রোড বর্ণালী সিগন্যালের পশ্চিমে, রাজশাহী।

ফোনঃ (অনুঃ) ৭৬০৫৪৭

http://islaminonesite.wordpress.com

মুসলিম জাহান

আফগানিস্তানে জাতিসংঘ নিষেধাজ্ঞা কার্যকর

তালেবান কর্তৃপক্ষের শেষ মুহূর্তের আবেদন নাকচ করে জাতিসংঘ গত ১৪ নভেম্বরে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করেছে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ওসামা বিন লাদেনকে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে হস্তান্তর না করায় এই নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করা হ'ল। এদিকে জাতিসংঘ আরোপিত এ নিষেধাজ্ঞার প্রতিবাদে হাযার হাযার বিক্ষুব্ধ আফগান জনগণ ঐ দিন কাবুলের রাস্তায় জঙ্গী মিছিল বের করে। তারা মার্কিন বিরোধী শ্লোগান দেয় ও মার্কিন পতাকায় অগ্নি সংযোগ করে।

উল্লেখ্য যে, পূর্ব আফ্রিকার ২টি দেশের মার্কিন দূতাবাসে গত বছরে বোমা হামলার মূল হোতা হিসাবে যুক্তরাষ্ট্র ওসামা বিন লাদেনকে অভিযুক্ত করে আসছে। জাতিসংঘ বিচারের জন্য বিন লাদেনকে যুক্তরাষ্ট্র অথবা অন্যকোন তৃতীয় রাষ্ট্রে হস্তান্তরের আবেদন জানিয়ে আসছিল। এ আবেদন মানা না হ'লে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হবে বলে ইতিপূর্বে জাতিসংঘ কাবুলের ক্ষমতাসীন তালেবান কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করে দেয়। জাতিসংঘ বিন লাদেনকে হস্তান্তরের জন্য ৩০ দিনের সময়সীমাও বেধে দেয়। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তালেবান কর্তৃপক্ষ ওসামা বিন লাদেনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে হস্তান্তর করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে আবারও আলোচনার আবেদন জানান। কিন্তু জাতিসংঘ তালেবান কর্তৃপক্ষের সর্বশেষ আবেদন অগ্রাহ্য করে এ নিষেধাজ্ঞা জারি করেন।

নিষেধাজ্ঞার ফলে তালেবান সরকারের কোন বিমান বিদেশে চলাচল করতে পারবেনা। তবে ধর্মীয় কারণে এবং মানবিক সাহায্য বহনকারী বিমান এই নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়বে না। কিন্তু এর জন্য জাতিসংঘের সংশ্লিষ্ট বিভাগের পূর্বানুমতি নিতে হবে।

এদিকে আফগানিস্তানের ইসলামী আন্দোলনের নেতা মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র এ ধরণের শত্রুতা বন্ধ না করলে তারা আল্লাহ্‌র পক্ষ হ'তে ভূমিকম্প ও ঝড়ের মুখোমুখী হবে।

নওয়াজ শরীফ গ্রেফতার

পাকিস্তানের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফকে হত্যা, ছিনতাই ও অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র প্রচেষ্টার অভিযোগে দায়েরকৃত একটি মামলার প্রধান আসামী হিসাবে গ্রেফতার করা হয়েছে। গত ১৪ নভেম্বর কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে সামরিক বিমানে করে জনাব শরীফকে করাচী বিমান বন্দরে আনা হ'লে সেখানে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে।

গত ১২ অক্টোবর '৯৯ পাকিস্তানের সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল পারভেজ মোশাররফকে বহনকারী বিমান অবতরণ করতে না দেওয়া ও তাকে হত্যা প্রচেষ্টার অভিযোগ এনে একটি সন্ত্রাস বিরোধী আদালতে নওয়াজ শরীফ সহ তার ৪ জন ঘনিষ্ঠ সহযোগীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছিল। এই মামলার অন্যান্য আসামীরা হ'লেন সিন্ধু প্রদেশ বিষয়ক উপদেষ্টা সৈয়দ গাউস আলী শাহ, সিন্ধুর সাবেক আইজি রানা মকবুল আহমাদ, পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্সের (পি,আই,এ) সাবেক চেয়ারম্যান শহীদ খোকন আব্বাসী ও বে-সরকারী বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের সাবেক মহাপরিচালক আমিন উল্লাহ চৌধুরী।

উল্লেখ্য, গত ১২ অক্টোবরে সামরিক অভ্যুত্থানের পর থেকে ১৪ নভেম্বরে গ্রেফতার করার পূর্ব পর্যন্ত নওয়াজ শরীফকে সেনাবাহিনীর নিরাপত্তামূলক হেফাযতে রাখা হয়েছিল। নওয়াজ শরীফের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ আনা হয়েছে তাতে তার মৃত্যুদণ্ড অথবা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হ'তে পারে বলে বিশেষজ্ঞ মহল মনে করেছেন।

এদিকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপাই এই মর্মে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন যে, পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফকে সে দেশের সামরিক শাসকরা মৃত্যুদণ্ড দিতে পারে। এ ব্যাপারে তিনি আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপ কামনা করে বলেন, সময়মত পদক্ষেপ গ্রহণ না করা হ'লে শরীফকেও যুলফিকার আলী ভূট্টোর ভাগ্যই বরণ করতে হবে।

অপরদিকে গত ১৫ নভেম্বর পাকিস্তানের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফের দল 'মুসলিম লীগ' নির্বাচিত সরকার উৎখাতের অভিযোগ এনে সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে একটি মামলা দায়ের করেছে। মুসলিম লীগের অন্যতম নেতা জাফর আলী শাহ বাদী হয়ে এই মামলা দায়ের করেন। দায়েরকৃত মামলায় ১২ অক্টোবরের সামরিক অভ্যুত্থানকে অবৈধ ও সংবিধান বিরোধী বলে অভিহিত করা হয়েছে।

ইসলাম বিরোধী নাটক প্রকাশ করায়

তেহরানের 'আমীর কবীর কারিগরী বিশ্ববিদ্যালয়' হ'তে প্রকাশিত 'মওজ' নামক একটি সাময়িকীতে ইসলাম ধর্মকে হেয় প্রতিপন্ন করে নাটক প্রকাশ করায় সেদেশের আদালত গত ২রা নভেম্বর নাটকটির লেখক আব্বাস নেমাতি ও মামলার দ্বিতীয় আসামী মুহাম্মাদ নামনাবতকে ৩ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছে। এছাড়া ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের বুলেটিন বিভাগের ইনচার্জ আলী রেযাকে একই অপরাধে ৩ মাসের কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছে। পত্রিকাটিতে গত আগস্ট মাসে নাটকটি প্রকাশিত হয়।

নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন

শামসুল বই ঘর

প্রোঃ- মুহাম্মাদ মোস্তাফীযুর রহমান

গাবতলী, বগুড়া।

এখানে যাবতীয় বই, খাতা, কলম, ষ্টেশনারী ও সেলাই-এর বিভিন্ন দ্রব্য খুচরা ও পাইকারী বিক্রয় করা হয়।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

আগামীদিনের বাসভবন 'এইচ আই আই'

আগামীদিনের গোটা বাসভবন ফাইবার অপটিক্যাল ক্যাবল দ্বারা সংযুক্ত থাকবে। খাওয়া-দাওয়া, রান্না-বান্না, যোগাযোগ ব্যবস্থা, প্রতিটি কর্মকাণ্ডকেই এই আধুনিক প্রযুক্তি স্পর্শ করবে। প্রতিটি বাসভবন মনে হবে এক একটি সার্কিট। এটি কেবল বাসস্থানই হবে না, এটা বিভিন্নভাবে ব্যবহারকারীকে নিরাপত্তাও দিবে। এই প্রযুক্তি ব্যবহারকারীকে আহার দিবে, সুস্থ রাখবে, স্বাস্থ্যবান রাখবে, এমনকি কোন সুইচে হাত না দিয়েই যাবতীয় কাজ সম্পাদন করা যাবে। জাপানের মাৎসুমিতা ইলেকট্রিক ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল কোম্পানী এমন একটি ইলেকট্রনিক্স বাসভবনের নকশা প্রণয়ন করেছে। এর নাম দেওয়া হয়েছে 'হোম ইনফরমেশন ইনফ্রাষ্ট্রাকচার (এইচ আই আই)। ১১০ বর্গমিটারের তৈরী ইলেকট্রনিক বাসভবনটি কোম্পানীর টোকিও শো রুমে রাখা হয়েছে। আগামী ২০০৩ সালে এটি বাজারে ছাড়া হবে।

বোবাদের টেলিফোন

জাপানের 'হিটাচি ইলেক্ট্রনিক্স কোম্পানী' সম্প্রতি বোবাদের তথ্য প্রেরণ ও আদান-প্রদানের জন্য একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এই প্রকল্পের প্রধান লক্ষ্য হ'ল হাযারো কিলোমিটার দূর থেকে বোবা তথা শ্রবণশক্তিহীনদের জন্য যে কোন ভাষায় বার্তা পাঠানো। মজার বিষয় হ'ল- যার নিকট বার্তা পাঠানো হবে তার মাতৃভাষা তথা বোধগম্য ভাষায়ই তা ভাষান্তরীত হবে। কম্পিউটার প্রযুক্তি ইমেজ, কণ্ঠস্বর ও স্বয়ংক্রিয় অনুবাদ ব্যবস্থার উপর নির্ভর করবে এই টেলিফোন। তবে বার্তা পাঠানো প্রেরককে কম্পিউটার পরিচালনায় দক্ষ হ'তে হবে। সাথে থাকবে ক্যামেরা ও হাতে পরা গ্লাভস, যার মাধ্যমে সংকেত বুঝাতে পারবে কম্পিউটার।

এ প্রক্রিয়ায় জাপানী ভাষায় প্রথম অনুবাদ হবে পাঠানো বার্তাটি। তারপর রূপ নেবে ইংরেজী ভাষায়। অতঃপর ইংরেজী কণ্ঠস্বরে রূপান্তরিত হয়ে ভিডিও ফোনের মাধ্যমে ফোনে প্রবেশ করবে। শোনার সাথে সাথে বাক্যগুলো ভিডিও ফোনের পর্দায় ভেসে উঠবে এবং ভিডিও পর্দায় দেখা যাবে প্রেরিত ব্যক্তির মুখচ্ছবি। প্রাথমিকভাবে ৫শ' শব্দ ধারণ করছে এই ফোন। পরবর্তীতে ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।

বাংলায় মৌখিক নির্দেশের মাধ্যমে কম্পিউটার চালানোর সফ্‌টওয়্যার উদ্ভাবন

বাংলা ভাষায় মৌখিক নির্দেশের মাধ্যমে কম্পিউটার পরিচালনার সফ্‌টওয়্যার উদ্ভাবন করেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এস,আর,টি মিডিয়া ল্যাবে কর্মরত ডঃ দেবকুমার রায়। সম্প্রতি এক সেমিনারে ডঃ দেব জানান, তার উদ্ভাবিত এই প্রযুক্তিকে কিভাবে আরো সহজবোধ্য করা যায় সেজন্য এখন গবেষণা চলছে। তাঁর ইচ্ছা গ্রামীণ জনগণ যেন খুব সহজেই কম্পিউটারের মত আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারে। আর সে লক্ষেই এ গবেষণা।

নিউমোনিয়ার নতুন প্রতিষেধক

শিশুদের নিউমোনিয়া রোগের নতুন প্রতিষেধক আবিষ্কার হয়েছে। এই প্রতিষেধক আবিষ্কারের ফলে সারা বিশ্বের লক্ষ লক্ষ শিশুকে নিউমোনিয়া থেকে আরোগ্য করা সম্ভব হবে বলে গবেষকরা আশা করছেন। অচিরেই যুক্তরাষ্ট্রে প্রথমবারের মত আবিষ্কৃত এই প্রতিষেধক ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হবে। আমেরিকার সোসাইটি ফর মাইক্রোবায়োলজির সহযোগিতায় পরিচালিত গবেষণার পর এই প্রতিষেধক আবিষ্কার করা হয়। গবেষক ডঃ স্টিফেন ব্লাক বলেন, এটি শিশুদের জীবন রক্ষার ক্ষেত্রে একটি বড় বিজয়, এই প্রতিষেধক নিউমোক্কাম ব্যাকটেরিয়ায় আক্রান্ত রোগীদের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা যাবে।

সাগরের তলদেশে স্বর্ণ

১শ' ৪০ বছরের অধিককাল পর সাগরের তলদেশে প্রাপ্ত ২১ টন স্বর্ণের এক অংশ আগামী ডিসেম্বরে নিউইয়র্কে নিলামে বিক্রি হবে। টমি হামজন ও তার ইঞ্জিনিয়ারদল এই স্বর্ণের মালিক। তারা ১৮৫৭ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব উপকূলে সমুদ্রে ডুবে যাওয়া যাত্রীবাহী জাহাজ 'এস এস সেন্ট্রাল আমেরিকা' উদ্ধারের পর এই স্বর্ণের সন্ধান পান।

২১ টন স্বর্ণের এ পর্যন্ত উদ্ধারকৃত স্বর্ণ যা নিলামে চড়ানো হ'লে তার মূল্য ১ কোটি ডলার হ'তে পারে। বাকী সোনা এখনও সমুদ্রের তলদেশে রয়েছে। যার মূল্য ১শ' কোটি ডলার হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। জাহায উদ্ধারের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে থমসন বলেছেন, সাগরের তলদেশে স্বর্ণ যেন বিছিয়ে দেয়া হয়েছে। সর্বত্রই স্বর্ণ আর স্বর্ণ। যেদিকে দৃষ্টি ফিরাবেন সেদিকেই স্বর্ণ আর স্বর্ণ। উল্লেখ্য, ৫শ' যাত্রী ও ২১ টন স্বর্ণ নিয়ে ১৮৫৭ সালের ৮ সেপ্টেম্বর 'এস এস সেন্ট্রাল আমেরিকা' হাভানা থেকে যাত্রা করে। তখন সাগর শান্ত ছিল। কিন্তু এক পর্যায়ে সাগর উত্তাল হ'য়ে উঠলে উপকূল থেকে ১৮৬ মাইল দূরে ঝড়ের তোরে জাহাযটি ৭ হাযার ৮শ' ৪৭ ফুট নীচে ডুবে যায়। সাথে ২১ টন স্বর্ণেরও সমাধি ঘটে।

http://islaminonesite.wordpress.com

দিশারী

বাংলাদেশের বহুল প্রচারিত একটি ধর্মীয় মাসিক পত্রিকার আগষ্ট '৯৯ সংখ্যার ৩০ ও ৪৪ নং প্রশ্ন ও উত্তরটি আমাদের নিকটে অত্যন্ত অশালীন ও আপত্তিকর মনে হয়েছে। যা হুবহু নিম্নরূপঃ

১. নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
কুয়েত থেকে॥

প্রশ্নঃ বেশ কিছুদিন যাবৎ একজন বাংলাদেশী আহলে হাদীসপন্থী আলেম, মদীনা ভার্সিটি থেকে পাস করে জামইয়াতু ইহইয়া আততুরাছ আল ইসলামী জাহরা শাখায় কুয়েতে চাকুরীরত আছেন। এই সংস্থা থেকে প্রতি সপ্তায় ২/৩ দিন কোরআন-হাদীস থেকে আলোচনা হয়। উক্ত আলোচনা সভায় আমাদের দেশের আলেম-ওলামা সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য করতে শোনা যায়। বাংলাদেশে নাকি জাল হাদীস ভরা। যে সমস্ত হাদীস গ্রন্থ পড়ানো হয় এবং অনুসরণ করা হয় তার সবই জাল, জইফ আর দুর্বল। বাংলাদেশে কোন সহী কোরআনের তফসীর পড়ানো হয় না। যে সমস্ত তফসীর পড়ান হয় সবগুলোই দলীয় ভিত্তিতে নিজেদের মনগড়া তফসীর করা হয়েছে। সেখানে ইবনে-কাসীরের তফসীর পড়ান হয় না। ওই সমস্ত তফসীরগুলো সবই মুতাজিলা, রাফেজি, খারেজি ও শিয়াদের তৈরীকৃত জাল হাদীসে ভরা। হানাফী মাজহাব পালনকারীরা যে সমস্ত হাদীসের অনুশীলন করে, ওই সবই জাল, জঈফ এবং দুর্বল হাদীস। এরা নাকি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর অনুসরণ বাদ দিয়ে আবু হানিফা (রঃ)-এর অনুসরণ করা শুরু করেছে। এমনি সব মন্তব্য করে বিভিন্ন ধরণের ক্যাসেটও বিতরণ করা হচ্ছে। এ বিষয়ে আপনার সুচিন্তিত মতামত জানায়ে উপকৃত করবেন।

উত্তরঃ মুশকিল হচ্ছে কি কুয়েত এমন একটি দেশ যেখানে ইসলামের কোন ঐতিহ্য খুঁজে পাওয়া যাবে না। সে দেশে নাম করার মত কোন ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নাই। সে দেশের নাগরিকদের মধ্যে একজন যোগ্য আলেম এমন কি দু'চার জন হাফেজও খুঁজে পাওয়া কঠিন। এমনি একটি দেশে সে দেশের মানুষের ধ্যান ধারণাভিত্তিক ধর্মীয় অহংকে তুষ্ট করার জন্য আমাদের এই উপমহাদেশের কিছু আলেমবেশী পেটুয়া লোক নানা দায়িত্বহীন বকওয়াছ করে থাকে। ওরা নিছক পেট পালার জন্যই এই দুষ্কর্মে লিপ্ত। আল্লাহ্‌র মেহেরবানীতে বাংলাদেশে কোরআন-হাদীসের যে বিশুদ্ধ চর্চা আছে, সেটুকু কুয়েতের ন্যায় একটা বিচ্ছিন্ন বালুচর কেন, সমগ্র আরব উপদ্বীপেও খুঁজে পাওয়া যাবে না। সুতরাং ওদের ফালতু কথাবার্তায় কান দেওয়ার কোনই প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না।

২. মুহাঃ মতিউর রহমান
বিশা, সউদী আরব॥

প্রশ্নঃ আমরা এতদিন এই বিশ্বাস করে আসছি যে, আল্লাহ তাআলা নিরাকার এবং তিনি সর্বত্রই বিরাজমান। আমাদের এই বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে এখানকার ইসলামী সেন্টারের একজন মাওলানা (বাংলাদেশী) তাঁর সাপ্তাহিক হালকায় ওয়াজ করেছেন যে, আল্লাহ তাআলা নিরাকার নন এবং তিনি সর্বত্র বিরাজমান নন। অর্থাৎ তাঁর (আল্লাহর) হাত-পা-চোখ ইত্যাদি সবই আছে। মাওলানা সাহেব এও বলেন যে, যার মধ্যে এই বিশ্বাস নাই, তিনি মুসলমান বা ঈমানদার নন। এই নিয়ে এখানকার বাঙ্গালীদের মধ্যে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। আশা করি কোরআন ও হাদীসের আলোকে আপনার অভিমত জানিয়ে সুখী করবেন।

উত্তরঃ যে ব্যক্তি এ ধরণের কথা বলছে, সে হয় অকাট মূর্খ না হয় বিকৃত মস্তিষ্ক! কোন গোমরাহ ফেরকার গোপন এজেন্ট হওয়াও বিচিত্র কিছু নয়। আল্লাহ পাক নিরাকার। তিনি সর্বত্র সবকিছুতে বিরাজমান। তাঁর ক্ষমতা সর্বব্যাপী। পবিত্র কোরআনের বহু আয়াতে এবং হাদীস শরীফেও আল্লাহ তাআলার পরিচয় এভাবেই দেওয়া হয়েছে। সুতরাং এ ব্যক্তির প্রলাপে কান দিয়ে ঈমান বরবাদ করা যাবে না।

উপরোক্ত প্রশ্নোত্তরের আলোকে আমাদের বক্তব্য সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরা হ'ল।-

প্রথমটির জবাবঃ

প্রশ্নে উল্লেখিত বিষয়বস্তুর সাথে জবাবের কোন সামঞ্জস্য নেই। সেকারণ জবাবটিকে স্রেফ 'মনের ঝাল মিটানো' গোছের বলতে হয়। যাই হোক বাংলাদেশী আলেমদের অধিকাংশ একটি বিশেষ মাযহাবের মুক্বাল্লিদ বা অন্ধ অনুসারী। ছহীহ হাদীছের সঙ্গে নিজেদের মযহাবী ফৎওয়ার বিরোধ দেখতে পেলে নানান অজুহাতে ছহীহ হাদীছ বাদ দিয়ে স্বীয় দলীয় ফৎওয়াকে অগ্রাধিকার দেওয়া তাঁদের চিরাচরিত অভ্যাস। বাংলাদেশের আলিয়া-খারেজী সকল মাদরাসায় একটি বিশেষ মাযহাবী ফিকহ পড়ানো হয়। যা পাঠ করে কোন নিরপেক্ষ ছাত্র ছহীহ হাদীছের বিধান জানতে পারেনা। যদিও তাঁদের রচিত ফিকহ গ্রন্থগুলির পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় হানাফী-শাফেঈ মাযহাবী ইখতেলাফ, এমনকি নিজেদের মাযহাবের আলেমদের মধ্যেও বিভিন্ন বিষয়ে প্রচুর ইখতেলাফ দেখতে পাওয়া যায়। যেসব তাফসীর গ্রন্থ এদেশের মাদরাসা ও বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে পড়ানো হয়, সেখানেও একই অবস্থা। তাফসীরে কাশশাফের লেখক হানাফী মাযহাবের। কিন্তু আক্বীদায় তিনি মু'তাযেলী। জালালায়েন ও বায়যাভীর মুফাসসিরগণ শাফেঈ হ'লেও

http://islaminonesite.wordpress.com

তাঁরা ছিলেন আশ'আরী আক্বীদার অনুসারী। বরং আল্লাহ্র গুণাবলীর ব্যাখ্যায় বায়যাভী কাশশাফের অধিকাংশ ভুল ব্যাখ্যা নিজের তাফসীরে জমা করেছেন। আধুনিক যুগের মুফাসসির সাইয়িদ কুতুব লিখিত তাফসীর 'ফী যিলালিল কুরআন'-এর অধিকাংশ আক্বীদার স্থানে যামাখশারীর অনুকরণ করা হয়েছে। হাদীছ ভিত্তিক 'তাফসীর ইবনে কাছীর' এদেশে পড়ানো হয় না, দু'একটি আহলেহাদীছ মাদরাসা ব্যতীত। অতএব এসব তাফসীর ও ফিকহ অধ্যয়ন করে দলীয় সংকীর্ণতাদুষ্ট ও ভ্রান্ত আক্বীদার কিছু লোক সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। যদিও তাঁরাই বর্তমান সমাজে বড় বড় আলেম, মুফতী, মুফাস্সিরে কুরআন ও পীর-মাশায়েখ নামে খ্যাত। তাঁদের প্রতি ইঙ্গিত করাও বেআদবীর শামিল। এজন্য আগেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। তবুও কেবল সত্য প্রকাশের স্বার্থেই বলতে হচ্ছে।

আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছি সম্মানিত উত্তরদাতার এরূপ কটাক্ষের যে 'বাংলাদেশে কোরআন-হাদীসের যে বিশুদ্ধ চর্চা আছে, সেটুকু কুয়েতের ন্যায় একটা বিচ্ছিন্ন বালুচর কেন, সমগ্র আরব উপদ্বীপেও খুঁজে পাওয়া যাবে না'। আমরা দৃঢ়তার সাথে বলব যে, বাস্তব অবস্থা ঠিক তার উল্টা। আরব উপদ্বীপের স্বনামধন্য কোনও একজন সালাফী আলেমের সাথে সম্মানিত উত্তরদাতার সম্ভবতঃ পরিচয় নেই। তাছাড়া এই ধরণের জবাব দেবার আগে একবার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিৎ ছিল। যেখানে তিনি এরশাদ করেন,

إِنَّ الإِيمانَ لَيَأْرِزُ إِلى المدينة كما تَأْرِزُ الحَيَّةُ إِلى جُحْرِها

'নিশ্চয়ই ঈমান ফিরে আসবে মদীনার দিকে। যেমন সাপ ফিরে আসে তার গর্তের দিকে (বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/১৬০ 'কিতাব ও সুন্নাহকে আকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ)। আল্লাহ্র মেহেরবাণীতে সেই মদীনাতে বর্তমান বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যেখানকার যোগ্যতম উস্তাদদের নিকটে অধ্যয়নের জন্য প্রায় দেড়শতটি দেশের বাছাই করা কয়েক হাযার ছাত্র জমায়েত রয়েছে। ফালিল্লা-হিল হাম্দ।

২য় প্রশ্নটির জবাবও পূর্বের ন্যায়। মু'তাযিলী বা আশ'আরী আক্বীদার অনুসারীগণ আল্লাহ্র গুণাবলীতে বিশ্বাসী নন। তাঁরা আল্লাহকে গুণহীন সত্তা মনে করেন। অবশ্য আশ'আরীগণ আল্লাহ্র মাত্র ৭টি গুণকে স্বীকার করে থাকেন। অতএব কুরআনে যে সকল স্থানে আল্লাহ্র আরশ, কুরসী, হাত, পা, চেহারা, তাঁর কথা বলা, নিম্ন আকাশে অবতরণ করা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচিত হয়েছে, তাঁরা সেখানে কল্পনার আশ্রয় নিয়ে ঐগুলিকে 'আল্লাহ্র কুদরত, নে'মত' ইত্যাদি ব্যাখ্যা দিয়ে আল্লাহ্কে নির্গুণ ও নিরাকার সত্তা প্রমাণ করতে চেয়েছেন। অথচ আল্লাহ নিজের পরিচয় ও গুণাবলী যেভাবে বর্ণনা করেছেন, সেভাবেই তার উপরে ঈমান আনাই আহলে সুন্নাতের গৃহীত মাযহাব। আল্লাহ্র আকার অবশ্যই রয়েছে। তবে তার কোন তুলনা নেই। আল্লাহ নিজেই বলেন, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ- 'তাঁর তুলনীয় কিছুই নেই। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা (শূরা ১১)। وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا اَحَدٌ 'আল্লাহ্র কোন সমকক্ষ নেই' (ইখলাছ ৪)। আল্লাহ পাক স্বীয় আরশে সমাসীন আছেন। তাঁর তন্দ্রাও নেই। নিদ্রাও নেই। তিনি আরশে বসেই সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। কখনও নিম্ন আসমানে নেমে আসেন। ক্বিয়ামতের দিন জান্নাতী মুমিন বান্দাগণ তাঁকে স্বরূপে দেখতে পাবে। মুমিনের জন্য সেটাই হবে সবচেয়ে আনন্দঘণ মুহূর্ত ও তার ঈমানের সর্বাপেক্ষা আনন্দদায়ক পুরস্কার। অতএব এতে বিস্মিত হওয়ার কিছুই নেই যে, যে সকল ব্যক্তি উপরোক্ত তাফসীর সমূহ পড়ে আলেম হয়েছেন, তাঁদের আক্বীদা ঐভাবেই গড়ে উঠেছে। তাঁরা সুন্নী হিসাবে দাবী করলেও আল্লাহ্র গুণাবলীর ক্ষেত্রে তাঁদের আক্বীদা সুন্নী নয়। আল্লাহ্র সত্তা আরশে সমাসীন। কিন্তু তাঁর ইল্ম সর্বত্র বিরাজমান। এক্ষণে সৃষ্টির মধ্যে স্রষ্টার কল্পনা ও তাঁকে সর্বত্র সবকিছুতে বিরাজমান ধারণা করা হিন্দু, বৌদ্ধ ও খৃষ্টানদের অদ্বৈতবাদ ও সর্বেশ্বরবাদী কুফরী দর্শনের অনুকরণ বৈ কিছুই নয়। এই দর্শনের প্রভাবে মুসলিম নামধারী ছূফীরা আহমাদ ও আহাদের মধ্যে একটা মীমের পর্দা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পান না। মনছুর হাল্লাজ একারণেই নিজেকে 'আল্লাহ' বলেছিল। জানিনা মাননীয় উত্তরদাতা নিজে কোন ছূফী দর্শনের খপপরে পড়েছেন কি-না। *(দ্রঃ আত-তাহরীক জানুয়ারী '৯৯ সংখ্যা দরসে কুরআন)*। আল্লাহ সর্বাধিক অবগত।

পাঠকের ঔৎসুক্য নিবারণের জন্য নিম্নে কতকগুলি আয়াত দলীল স্বরূপ পেশ করা হ'লঃ

(১) **আল্লাহ্র হাতঃ** (قال يا إبليسُ ما منعكَ أنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ) ছোয়াদ ৭৫, (بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوْطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ) মায়েদাহ ৬৪, (২) **আল্লাহ্র চেহারাঃ** (وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ) রহমান ২৭; এতদ্ব্যতীত বাক্বারাহ ১১৫, ২৭২, রূম ৩৮, ৩৯, দাহ্র ৯, লায়ল ২০ (৩) **আল্লাহ্র পাঃ** (يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُوْدِ فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ) ক্বলম ৪২, (৪) **আল্লাহ্র কথা বলাঃ**

http://islaminonesite.wordpress.com

(وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوسٰى تَكْلِيْمًا) নিসা ১৬৪; এতদ্ব্যতীত বাক্বারাহ ১৭৪, ২৫৩, আ'রাফ ১৪৩, ১৪৪, ইয়াসীন ৬৫, শূরা ৫১ (৫) আরশে সমাসীন থাকাঃ (اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى) ত্বা-হা ৫; এতদ্ব্যতীত আ'রাফ ৫৪, ইউনুস ৩, রা'আদ ২, ফুরক্বান ৫৯, সাজদাহ ৪, হাদীছ ৪ (৬) নিম্ন আসমানে অবতরণ করাঃ (وَ جَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا) ফজর ২২; এতদ্ব্যতীত আন'আম ১৫৮, বাক্বারাহ ২১০ প্রভৃতি। প্রতিটির জন্য আরও বহু আয়াত রয়েছে। হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) আল্লাহ্র হাত ও চেহারার বিষয়ে নিরাকার ও নির্গুণবাদীদের বিভিন্ন গৌণ ও রূপক অর্থের প্রতিবাদে যথাক্রমে ২০টি ও ২৬টি যুক্তি প্রদর্শন করেছেন। আল্লাহ্র আরশে অবস্থান সম্পর্কে ঐসব নির্গুণবাদী দার্শনিকগণ ২৫ প্রকার সম্ভাব্য অর্থ ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারেননি। হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম এসবের প্রতিবাদে ৪২টি যুক্তি পেশ করেছেন। হাফেয যাহবী (রহঃ) উপরোক্ত আয়াত সমূহের ব্যাখ্যায় ৯৬টি হাদীছ ২০টি আছার ও আহলেসুন্নাত বিদ্বানগণের ১৬৮টি বক্তব্য সংকলন করেছেন। -বিস্তারিত দেখুনঃ *আহলেহাদীছ আন্দোলন 'আক্বীদা' অধ্যায়, টীকা-২৯, পৃঃ ১১৫-১৭। =(সঃ সঃ)।*

বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদিত

জেড আহম্মেদ মানি চেঞ্জার

১. *বিদেশী মুদ্রা (ডলার, পাউন্ড, স্টার্লিং, ডয়েস মার্ক, ফ্যাঙ্ক, ইয়েন, রিংগিট, দিনার, রিয়াল) ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয় করা হয়।*

২. *ডলার ড্রাফ সরাসরি নগদ টাকায় ক্রয় করা হয়।*

৩. *পাসপোর্ট ডলারসহ এনডোর্সমেন্ট করা হয়।*

২০/৩১ সুলতানাবাদ, গোরহাঙ্গা
(হোটেল গুলশান সংলগ্ন পশ্চিম পার্শ্বে)
বোয়ালিয়া, রাজশাহী। ফোনঃ ৭৭৪৪২২।

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।

***প্রশ্ন (১/৬১)ঃ** আমি প্রায় চির রুগী। তিন বছর যাবৎ রামাযানের ছিয়াম পালন করতে পারিনা। ছিয়াম পালন করলেই অসুখ বেড়ে যায়। সামনে রামাযান মাস। কি করব? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ ভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।*

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
গ্রামঃ চরকুড়া
পোঃ জামতৈল, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ অসুস্থতার কারণে যদি রামাযান মাসে ছিয়াম পালন করা সম্ভব না হয়, তাহ'লে সুস্থতা ফিরে আসার পর যেকোন মাসে ছিয়াম ক্বাযা করতে হবে। এটিই শারঈ বিধান। তবে কেউ যদি চির রুগী হয়, তবে প্রত্যেক দিন একজন গরীব লোককে ছিয়াম পালন করার জন্য খাদ্য দান করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'অতঃপর তোমাদের মধ্যে যে অসুস্থ থাকবে অথবা সফরে থাকবে, সে অন্য সময়ে ছিয়াম পূরণ করে নিবে। আর এটি যাদের জন্য অত্যন্ত কষ্টদায়ক হবে, তারা এর পরিবর্তে একজন মিসকীনকে খাদ্য দান করবে'। *-তাফসীর ইবনু কাছীর ১ম খণ্ড ২১৪ পৃঃ; ফাৎহুল ক্বাদীর ১ম খণ্ড ১৮০ পৃঃ।*

উল্লেখ্য যে, অতি বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, গর্ভবতী মহিলা, দুগ্ধদানকারী মহিলা যদি বাচ্চার জন্য দুধের ভয় থাকে তাহ'লে নিজে ছিয়াম পালন না করে একজন করে মিসকীনকে ছিয়াম পালন করার জন্য খাদ্য দান করবে। ছাহাবী আনাস (রাঃ) গোস্ত-রুটি বানিয়ে একদিনে ৩০ জন মিসকীন খাইয়েছিলেন। ইবনে আব্বাসে (রাঃ) গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারিনী মহিলাদেরকে ছিয়ামের ফিদয়া আদায় করতে বলতেন। *-নায়লুল আওত্বার ৫/৩০৮- ১১পৃঃ; তাফসীর ইবনু কাছীর ১ম খণ্ড ২১৫ পৃঃ।*

***প্রশ্ন (২/৬২)ঃ** অনেক ভাইকে দেখা যায় যে, সূর্য ডোবার সাথে সাথে ইফতার না করে দেরীতে ইফতার করেন। এ বিষয়ে শারঈ বিধান কি? কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জওয়াব দিবেন।*

-মুহাম্মাদ মুবারক আলী
সিহালীহাট
শিবগঞ্জ, বগুড়া।

http://islaminonesite.wordpress.com

উত্তরঃ সূর্যাস্তের সাথে সাথেই ইফতার করা সুন্নাত। দেরী করে ইফতার করা ইয়াহুদ-নাছারাদের অভ্যাস। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'দ্বীন চিরদিন বিজয়ী থাকবে যতদিন লোকেরা ইফতার তাড়াতাড়ি করবে। কেননা ইয়াহুদ-নাছারাগণ ইফতার দেরীতে করে'। *-আবুদাউদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৯৯৫।*

অন্য এক হাদীছে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ লোকদের মধ্যে ইফতার সর্বাধিক তাড়াতাড়ি ও সাহারী সর্বাধিক দেরীতে করতেন। *-নায়লুল আওত্বার (মিসরী ছাপা ১৯৭৮) ৫/২৯৩।*

উপরোক্ত হাদীছদ্বয় দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সূর্য ডোবার সাথে সাথেই ইফতার করা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাত। আর দেরী করে ইফতার করা সুন্নাতের বরখেলাফ।

প্রশ্নঃ (৩/৬৩)ঃ রামাযান মাসের '১ম দশ দিন রহমতের, দ্বিতীয় দশ দিন মাগফেরাতের ও শেষ দশ দিন জাহান্নাম হ'তে মুক্তির' এর সপক্ষে কোন ছহীহ দলীল আছে কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আবদুর জাব্বার
মাষ্টারপাড়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ পবিত্র রামাযান মাসকে রহমত, মাগফিরাত, জাহান্নাম থেকে মুক্তি এ তিন ভাগে ভাগ করা সম্পর্কে সালমান ফারসী (রাঃ) থেকে বায়হাক্বীতে যে হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে, তা যঈফ। *-মিশকাত হা/১৯৬৫।* বরং ছহীহ হাদীছ সমূহে পাওয়া যায় যে, প্রথম রামাযান থেকেই জাহান্নামের দরজা সমূহ বন্ধ করে দেওয়া হয় ও জান্নাতের তথা রহমতের দরজা সমূহ খুলে দেওয়া হয়। *-বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৫৬।*

প্রশ্ন (৪/৬৪)ঃ কোন পুরুষ গায়র মাহরাম মহিলাকে অথবা কোন মহিলা গায়র মাহরাম পুরুষকে সালাম দিতে পারে কি?

-শিরিন বিশ্বাস
গ্রামঃ কুলুনিয়া
দোগাছী, পাবনা।

উত্তরঃ কোন ফিৎনার আশঙ্কা না থাকলে যেকোন পুরুষ যেকোন মহিলাকে সালাম দিতে পারে এবং মহিলাগণও অনুরূপ সালাম বিনিময় করতে পারে। আবু হাশেম থেকে বর্ণিত সাহল ইবনে সা'দ (রাঃ) বলেছেন, জুম'আর দিন আমরা খুশী হ'তাম। (আবু হাশেম বলেন) আমি জিজ্ঞেস করলাম, কেন? তিনি বললেন, আমাদের এখানে এক বৃদ্ধা ছিল। সে বুদা'আ নামক স্থানের কাছে লোক পাঠাত। ইবনে মাসলামা বলেছেন, বুদা'আ মদীনার একটি খেজুর বাগান। সেই বৃদ্ধা এক প্রকার সবজির শিকড় তুলে পাতিলে রাখত এবং যবের কয়েকটি দানা তাতে ঢেলে দিয়ে খাবার তৈরি করত। আমরা জুম'আর ছালাত শেষ করে ঐ বৃদ্ধার নিকট যেতাম এবং তাকে সালাম করতাম। *-বুখারী, ২য় খণ্ড ৯২৩ পৃঃ।* আবু তালেবের কন্যা উম্মে হানী বলেন, আমি মক্কা বিজয়ের দিন নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট আসলাম। তখন তিনি গোসল করছিলেন এবং ফাতিমা (রাঃ) তাকে কাপড় দিয়ে পর্দা করছিলেন। অতঃপর আমি তাকে সালাম দিলাম। *-মুসলিম, রিয়াযুছ ছালেহীন হা/৮৬৪।* আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) আমাদের একদল মহিলার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আমাদেরকে সালাম দিয়েছিলেন। *-আবুদাউদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৪০০।* অত্র হাদীছ সমূহ প্রমাণ করে যে, মহিলা ও পুরুষ একে অপরকে সালাম দিতে পারে। তবে ফিৎনার ভয় থাকলে উভয়কেই সালাম দেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। *-ফৎহুল বারী ১১ খণ্ড ৩৪ পৃঃ।*

প্রশ্ন (৫/৬৫)ঃ পানিতে মল-মূত্র ত্যাগ করা যাবে কি? বন্যার সময় উপায়ান্তর না পেয়ে পানিতেই মলত্যাগ করতে হয়। এ বিষয়ে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আইয়ূব আলী
পঞ্চবটি
ঘোড়ামারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ একাধিক ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বদ্ধ পানিতে মল-মূত্র ত্যাগ করা জায়েয নয়। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, অবশ্যই তোমাদের কেউ যেন বদ্ধ পানিতে পেশাব না করে'। *-বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৫০ পৃঃ।* তবে চলমান পানি এ হুকুমের অন্তর্ভুক্ত নয়। চলমান পানিতে প্রয়োজনবোধে মল-মূত্র ত্যাগ করা যাবে। কারণ, চলমান পানির ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) কোন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেননি।

প্রশ্ন (৬/৬৬)ঃ মজলিস শেষে যে দু'আটি পড়তে হয় তা অনুবাদ সহ মাসিক 'আত তাহরীকে' জানতে চাই।

-জান্নাতুল ফেরদাউস
বংশাল, ঢাকা।

উত্তরঃ মজলিস শেষের দো'আঃ

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ ، اَسْتَغْفِرُكَ وَ اَتُوْبُ اِلَيْكَ –

http://islaminonesite.wordpress.com

অর্থঃ 'মহা পবিত্র আপনি হে আল্লাহ! আপনার প্রশংসার সাথে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই। আমি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আপনার দিকেই ফিরে যাচ্ছি বা তওবা করছি'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'এই দো'আর ফলে ঐ মসলিসে থাকাকালীন তার গোনাহ সমূহ মাফ করা হয়'। *-তিরমিযী, মিশকাত হা/২৪৩৩, 'বিভিন্ন সময়ের দো'আ' অনুচ্ছেদ সনদ ছহীহ; হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রকাশিত 'আরবী ক্বায়েদা' দ্রষ্টব্য।*

প্রশ্ন (৭/৬৭)ঃ আমার খালার মৃত্যুর পর খালু খালাকে গোসল দিতে গেলে হৈচৈ বেধে যায়। কিছু লোক বলে, স্ত্রীর মৃত্যুর পর স্বামীর জন্য স্ত্রীকে দেখা হারাম। সুতরাং স্বামী তাকে গোসল দিতে পারবেনা। আর কেউ বলে, গোসল দিতে পারবে। শেষে অবশ্য আমার খালু গোসল দিয়েছেন। কোন্‌টি শরীয়ত সম্মত জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল হান্নান
আখেরীগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তরঃ মৃত্যুর পর স্বামী-স্ত্রী উভয়ে উভয়কে গোসল দিতে পারে। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, একদা আমি মাথায় ব্যথা অনুভব করলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে বলেন, যদি তুমি আমার পূর্বে মৃত্যু বরণ কর, তাহ'লে আমি তোমার প্রতি লক্ষ্য রাখব, তোমাকে গোসল দিব, তোমাকে কাফন পরাব, তোমার জানাযা পড়ব এবং দাফন করব। *-ইবনু মাজাহ হা/১৪৬৫ 'জানাযা' অধ্যায় ১০৫ পৃঃ, সনদ ছহীহ।* আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি এখন যা বুঝলাম যদি তা পূর্বে করতাম, তাহ'লে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর স্ত্রী ব্যতীত অন্য কেউ তাকে গোসল দিত না। *-ইবনু মাজাহ হা/১৪৬৪ সনদ ছহীহ।*

প্রশ্ন (৮/৬৮)ঃ আমার আব্বা মারা গেছেন। এখন আমার আম্মা কুলখানি করতে চান এবং এজন্য সকলকে দাওয়াত দেওয়ারও প্রস্তুতি নিচ্ছেন। আমার প্রশ্ন কুলখানি কি শরীয়ত সম্মত এবং এতে কি মৃত ব্যক্তির কোন উপকার হবে?

-মুহাম্মাদ আবদুস সাত্তার
দাউদপুর রোড
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ মৃত ব্যক্তির নিকট নেকী পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে দো'আ উপলক্ষে কুলখানি-কুরআনখানি ইত্যাদি করা বিদ'আত। ইসলামী শরীয়তে এর কোন ভিত্তি নেই। চার খলীফা সহ ছাহাবায়ে কেরাম থেকে এরূপ কোন আমলের প্রমাণ পাওয়া যায় না। অতএব এরূপ অনুষ্ঠানে মৃত ব্যক্তির কোন উপকার তো দূরের কথা বরং তা দ্বীনের মধ্যে একটি বিদ'আত হিসাবে পরিগণিত হবে। আর বিদ'আতের পরিণাম জাহান্নাম।

প্রশ্ন (৯/৬৯)ঃ ঢাকার উত্তরাতে একটি মসজিদে কয়েকজন বিদেশী মেহমানকে জুতা পায়ে দিয়ে ছালাত আদায় করতে দেখলাম। জুতা পায়ে ছালাত আদায় জায়েয কি? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-আবদুল মুমিন
আযমপুর, ঢাকা।

উত্তরঃ জুতা যদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে এবং তাতে অপবিত্রতা না লেগে থাকে, তাহ'লে জুতা পায়ে ছালাত আদায় করা জায়েয। সাঈদ ইবনে ইয়াযীদ আল-আযদী (রাঃ) বলেন, আমি আনাস ইবনে মালেক (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, নবী করীম (ছাঃ) কি তাঁর দুই জুতা পরে ছালাত আদায় করতেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। *-বুখারী ১ম খণ্ড, ৫৬ পৃঃ।*

প্রশ্ন (১০/৭০)ঃ আমরা জন্মগতভাবে আহলেহাদীছ। কিন্তু আমার পিতা বর্তমানে 'আশেকে রাসূল' নামে একটি দলের সদস্য হয়ে তাদের ন্যায় আমল করছে। কুরআন-হাদীছের খুব একটা ধার ধারেনা। আমি তার অবাধ্য সন্তান হিসাবে চিহ্নিত হয়ে গেছি। আমি তার কোন কথাও মানি না। শরীয়ত অনুযায়ী আমি চলি। এতে কি আমার কোন পাপ হবে? জানালে চিন্তামুক্ত হ'তাম।

-মুহাম্মাদ আলীমুদ্দীন
মাষ্টার পাড়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ পিতা-মাতা যদি শরীয়ত পরিপন্থী কোন কাজের নির্দেশ দেন, তবে তাদের সে কথা প্রত্যাখ্যান করতে হবে। কিন্তু তাদের সাথে দুনিয়াতে সদাচরণ করতে হবে (লোকমান ১৯)। যেহেতু আপনার পিতা একটি বাতিল দলের সদস্য, সেহেতু তাকে প্রথমতঃ বুঝাতে হবে। যদি আপনার কথা তিনি অব্যাহতভাবে প্রত্যাখ্যান করতে থাকেন, তাহ'লে আপনার অবাধ্য হওয়ায় কোন পাপ হবে না। তবে পিতা হিসাবে তার সাথে সদাচরণ করে যাবেন।

প্রশ্ন (১১/৭১)ঃ অবিবাহিত ইমামের পিছনে ছালাত শুদ্ধ হবে কি? কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানাবেন।

-মুহাম্মাদ হাফীযুর রহমান ইবনে আব্দুর রঊফ
গ্রামঃ কালিগাংনী
পোঃ নওয়াপাড়া, মেহেরপুর।

http://islaminonesite.wordpress.com

উত্তরঃ অবিবাহিত ইমামের পিছনে ছালাত আদায় করা জায়েয। কারণ ইমামতি করার জন্য বিবাহিত হওয়া শর্ত নয়। হযরত আমর ইবনে সালমা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায় ছয় সাত বৎসর বয়সে কুরআন অধিক জানার কারণে তার গোত্রের ইমামতি করেছেন। *-বুখারী, মিশকাত 'ইমামত' অনুচ্ছেদ পৃঃ ১০০।* উক্ত হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নাবালেগ ও অবিবাহিত ব্যক্তি ছালাতের নিয়মকানূন ও ভাল ক্বিরাআত জানলে ইমামতি করতে পারে এবং এধরনের ইমামের পিছনে ছালাত আদায় করা জায়েয হবে।

প্রশ্ন (১২/৭২)ঃ বিয়ের উপযুক্ত হওয়ার পর উপযুক্ত মেয়ে না পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা যাবে কি-না? এরূপ অপেক্ষায় পাপ হওয়ার আশংকা আছে কি?

-মুহাম্মাদ আনোয়ার হুসাইন
গ্রামঃ নাড়িয়াল
পোঃ সিহালী হাট
থানাঃ শিবগঞ্জ, বগুড়া।

উত্তরঃ বিয়ের উপযুক্ত হওয়ার পর নিজেকে সংযত রেখে উপযুক্ত বা ধার্মিকা মেয়ের সন্ধানে অপেক্ষা করা যাবে এবং এতে কোন পাপ হবে না। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, কোন মেয়েকে বিয়ে করতে হ'লে তার মধ্যে চারটি গুণ তালাশ কর- অর্থ, বংশ, সৌন্দর্য এবং তার দ্বীন। তবে উল্লেখিত চারটি গুণের মধ্যে যদি শুধু 'দ্বীন' পাওয়া যায় তাহ'লে তাকে অগ্রাধিকার দাও। *-বুখারী, মুসলিম, মিশকাত পৃঃ ২৬৭।*

উল্লেখিত হাদীছ দ্বারা চারটি গুণের সন্ধান করা বুঝা যায়। তবে এর মধ্যে ধার্মিকাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। আর ধার্মিকা মেয়ে সন্ধান করতে সময়ের প্রয়োজন হবে এটাই স্বাভাবিক। বিধায় এ সময়টুকু অপেক্ষা করলে কোন পাপ হবে না।

প্রশ্ন (১৩/৭৩)ঃ আমরা জানি যে, তিন সময়ে অর্থাৎ সূর্যোদয়, মধ্যাহ্ন ও সূর্যাস্তের সময় ছালাত আদায় করা নিষেধ। কিন্তু শুক্রবার তা পালন করা হয় না। শুক্রবারে দ্বিপ্রহরেও ছালাত আদায় করা হয়। এ বিষয়ে ছহীহ আদীছের আলোকে জানতে চাই।

-আব্দুল জাব্বার খান
গ্রামঃ গোলনা
পোঃ সাজিয়াড়া, খুলনা।

উত্তরঃ শুক্রবার দিন দ্বিপ্রহরের সময় ছালাত আদায় করা জায়েয। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি গোসল করে জুম'আর দিন মসজিদে যাবে অতঃপর তার পক্ষে যা সম্ভব ইমামের খুৎবা শুরুর আগ পর্যন্ত নফল ছালাত পড়তে থাকবে। *-মুসলিম, মিশকাত পৃঃ ১২২।* এতদ্ব্যতীত আরো বেশ কিছু হাদীছে জুম'আর দিন সকাল-সকাল মসজিদে এসে ইমামের খুৎবা শুরুর পূর্ব পর্যন্ত নফল-সুন্নাত ছালাতে লিপ্ত থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়।

উল্লেখিত হাদীছ ছাড়াও একাধিক মুরসাল ও যঈফ হাদীছে জুম'আর দিন দ্বিপ্রহরের সময় ছালাত আদায়ের প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন আবু ক্বাতাদা ও আবু হুরায়রা বর্ণিত হাদীছ। *-যাদুল মা'আদ ৩৭৯ পৃঃ।*

প্রশ্ন (১৪/৭৪)ঃ ছালাত আদায় কালে বিভিন্ন কথা মনে হ'লে ছালাত হবে কি? এ অবস্থায় কি করণীয়?

-মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান মণ্ডল
সাং- দোশয়া পলাশবাড়ী
থানাঃ বিরামপুর
যেলাঃ দিনাজপুর।

উত্তরঃ ছালাত আদায় কালে মুছল্লীর অন্তরে শয়তানের পক্ষ থেকে কোন ওয়াসওয়াসার সৃষ্টি হ'লে ছালাতের কোন ক্ষতি হবে না। উছমান বিন আবিল আছ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার এবং আমার ছালাত ও ক্বিরাআতের মধ্যে শয়তান বাধা সৃষ্টি করে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উত্তরে বললেন, এই শয়তানকে 'খিনযাব' বলা হয়। যখন তুমি এরূপ অনুভব করবে তখন তুমি তার কুমন্ত্রণা থেকে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে এবং তিন বার তোমার বামদিকে থুক মারবে'। হাদীছের বর্ণনাকারী উছমান বিন আবিল আছ বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-এর বাণী অনুযায়ী আমল করলে আল্লাহ তা'আলা আমার ওয়াসওয়াসাকে দূর করে দেন'। *-মুসলিম, মিশকাত পৃঃ ১৯, 'ওয়াসওয়াসা' অধ্যায়।*

প্রশ্ন (১৫/৭৫)ঃ হরতাল, ধর্মঘট, অবরোধ ইসলামের দৃষ্টিতে জায়েয কি? কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানতে চাই।

-আব্দুল মতীন
সাং- চরকুড়া
কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ দলীয় স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য হরতাল, ধর্মঘট ও অবরোধ কখনো বৈধ হ'তে পারে না। কারণ, দলীয় স্বার্থের হরতাল একদিকে যেমন মানুষ হত্যা করতে দ্বিধাবোধ করে না, অন্যদিকে তেমনি রাস্তা-ঘাট বন্ধ করে মানুষের কষ্ট দিতে ও দেশের কোটি কোটি টাকার

http://islaminonesite.wordpress.com

ক্ষতি করতেও বিন্দুমাত্র সংকোচ বোধ করে না। ফলে দেশের আর্থিক মেরুদণ্ড ক্রমশঃ ভেঙ্গে যায় এবং মানুষের বাঁচার পথ বিপন্ন হয়। যা আল্লাহ্র অভিশাপের কারণ। *-বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১২ পৃঃ; মুসলিম, মিশকাত ৪২ পৃঃ; বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১৬৮ পৃঃ।* তবে জাতীয় স্বার্থে এবং 'হক' প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ধর্মঘট ও অবরোধ করার পথ অবলম্বন করা যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আবু সুফিয়ানের ব্যবসায়ী কাফেলাকে মদীনায় আটকে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কারণ তা ইসলামের বিপক্ষে ব্যবহৃত হওয়ার আশংকা ছিল। *-আর-রাহীকুল মাখতূম পৃঃ ২০৪।*

প্রশ্ন (১৬/৭৬)ঃ অসুস্থ অবস্থায় গোসল ফরয হ'লে এবং গোসল করলে রোগ বৃদ্ধির আশংকা থাকলে গোসল না করে ওযূ বা তায়াম্মুম করে ছালাত আদায় করা যাবে কি? ছহীহ হাদীছের আলোকে জানাবেন।

- মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম
গ্রামঃ রুদ্রপুর
পোঃ ধুলিহর, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ অসুস্থ অবস্থায় ফরয গোসল করলে অসুখ বেড়ে যাওয়ার আশংকা থাকলে তায়াম্মুম করে ছালাত আদায় করা যাবে। আমর ইবনুল আছ (রাঃ) এক শীতের রাতে নাপাক অবস্থায় তায়াম্মুম করেন ও তাঁর সাথীদের ছালাতে ইমামতি করেন এবং তিনি দলীল হিসাবে আল্লাহ্র বাণী পাঠ করেন- 'তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রতি দয়াবান' (নিসা ২৯, বুখারী ৪৯ পৃঃ)। অতএব অসুস্থ অবস্থায় ফরয গোসলের কারণে অসুখ বৃদ্ধি হওয়ার আশংকা থাকলে তায়াম্মুম করে ছালাত আদায় করবে।

প্রশ্ন (১৭/৭৭)ঃ মুশরিকদের সাথে মুছাফাহা করলে ও তাদের পাশে বা তাদের আসনে বসলে মুসলমানগণ নাপাক হবে কি? আর যদি নাপাক হয় তবে তার বিধান কি?

-আবুল হুসাইন
সাং- বিষ্ণুপুর
পোঃ গোপালপুর, নাটোর।

উত্তরঃ মুশরিকদের সাথে মুছাফাহা করলে, তাদের পাশে বা তাদের আসনে বসলে মুসলমানগণ নাপাক হবে না। কারণ, তাদের শরীর যেমন নাপাক নয়, তেমনি তাদের আসবাবপত্রও নাপাক নয়। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত ছুমামা ইবনে আছাল (রাঃ)-কে মুশরিক অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তিন দিন মসজিদের খুঁটিতে বেঁধে রেখেছিলেন। *-বুখারী, মিশকাত ৩৪৪ পৃঃ।* এক সফরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জনৈক মুশরিক মহিলার মশক হ'তে পানি নিয়েছিলেন এবং ছাহাবীদেরকে পান করতে ও তাদের পশুকে পান করাতে বলেছিলেন। *-বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৫৩৩ পৃঃ।* অত্র হাদীছদ্বয় থেকে প্রমাণিত হয় যে, মুশরিকের শরীর ও আসবাবপত্র নাপাক নয়। কাজেই মুসলমানগণ নাপাক হবেনা।

প্রকাশ থাকে যে, মুশরিকদেরকে সালাম দেওয়া যাবে না। তবে তারা সালাম দিলে 'ওয়া'আলাইকুম' বলা যাবে *-মিশকাত হা/৪৬৩৭।* মুশরিকগণ যে পাতিলে হারাম খাদ্য রান্না করে সে সব পাতিল ব্যবহার করতে চাইলে ধৌত করে ব্যবহার করতে হবে। *-তিরমিযী, মিশকাত হা/৪০৮৬।* উল্লেখ্য, পবিত্র কুরআনে মুশরিক গণকে যে 'নাপাক' বলা হয়েছে (তওবা ২৮)। তার অর্থ হ'ল, তাদের আক্বীদা নাপাক।

প্রশ্ন (১৮/৭৮)ঃ কোন মুসলমান কোন খৃষ্টান মহিলাকে বিয়ে করার পর তাদের সন্তান জন্মগ্রহণ করলে সে সন্তান কি মুসলমান হবে? না তাকে পরে মুসলমান করতে হবে? এ বিষয়ে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল হাকীম তালুকদার
শিরীন কটেজ
নাটাইপাড়া রোড
বগুড়া।

উত্তরঃ মুসলমান পুরুষদের জন্য আহলে কিতাব মহিলাকে বিয়ে করা জায়েয। বিয়ে করার পর তাকে মুসলমান করার প্রয়োজন নেই। কারণ, ইসলাম তাদেরকে বিয়ে করার অনুমতি দিয়েছে। তাদের যে সন্তান জন্মগ্রহণ করবে সে মুসলমান হিসাবেই জন্মগ্রহণ করবে। তাকে পুনরায় মুসলমান করার প্রয়োজন নেই। কারণ, মুসলমানের বংশ পরিচয় পিতার পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমাদের পূর্বে কিতাব প্রাপ্ত পবিত্র ও সতী-সাধ্বী মহিলাদের যদি তোমরা মোহরানা আদায় করে দাও, তবে তা তোমাদের জন্য হালাল' (মায়েদাহ ৫)।

প্রশ্ন (১৯/৭৯)ঃ ইমাম বসে এবং মুক্তাদী দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করলে ছালাত হবে কি?

-ইয়াসীন আলী
দক্ষিণ ভাদিয়ালী
সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ ইমাম বসে এবং মুক্তাদী দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করা জায়েয আছে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যখন অসুখ বেড়ে গেল, তখন একবার

http://islaminonesite.wordpress.com

বেলাল (রাঃ) তাঁকে ছালাতের সংবাদ দিতে আসলে তিনি বললেন, আবুবকরকে বল ছালাত পড়িয়ে দিতে। আবুবকর (রাঃ) সে ক'দিনের ছালাত পড়ালেন। অতঃপর একদিন নবী করীম (ছাঃ) নিজেকে কিছুটা সুস্থ মনে করলেন এবং দুই ব্যক্তির কাঁধে ভর দিয়ে অতি কষ্টে মসজিদে প্রবেশ করলেন। যখন আবু বকর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পদধ্বনি শুনতে পেলেন এবং পিছনে সরতে উদ্যত হ'লেন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁকে না সরার জন্য ইঙ্গিত করলেন এবং অগ্রসর হয়ে আবুবকরের বাম দিকে বসে গেলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বসে ছালাত আদায় করতে লাগলেন। এ সময় আবুবকর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর এক্বতেদা করছিলেন এবং লোকজন আবুবকরের এক্বতেদা করছিল। -বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১০১ পৃঃ।

প্রকাশ থাকে যে, 'ইমাম বসে ছালাত আদায় করলে মুক্তাদীগণও বসে ছালাত আদায় করবে'-এর প্রমাণে বর্ণিত হাদীছটি মানসূখ বা রহিত। -মির'আতুল মাফাতীহ, ৪র্থ খণ্ড ৮৯ পৃঃ 'ইমাম মুক্তাদী দাঁড়ানো' অনুচ্ছেদ।

প্রশ্ন (২০/৮০)ঃ মসজিদের ভিতর কেবলার দিকে বা মেহরাবের দু'পাশে কুরআনের আয়াত বা হাদীছ লিখে সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা অথবা কোন নকশা করা যাবে কি?

-আবদুস সালাম
ভাদুরিয়া, দিনাজপুর।

উত্তরঃ মসজিদের ভিতর কেবলার দিকে বা মেহরাবের দু'পাশে কুরআনের আয়াত ও হাদীছ লিখে নকশা করা শরীয়ত সম্মত নয়। কারণ, মুছল্লীর সামনে এমন কোন নকশা বা ছবি রাখা যাবে না যা মুছল্লীকে ছালাত থেকে অমনোযোগী করে দেয় বা তার একাগ্রতা নষ্ট করে দেয়। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, মসজিদ সমূহকে অতিরিক্ত উচ্চ ও চাকচিক্যময় করে নির্মাণ করার জন্য আমি নির্দেশ প্রাপ্ত হইনি। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, কিন্তু তোমরা উহাকে চাকচিক্যময় করবে যেভাবে ইহুদী-নাছারাগণ চাকচিক্যময় করেছে। *-বুখারী, তরজুমাতুল বাব ৬৪ পৃঃ, মিশকাত হা/৭১৮।* আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত নবী করীম (ছাঃ) একদা একটি কারুকার্য খচিত চাদরে ছালাত আদায় কালে নকশার দিকে নযর পড়ল। তিনি ছালাত শেষে বললেন, আমার চাদর খানা এর প্রদানকারী আবু জাহমের নিকট নিয়ে যাও এবং তার আম্বেজানীয়া চাদর নিয়ে আস। কেননা, এ চাদর আমার ছালাত থেকে আমাকে অমনোযোগী করেছিল। *-বুখারী, মুসলিম, মিশকাত পৃঃ ৭২।* আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আয়েশা (রাঃ)-এর একটি চাদর ছিল যা দিয়ে তিনি ঘরের একদিকে পর্দা করেছিলেন। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তোমার এ চাদরটি সরিয়ে ফেল। কেননা ছালাতের সময় এর নকশা গুলো সর্বদা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠে। *-বুখারী, মিশকাত ৭১ পৃঃ।* অত্র হাদীছ সমূহ থেকে প্রমাণিত হয় যে, ছালাতে মুছল্লীর একাগ্রতা বিনষ্ট করে এমন নকশা মসজিদে করা যাবে না। এমনকি জায়নামাযেও না।

প্রশ্ন (২১/৮১)ঃ আমাদের বিদ্যালয়ে শিক্ষক ও কর্মচারী মিলে যৌথভাবে ২০ সদস্যের একটি সূদ বিহিন সমিতি গঠন করেছি। মাসে শতকরা ৫ টাকা লাভে সদস্যদের মাঝে টাকা লেনদেন করব বলে সংকল্প করেছি। কিন্তু জনৈক মৌলভী ছাহেব বলেছেন যে, শতকরা ৫ টাকার স্থলে যদি শতকরা ৪ টাকা লাভে লেনদেন করা হয় তাহ'লে উক্ত লাভ সূদ হবে না। কথাটির সত্যতা জানতে চাই।

-ইয়াকুব আলী
গ্রামঃ শিবদেবচর
পোঃ পাওটানা হাট
পীরগাছা, রংপুর।

উত্তরঃ প্রশ্নে উল্লেখিত বিবরণের উভয় অবস্থাই সূদের অন্তর্ভুক্ত। কারণ, কোন বস্তু কাউকে প্রদান করে হুবহু ঐ বস্তু তার চেয়ে বেশী গ্রহণ করাই হচ্ছে সূদ। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত একদা বেলাল (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এক প্রকার খুরমা নিয়ে আসলে নবী করীম (ছাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, এই খুরমা কোথায় পেলে? তিনি বললেন, আমার নিকট খারাপ খুরমা ছিল। আমি তার দুই 'ছা' এক 'ছা'র বিনিময়ে বিক্রি করেছি। একথা শুনে নবী করীম (ছাঃ) বললেন, এটাইতো প্রকৃত সূদ। এটাইতো প্রকৃত সূদ। *-বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ২৪৪ পৃঃ।* অত্র হাদীছ প্রমাণ করে যে, একই বস্তু লেনদেনের সময় অতিরিক্ত নিলেই তা সূদ বলে গণ্য হবে।

প্রকাশ থাকে যে, ইসলামে দুই ধরণের সমিতি রয়েছে। (১) মুযারাবা- একজনের অর্থে অপর জন ব্যবসা করবে। লভ্যাংশ চুক্তি অনুপাতে উভয়ের মধ্যে বন্টন হবে। (২) মুশারাকা- কয়েকজনের টাকা জমা করে ব্যবসা করা হবে। লভ্যাংশ তাদের টাকা অনুপাতে ভাগ হবে। যা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত।

প্রশ্ন (২২/৮২)ঃ রোগের প্রতিষেধক হিসাবে শৃগালের গোশত ভক্ষণ করা জায়েয কি?

http://islaminonesite.wordpress.com

-এস,এম শাফা'আত হোসাইন
শের-ই-বাংলা হল, পূর্ব ১২
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরঃ শৃগালের গোশত হারাম। হারাম বস্তু দ্বারা আল্লাহ্‌র রাসূল চিকিৎসা করতে নিষেধ করেছেন। হযরত আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হারাম ও নাপাক জিনিষ দ্বারা চিকিৎসা করতে নিষেধ করেছেন। -আহমাদ, আবুদাঊদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৪৫৩৯ সনদ ছহীহ। তবে কোন অভিজ্ঞ ডাক্তার যদি বলেন যে, রোগীকে বাঁচানোর জন্য একমাত্র ঔষধ হচ্ছে শৃগাল বা হারাম বস্তুর গোশত। তবে সে ক্ষেত্রে শৃগালের বা যে কোন হারাম বস্তুর গোশত (শুধু জীবন রক্ষার জন্য) ভক্ষণ করা যেতে পারে।

আল্লাহ বলেন, فمن اضطر غير باغ ولا عاد.....

'অতঃপর যে ব্যক্তি নিরুপায় হয়ে পড়ে, সীমা অতিক্রম ও বাড়াবাড়ি না হয়, তবে তার কোন পাপ হবে না' (বাক্বারাহ ১৭৩)।

প্রশ্ন (২৩/৮৩)ঃ আমরা জানি যে তাহাজ্জুদ বা তারাবীহ্‌র ছালাত ১১ রাক'আত। আমরা দুই রাক'আত করে আট রাক'আত এবং শেষে এক সালামে তিন রাক'আত পড়ে থাকি। কিন্তু সঊদী আরবে বা আরব দেশ গুলোতে দুই রাক'আত করে দশ রাক'আত এবং শেষে এক রাক'আত পড়ে সালাম ফিরানো হয়। এরূপ পড়ার পদ্ধতি কি ছহীহ হাদীছে আছে? জানালে বাধিত হব।

-আবদুছ ছবুর
ঝিকরগাছা, যশোর।

উত্তরঃ দু'রাক'আত করে দশ রাক'আত এবং শেষে এক রাক'আত পড়ে তাহাজ্জুদ বা তারাবীহ্‌র ছালাত আদায় করার প্রমাণ হাদীছে রয়েছে। হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এশার ছালাত সমাপ্ত করার পর ফজরের পূর্ব পর্যন্ত এগার রাক'আত ছালাত আদায় করতেন এবং প্রত্যেক দু'রাক'আত পর সালাম ফিরাতেন ও শেষে এক রাক'আত পড়ে সালাম ফিরাতেন। *-মুসলিম হা/৭৩৬।*

সুতরাং আরব দেশগুলোতে প্রচলিত পদ্ধতি ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। দক্ষিণ এশিয়াতে যে পদ্ধতি চালু আছে সেটিও ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। কারণ, তিন রাক'আত বিশিষ্ট বিতর ছালাত দুই ভাবে পড়া যায় একঃ দুই রাক'আত পড়ে সালাম ফিরে আবার এক রাক'আত পড়ে সালাম ফিরবে। দুইঃ তিন রাক'আত এক সালামে ফিরবে। -মির'আত ৪র্থ খণ্ড 'বিতর' অধ্যায় ২৬২-২৭৪ পৃঃ।

প্রশ্ন (২৪/৮৪)ঃ স্কুল, কলেজ ও মাদরাসার ছাত্ররা রাস্তাঘাটে কোন শিক্ষককে দেখলে বাইসাইকেল বা মটর সাইকেল থেকে নেমে কপালে হাত দিয়ে সালাম দেয়। যানবাহন থেকে নেমে এবং কপালে হাত দিয়ে সালাম দেয়া শরীয়ত সম্মত কি-না? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ বাকী বিল্লাহ
সাং- সোনাবাড়ীয়া
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ রাস্তাঘাটে শিক্ষককে দেখে ছাত্রদের যানবাহন থেকে নেমে সালাম দেওয়া যরূরী নয়। তবে শিষ্টাচার বা আদব হিসাবে সাইকেল বা মটর সাইকেল হ'তে নেমে সালাম দিতে পারে। আর কপালে হাত দিয়ে সালাম দেওয়া ঠিক নয়। সালাম দেওয়ার সুন্নাতী তরীকা হচ্ছে, সাইকেল বা মটর সাইকেল হ'তেই 'আসসালামু আলাইকুম' বলে সালাম প্রদান করা।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আরোহী ব্যক্তি পদব্রজে চলাচল কারীকে এবং পদব্রজে চলাচলকারী উপবিষ্ট ব্যক্তিকে আর কম সংখ্যক লোক অধিক সংখ্যক লোককে সালাম করবে'। *-বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৬৩২।*

প্রশ্ন (২৫/৮৫)ঃ যোহরের পূর্বের ৪ রাক'আত সুন্নাত 'সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ'। কিন্তু আছরের পূর্বে যে ৪ রাক'আত পড়া হয় সেটা কি সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ? আবার অনেককে আছরের পূর্বে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতে দেখা যায়। কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-হাসীবুল আলম
কাথুলী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ আছরের ছালাতের পূর্বে যে চার বা দু'রাক'আত ছালাত আদায় করা হয়, সেটি সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ নয়। সেটি সাধারণ সুন্নাত। পড়লে ছওয়াব রয়েছে। যেমন ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আছরের পূর্বে ৪ রাক'আত ছালাত আদায় করবে তার প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করবেন। *-আহমাদ, তিরমিযী সনদ হাসান, মিশকাত হা/১১৭০।*

অন্যত্র আছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আছরের পূর্বে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতেন। *-আবুদাঊদ, সনদ হাসান, মিশকাত হা/১১৭২।*

অতএব আছরের পূর্বে চার বা দু'রাক'আত ছালাত সাধারণ সুন্নাত হিসাবে আদায় করা যায়। মুওয়াক্কাদাহ হিসাবে নয়। এর যথেষ্ট ফযীলত রয়েছে।

http://islaminonesite.wordpress.com

প্রশ্ন (২৬/৮৬)ঃ এক মায়ের দুই সন্তান। একটি ছেলে ও একটি মেয়ে। কিন্তু তাদের বাপ দু'জন। উক্ত ভাই বোনের মধ্যে বিবাহ জায়েয হবে কি? উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।

উত্তরঃ যেহেতু উভয়ে এক মায়ের সন্তান, সেহেতু তাদের সম্পর্ক ভাইবোন। সঙ্গত কারণেই তাদের বিবাহ হারাম হবে। আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে তোমাদের মাতা, তোমাদের কন্যা, তোমাদের বোন..... (নিসা ২৩)।

প্রশ্ন (২৭/৮৭)ঃ আমি বিবাহ করার পর সহবাসের সময় নিম্নের দো'আটি পড়তাম 'রাব্বানা হাবলানা মিন আযওয়াজেনা ওয়া যুররিয়াতিনা কুররাতা আ'য়ুনিওঁ ওয়াজ'আলনা লিল মুত্তাকীনা ইমামা'। অথচ আমার একটি হিরোইনখোর ছেলে হ'ল। তাহ'লে কি আল্লাহ আমার দো'আ কবুল করেননি? কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানতে চাই।

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
বাঙ্গাবাড়ী
রহনপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ প্রথমতঃ উল্লেখিত দো'আটি সহবাসের দো'আ নয়। এটি কুরআনের একটি আয়াত। যা সহবাসের সময় পড়া ঠিক নয়। উক্ত আয়াতটি ইবরাহীম (আঃ) সুসন্তানের আশায় পড়তেন (ফুরক্বান ৭৪)। সহবাসের দো'আ নিম্নরূপঃ

'বিস্‌মিল্লা-হি আল্লা-হুম্মা জান্নিবনাশ শায়ত্বানা ওয়া জান্নিবিশ শায়ত্বানা মা রাযাক্বতানা'। *-মুত্তাফাক্ব, মিশকাত হা/২৪১৬।*

দ্বিতীয়তঃ দো'আ কবুল হওয়া না হওয়া সম্পূর্ণ আল্লাহ্‌র হাতে। দো'আ তাৎক্ষনিকভাবে কবুল হ'তে পারে অথবা দো'আর মাধ্যমে কোন বড় বিপদ দূর হ'তে পারে অথবা দো'আর প্রতিদান পরকালে পেতে পারেন। অতএব নিরাশ হওয়ার কিছু নেই।

প্রশ্ন (২৮/৮৮)ঃ অনেকে আল্লাহ সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলে যে, ভগবান, ঈশ্বর, গড একই জিনিষ। যে ধর্মের লোক যা বলে তাই ঠিক। এরূপ কথা যদি কোন মুসলমান বলে তাহ'লে শরীয়তের দৃষ্টিতে তার কোন অপরাধ হবে কি?

-মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক
সহকারী শিক্ষক
কারীমা মাধ্যমিক বিদ্যালয়
বাটকেখালি, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ আল্লাহ বা তাঁর গুণবাচক নাম ব্যতীত অন্য কোন নামে আল্লাহ্‌কে ডাকা কুরআন ও ছহীহ হাদীছের পরিপন্থী। কাজেই প্রশ্নে উল্লেখিত শব্দগুলো দ্বারা আল্লাহ্‌কে ডাকা কোন মুসলমানের পক্ষে জায়েয নয়।

দ্বিতীয়তঃ 'আল্লাহ' শব্দটির কোন স্ত্রী লিঙ্গ নেই। তিনি স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি হ'তে সম্পূর্ণ পবিত্র (ইখলাছ)। কিন্তু ভগবানের ভগবতী, ঈশ্বরের ঈশ্বরী, গডের গডেজ ইত্যাদি স্ত্রী লিঙ্গ রয়েছে। অতএব আল্লাহকে ঐসব নামে ডাকা শিরকের পর্যায়ভুক্ত। কোন মুসলমানের উপরোক্ত উক্তি করা মোটেও উচিৎ নয়। করে থাকলে তাকে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ্‌র নিকটে তওবা করতে হবে।

প্রশ্ন (২৯/৮৯)ঃ জাদুর মাধ্যমে মানুষ হত্যার অপরাধ এবং তরবারী বা অন্য কোন অস্ত্রের মাধ্যমে মানুষ হত্যার অপরাধ কি সমান?

-শিহাবুদ্দীন আহমাদ
২য় বর্ষ (সম্মান) আরবী বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরঃ জাদুর মাধ্যমে মানুষকে হত্যা করা সম্ভব হ'লে ঐ হত্যা ও অস্ত্র দ্বারা হত্যার হুকুম একই হবে। কারণ, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হত্যার হুকুম বর্ণনা করেছেন। কিন্তু হত্যার মাধ্যম নির্দিষ্ট করেননি। কাজেই যে কোন উপায়ে অন্যায়ভাবে হত্যা করলে, হত্যার বদলে হত্যা করা শারঈ বিধান।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আমি তাদের উপর ফরয করেছি যে, প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ এবং চক্ষুর বিনিময়ে চক্ষু.... (মায়েদা ৪৫)।

প্রশ্ন (৩০/৯০)ঃ যে সমস্ত ফরয ছালাতে ক্বিরাআত সরবে পড়ার হুকুম রয়েছে, সে সমস্ত ছালাত একা আদায় করলে নীরবে ক্বিরাআত পড়া যাবে কি?

-ছফীউদ্দীন
পাঁচদোনা, নরসিংদী।

উত্তরঃ যে সমস্ত ছালাতে ক্বিরাআত সরবে পড়ার হুকুম রয়েছে, সে সমস্ত ছালাত একা আদায় করলেও ক্বিরাআত সরবে পরা সুন্নাত। কারণ, ক্বিরাআত সরবে ও নীরবে পড়া জামা'আতের সুন্নাত নয়। বরং পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের তিন ওয়াক্ত সরবে ক্বিরাআত পড়া রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাত। *-বুখারী, মুসলিম, মিশকাত 'ছালাতে ক্বিরাআত' অধ্যায়।* তবে একাকী ছালাতের ক্ষেত্রে কেউ যদি নীরবে ক্বিরাআত পড়ে, তবে তার ছালাত হয়ে যাবে। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, মুছল্লী ছালাতের মধ্যে তার প্রভুর সাথে গোপনে আলাপ করে। অতএব সে দেখুক কি আলাপ করবে। এই সময় তোমরা পরস্পরের উপরে ক্বিরাআত সরবে করো না'। *-আহমাদ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৮৫৬।*

http://islaminonesite.wordpress.com